কর্ণানন্দ।

শ্রীযদুনন্দনদাস বিরচিত।

শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

মুর্শিদাবাদ,—

বহরমপুর,—হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভাস্থ-

রাধারমণ যন্ত্রে,—

উক্ত বিদ্যারত্ন দ্বারা মুদ্রিত।

চৈতন্যাব্দ, ৪০৬।

বঙ্গাব্দ, সন ১২৯৮। ১৫ ই আশ্বিন।

উৎসর্গ।

বিষম-সমর-বিজয়ি—

—শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীমন্মহারাজ-ত্রিপুরা-রাজ্যাধী-
শ্বর-বীরচন্দ্র-বর্ম্ম-মাণিক্য-বাহাদূর—

করকমলেষু।

মহারাজ!

আমি সম্প্রতি "কর্ণানন্দ" নামক গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া আপনার করকমলে সমর্পণ করিলাম, আশা করি ভবদীয় অমাত্যপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমণ ঘোষ বি, এ, সেক্রেটরী মহাশয়ের সহিত এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আপনি নিজ কর্ণের আনন্দ সম্পাদন করুন, তাহা হইলেই আমি নিজ পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

আশীর্ব্বাদক——

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, রাধারমণ যন্ত্র।

পূর্ব্বাভাস।

"কর্ণানন্দ" গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীযদুনন্দন দাস। এই গ্রন্থে সাতটী নির্য্যাস (পরিচ্ছেদ) আছে। ১ম নির্য্যাসে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শাখা বর্ণন। ২য় নির্য্যাসে উপশাখা বর্ণন। ৩য় নির্য্যাসে আচার্য্য—পরিবারদিগের মূলশাখা বৈদ্যবংশাবতংস শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র কবিরাজের মহিমা বর্ণন। ৪র্থ নির্য্যাসে শ্রীবীরহাম্বীর মহারাজের প্রতি শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শিক্ষা বর্ণন। ৫ম নির্য্যাসে শ্রীজীবগোস্বামির পত্রিকাপ্রেরণ এবং শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামির সহিত মিলন। ৬ষ্ঠ নির্য্যাসে, "এক শক্তি শ্রীরূপ, অপর শক্তি শ্রীনিবাস দ্বারা ভক্তিশাস্ত্র ও ভক্তি প্রচার করিব" এইরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতিজ্ঞা বর্ণন। এবং আট কবিরাজ ও ছয় চক্রবর্ত্তির বিবরণ। ৭ম নির্য্যাসে শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামির দেহত্যাগ সম্বন্ধে সন্দেহচ্ছেদন।

এই বিষয় গুলি কর্ণানন্দে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীআচার্য্য প্রভুর যাবতীয় শাখা উপশাখাদির বর্ণন, এই গ্রন্থেই স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস ও প্রেমবিলাসে অনেক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু, এই গ্রন্থের শ্রীনিবাস আচার্য্যই প্রধান বর্ণনীয় সুতরাং শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরিবারবর্গ ইহাতে যে প্রণালী, উপাসনা প্রভৃতি অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থে, বনবিষ্ণুপুরে শ্রীশ্রীকালাচাঁদ বিগ্রহের সম্মুখে বীরহাম্বীর রাজার প্রতি শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শিক্ষা বর্ণন পাঠ করিলে নিশ্চয়ই জানা যায় যে গুরুর নিকট শিষ্যকে কিরূপ ভাবে উপাসনাদি জানিতে হয়। ভক্তিপথানুবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ অতি সযত্নে এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন, দেখিবেন ইহার রসাস্বাদনে কর্ণ ও মনকে আনন্দামৃত-সাগরে নিমগ্ন করিয়া এই কর্ণানন্দ গ্রন্থ নিজ নাম সার্থক করিবেন। আচার্য্য প্রভুর শাখা ও উপশাখাদির বিষয় জানিতে হইলে এই গ্রন্থ ভিন্ন আর কোন সুগম উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীনিবাসাচার্য্যের জন্মভূমী চাকন্দি বহুদিন ভাগীরথীমগ্ন, এখন ঐ গ্রামের বিগ্রহাদি বৈষ্ণব কর্ত্তৃক সেবিত হইতেছেন গ্রাম স্থানান্তরে নীত। বনবিষ্ণুপুর, বুধাইপাড়া ও মালিহাটি প্রভৃতি গ্রামে ঐ বংশীয়গণ বর্ত্তমান। উপশাখাদির বংশীয়গণ সৈয়দাবাদ, বোরাকুলী, ফরিদপুর, মণ্ডলগ্রাম, গোসাঞিগ্রাম,

গোয়াস, ইস্‌লামপুর, দেউলগ্রাম, ও সোনারন্দি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বিস্তৃত হইয়া বাস করিতেছেন।

গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীযদুনন্দন দাস ইনি নিজের পরিচয় এই কর্ণানন্দ গ্রন্থের দ্বিতীয় নির্যাসের মধ্যস্থলে যাহা লিখিয়াছেন, তদ্ভিন্ন আর কিছুই জানিতে পারি নাই। ইনি মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত ১২। ১৩। ক্রোশ দক্ষিণে কাটোয়া নগরের উত্তরাংশে শ্রীশ্রীভাগীরথী নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত মালিহাটী * (মেলেটী) নামক গ্রামে বাস করিতেন এবং ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন এবং আচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীমতী হেমলতাঠাকুরাণীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য শ্রীসুবলচন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য, যথা——

"শ্রীসুবলচন্দ্র ঠাকুর সদানন্দময়। ভ্রাতুষ্পুত্র হয় তাঁর শিষ্য মহাশয়॥

... ...

দীন যদুনন্দন বৈদ্য দাস নাম তার। মালিহাটী গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার॥

... ...

সেবকাভাস কভু সেবা না করিল। তথাপি তাঁহার গুণে সে পদ ধরিল॥"

যদুনন্দনদাস বৈদ্য হইলেও "যদুনন্দনদাস ঠাকুর" এই বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত। ইনি এই কর্ণানন্দ ১৫২৯ শকাব্দে বৈশাখমাসের পূর্ণিমায় খাগড়ার নিকট শ্রীশ্রীভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত বুঁধাইপাড়া গ্রামে (শ্রীহেমলতা-ঠাকুরাণীর পাটে) এই গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। অনুমান করি, এই গ্রন্থ "শাখাবর্ণন" বা "শাখাপ্রকাশ" প্রভৃতি নামে অভিহিত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু, এই গ্রন্থের লেখা শেষ করিয়া শ্রীমতী হেমলতাঠাকুরাণীকে শ্রবণ করান হয়, উক্ত ঠাকুরাণী এই গ্রন্থ শ্রবণ করিয়া কর্ণে সমধিক আনন্দ লাভ করত নিজমুখেই এই গ্রন্থের "কর্ণানন্দ" নাম প্রদান করেন।

---

* মালিহাটী শ্রীনিবাসাচার্য্য বংশীয়দের একটী পাট। রাজসাহীর অন্তর্গত পুঁঠিয়ার পূর্ব্বতন রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ ঐ পাটের দুইটি বৈষ্ণবের নিকট শাস্ত্রীয়-বিচারে পরাস্ত হইয়া উক্ত বৈষ্ণব সমীপে পূর্ব্বকৃত নিজাপরাধ ক্ষমাপণ করত মালিহাটীর ঠাকুরের নিকট শিষ্য হন। (ইতি ভক্তমাল)।

যথা——

"বুঁধাইপাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে। সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে॥
পঞ্চদশ শত আর বৎসর ঊনত্রিংশে। বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে॥
নিজ প্রভু পাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়া। সমাপ্ত করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসেরঅনুদাস। তাঁর দাসের দাস এই যদুনন্দন দাস॥
গ্রন্থ শুনি ঠাকুরাণীর মনের আনন্দ। শ্রীমুখে রাখিল নাম গ্রন্থ "কর্ণানন্দ"॥"

এই লেখা অনুসারে বর্ত্তমান ১৮১৩ শকাব্দার বঙ্গাব্দা ১২৯৮ সালের আশ্বিন মাসের ১৫ই তারিখের গণনায় এই "কর্ণানন্দ" গ্রন্থ ২৮৪ বৎসর ছয় মাস পনর দিবসের হইল (১৫২৯ শকাব্দার বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথি কোন তারিখে গিয়াছে ইহা স্থির জানিতে না পারায় ঐ বৈশাখ মাস সম্পূর্ণই ধরিলাম, কিন্তু উক্ত নির্দ্ধারিত দিন সংখ্যার ৫। ১০ বা ১৫। ইত্যাদি দিনের ন্যূনাধিক্য অবশ্যই সম্ভব)।

এই যদুনন্দনদাসের আরও কএক খানি গ্রন্থ দেখা যায়। যথা——কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সংস্কৃত বৃহৎ গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থের মূল অবলম্বন করিয়া পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদ ১। শ্রীরূপগোস্বামিপ্রণীত বিদগ্ধমাধব নাটকের পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদ ২। এবং অগ্রে পশ্চিমদেশীয় পরে শ্রীক্ষেত্রাদি দর্শনার্থ দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে কৃষ্ণবেণ্বা নদীর তীরস্থিত ও তত্রত্য সোমগিরি নামক সন্ন্যাসির শিষ্য (যিনি চিন্তামণি নাম্নী বেশ্যায় আসক্ত হইয়া পরে নিজ ভাগ্যবলে ও উক্ত বেশ্যার উপদেশাদিতে সংসারে বিরক্ত হইয়া বৃন্দাবন গমন করেন ও পথিমধ্যে বিভিন্নভাবাত্মক কৃষ্ণগুণবর্ণনাময় কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ লিখেন, সেই) শ্রীবিল্ব-মঙ্গল ঠাকুরের (শান্তিশতক প্রণেতা নামান্তর শিহ্লন্ মিশ্র) প্রণীত (কোষ-কাব্য) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত বৃহৎ টীকার অনু-সারে পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদ ৩। এই তিন খানি গ্রন্থের অনুবাদ লইয়া মূল কর্ণানন্দ সহিত চারি খানি গ্রন্থ শ্রীযদুনন্দনদাসের প্রণীত।

এতদ্ভিন্ন শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পৌত্র শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের প্রণীত ও সংগৃহীত পদামৃতসমুদ্র নামক বিস্তৃত গানের গ্রন্থে এবং ঐ গ্রন্থ অনুসারে ও বহুস্থল হইতে শ্রীবৈষ্ণবদাস নামক মহানুভব কর্ত্তৃক সংগৃহীত শ্রীরাধাকৃষ্ণের

বিবিধ রসভাবাত্মক চতুঃশাখা ও তিন সহস্র এক শত একটী পদ বিশিষ্ট অতীব সুবিস্তৃত গীতকল্পতরু (পদকল্পতরু নামে বিখ্যাত) গ্রন্থে এই যদুনন্দনদাসের অনেকানেক বিবিধ রসভাবাত্মক পদাবলী দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং ঐ সমস্ত পদাবলীকে এক খানি গ্রন্থরূপে পরিগণিত করিলে এই মূল কর্ণানন্দ লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ খানি গ্রন্থ যদুনন্দনদাসের বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এতদ্ভিন্ন তিনি আর কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কি না, তাহা আমি এপর্য্যন্ত অবগত নহি। এই গ্রন্থ এবং গ্রন্থকার সম্বন্ধে এতদ্ভিন্ন কোন বিশেষ বিবরণ যদি কোন সাধু মহাত্মা অবগত থাকেন; তাহা আমাকে জানাইলে বাধিত হইব। =

এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনের পূর্ব্বে আমি আদর্শস্বরূপ তিন খানি গ্রন্থ প্রাপ্ত হই, তন্মধ্যে দুই খানি মালদহ নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু গোপালচন্দ্র দাস উকীল মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত, অপর খানি মুর্শিদাবাদ, ইস্লামপুর নিবাসী (ও শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর উপশাখা—বংশীয়) শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকৃষ্ণ ঠাকুর বি, এ, মহাশয়ের নিকট লব্ধ। গ্রন্থপাঠেই সমুদয়প্রতিবাদ্য সম্যক্‌রূপে জানিতে পারিবেন। অধিক লিখিলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে সুতরাং এইস্থলেই ক্ষান্ত হইলাম। আমি যেরূপ পরিশ্রমে এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি তাহাতে সাধুমহাত্মাগণ যত্নে পাঠ করিলেই তাদৃশ পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব। এই গ্রন্থ ভক্তিপথানুবর্ত্তিবৈষ্ণবগণের ত আদরের সামগ্রী বটেই, পরন্তু ইদানীন্তন পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু মহাশয়গণও ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারিবেন, সুতরাং তাঁহাদেরও অবশ্য-দ্রষ্টব্য। অলং পল্লবিতেন ——=—

ইতি——

নিবেদক——

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন

বহরমপুর।

১২৯৮। ১৫ ই আশ্বিন।

কর্ণানন্দ।

প্রথম নির্যাস।

—০:*:০—

শ্রী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি ॥

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ কৃষ্ণচৈতন্যঃ সসনাতনরূপকঃ।
গোপাল রঘুনাথাপ্ত ব্রজবল্লভ পাহি মাং ॥ ২ ॥

সনাতনপ্রেমপরিপ্লুতান্তরং
শ্রীরূপসখ্যেন বিলক্ষিতাখিলং।
নমামি রাধারমণৈকজীবনং
গোপালভট্টং ভজতামভীষ্টদং ॥ ৩ ॥

শ্রীরাধারমণপ্রেষ্ঠং রসশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকং।
শ্রীনিবাসপ্রভুং বন্দে পরকীয়ারসার্থিনং ॥ ৪ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু জয় কৃপাসিন্ধু। জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দীনবন্ধু ॥ জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র দয়ার সাগর। জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভু-পরিকর ॥ জয় শ্রীরূপ সনাতন প্রেমময় রূপ।

জয় শ্রীগোপাল ভট্ট প্রেমভক্তি কূপ ॥ জয় শ্রীল রঘুভট্ট দয়া কর মোরে। জয় রঘুনাথ দাস রাধাকুণ্ড-তীরে ॥ জয় জয় জীবগোসাঞি করুণার নিধি। জয় শ্রীআচার্য্য প্রভু গুণের অবধি ॥ জয় জয় রামচন্দ্র কবিরাজ গোবিন্দ। দোঁহার চরিত্র রসে জগত্ আনন্দ ॥ জয় শ্রী বৈষ্ণব গোসাঞি পতিত-পাবন। দয়া কর প্রভু মোরে লইনু শরণ ॥

শুন শুন ভক্তগণ করি এক মন। দুই শক্তি মহাপ্রভু কৈলা প্রকটন ॥ নিজ মনোঽভীষ্ট তাহা করিতে প্রকাশ। পৃথিবীতে ব্যক্ত লাগি মনের উল্লাস ॥ গ্রন্থ প্রকটিলা তাতে শ্রীরূপে শক্তি দিয়া। আনন্দ হইল চিত্তে শক্তি প্রকাশিয়া ॥ হেন মহা মহাধন কৈল প্রকটন। লক্ষ গ্রন্থ প্রকাশিলা যাহার কারণ ॥ হেন সে দুর্ল্লভ ধন প্রকাশ লাগিয়া। শ্রীনিবাসে শক্তি হেতু প্রকাশিলা গিয়া ॥ দুই শক্তি প্রকাশিয়া মনের আনন্দ। যাহা আস্বাদিয়া জীব হইল স্বচ্ছন্দ ॥ হেন সে দুর্ল্লভ ধন প্রকাশ লাগিয়া। শ্রীনিবাসে শক্তি হেতু প্রচারিল গিয়া ॥ হেন শ্রীনিবাস মোর আচার্য্য ঠাকুর। কল্পবৃক্ষাশ্রয়ে জীব তাপ কৈলা দূর ॥ শ্রীনিবাস কল্পবৃক্ষরূপে অবতার। করুণা করিয়া জীবের করিলা নিস্তার ॥ রামচন্দ্র কবিরাজ যে বৃক্ষের শাখা। তাহার অনন্ত গুণ কি করিব লেখা ॥ মধুর মূরতি রামচন্দ্র কবিরাজ। বৃক্ষসম গুণ যার জগতের মাঝ ॥ তাহার অনুজ হয় অতি গুণবান্। শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ যাহার আখ্যান ॥ আর শাখা তাতে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নাম। তিন জন শাখা সর্ব্ব গুণের নিধান ॥ এই আদি করিয়া যতেক বৃক্ষের শাখা। অনন্ত অপার তার কে করিবে লেখা ॥ এবে ত কহিয়ে বৃক্ষের উপ-

শাখাগণ। শ্রীবলরাম কবিরাজাদি উপশাখাগণ॥ শাখা অনু-শাখা যার জগৎ ব্যাপিল। করুণা কটাক্ষ যাতে পত্র নিক-সিল॥ নানা সৎ ভাবাবলি পুষ্প বিকসিত। শুদ্ধ পরকীয়া যাতে গন্ধ আমোদিত॥ এই মতে বৃক্ষ অতি সুগন্ধ হইল। নিরমল প্রেমভক্তি ফল উপজিল॥ শুন শুন ভক্তগণ করি নিবেদন। শ্রবণাদি জলে কর বৃক্ষের সেচন॥ কর্ম্ম জ্ঞানাদিক সব দূরে তেয়াগিয়া। ফল আস্বাদহ সবে আকণ্ঠ পূরিয়া॥ শ্রীনিবাস রূপে কল্পবৃক্ষের সাজন। গৌড়দেশে লক্ষ গ্রন্থ কৈলা প্রকটন॥ শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত যত গ্রন্থগণ। যত গ্রন্থ প্রকাশিলা গোস্বামী সনাতন॥ শ্রীভট্ট গোসাঞি যাহা করিলা প্রকাশ। রঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথ দাস॥ শ্রীজীব গোস্বামিকৃত যত গ্রন্থ চয়। কবিরাজ গ্রন্থ যত কৈলা রসময়॥ এই সব গ্রন্থ লইয়া গৌড়েতে স্বচ্ছন্দে। বিস্তারিল প্রভু তাহা মনের আনন্দে॥ শ্রীনিবাস বায়ু রূপে গ্রন্থ মেঘ লইয়া। লইয়া আইলা যিঁহো যতন করিয়া॥ ব্রজগিরি-মধ্য হইতে গ্রন্থ মেঘ আনি। গৌড়দেশ কৃষি সিঞ্চে দিয়া প্রেমপানি॥ কলি রবি-তাপে দগ্ধ জীব-শস্যগণ। কৃষ্ণ প্রেমামৃত বৃষ্টে পাইল জীবন॥ প্রেমের বাদল হইল পৃথিবী ভরিয়া। ভকত ময়ূর নাচে মাতিয়া মাতিয়া॥ যাজিগ্রামে বসতি করিলা প্রভু যবে। প্রত্যহ বৈষ্ণবগণ আসি মিলে তবে॥ তা সবাকে প্রেম কথা কহে ভক্তিযোগে। ঘুচাইলা তা সবার জ্ঞান কর্ম্ম রোগে॥ এইরূপে কত দিন প্রেমানন্দে যায়। কৃষ্ণপ্রেম-রসে ভাসে ভাবময় গায়॥ বৈষ্ণবের উপরোধে বিবাহ করিল। কত দিন পরে পুন আর বিভা কৈল॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

উজ্জ্বল দেখয়। বিদগ্ধমাধব ললিতমাধবাদিময়॥ হরিভক্তি-বিলাস আর ভাগবতামৃত। দশম টিপ্পনী আর দশমচরিত॥ মথুরামাহাত্ম্য আর বহুস্তবাবলি। হংসদূতাদিক উদ্ধবসন্দেশ সকলি॥ ষট্‌সন্দর্ভ তোষণী ভাগবত দশম। গীতাবলি বিরুদাবলি পড়ে করি ক্রম॥ মুক্তাচরিত্র আর কৃষ্ণকর্ণা-মৃত। ব্রহ্মসংহিতাদি আর গোপীপ্রেমামৃত। কত নাম জানি আমি লক্ষ গ্রন্থ যত। মাধব মহোৎসবাদিক দেখে অবিরত॥ পড়িয়া শুনাইলা গ্রন্থ বৈষ্ণবের গণে। প্রেমা-মৃতে ডুবি রহে রাত্রি আর দিনে॥ সংখ্যা করি হরি-নাম লয় প্রহরেক। গ্রন্থ দরশনে যায় আর প্রহরেক॥ রাধা-কৃষ্ণ গোবিন্দ কীর্ত্তন দুই যাম *। স্মরণবিলাস-প্রেমে ভাসে অবিরাম॥ চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ। রায়ের নাটক গ্রন্থ গান পরানন্দ॥ রজনীতে ভক্ত সঙ্গে রাসাদি বিলাস। গান শিক্ষা দিল ভক্তি প্রেমের উল্লাস॥ দিনে শালগ্রাম সেবা তুলসীসেবন। পরম ভক্তিতে করে জলের সিঞ্চন॥ রাধা-কৃষ্ণ ধ্যান মন্ত্র নাম দোঁহাকার। এই মত স্মরণ লীলা স্মৃতি সর্ব্বকাল॥ শ্রীরূপ সনাতন বলি সঘন হুঙ্কার। শ্রীগোপাল ভট্ট বলি করেন ফুৎকার॥ রাধাকৃষ্ণ কুণ্ড বলি ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়। গিরিগোবর্দ্ধন বলি করে হায় হায়॥ এই রূপে রাত্রি দিনে প্রেমানন্দে যায়। প্রেমামৃত আস্বাদয়ে আনন্দ হিয়ায়॥ সুকৃতী বাসয়ে ভাল দুষ্কৃতী হাসয়। এবে সেই লোক সবে আনন্দে ভাসয়॥ গৌরগুণ গান প্রভু নিত্যানন্দ গুণ। এই মতে দিবা রাত্রি উপজে করুণ॥ এবে কহি শ্রীআ-

---

* যাম—প্রহর।

চার্য্য প্রভুর শাখাগণ। যা সবার নাম স্মৃতে প্রেম উদ্দীপন॥

তত্র প্রমাণ-শ্লোকঃ॥

বন্দে শ্রীলশ্রীনিবাসপ্রভুশাখাগণো মহান্।
যন্নামস্মৃতিমাত্রেণ কৃষ্ণপ্রেমোদয়ো ভবেৎ॥

শ্রীআচার্য্য প্রভুর যত শাখাগণ। শ্লোক ছন্দে দোঁহে তাহা করিলা বর্ণন॥ ঠাকুর মহাশয় যেবা করিলা বর্ণন। কর্ণপূর কবিরাজ যা কৈল রচন॥ এই দুই মহাশয়ের শ্লোক অনুসারে। মোর প্রভুর আজ্ঞা তাহা পয়ার করিবারে॥ প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি গেল কত দিন। বৈষ্ণবরূপেতে আজ্ঞা করিলেন পুন॥ আজ্ঞা বলবান্ ইহা বর্ণন করিতে। ইহার ভাল মন্দ কিছু না পারি বুঝিতে॥ মুঞি ছার হীনবুদ্ধি কি জানি বর্ণন। অপরাধ ক্ষম প্রভু লইনু স্মরণ॥ প্রভু-আজ্ঞাবাণী আর বৈষ্ণব-আদেশ। মনোমধ্যে ইহা আমি বুঝিনু বিশেষ॥ অজ্ঞবর শ্রেষ্ঠ আমি আর কি কহিব। বৈষ্ণব গোসাঞি মোরে সকল ক্ষমিব॥ তোমা সবার পাদরজ মস্তকে করিয়া। কিছুমাত্র কহি ইহা পয়ার করিয়া॥ অগ্র পশ্চাৎ বর্ণনের না লইবা দোষ। সবার চরণ বন্দো হইয়া সন্তোষ॥ এবে কহি প্রভুর শাখা উপশাখাগণ। অপরাধ ক্ষমি ইহা করহ শ্রবণ॥ এক দিন নিজবাটীর পশ্চিম দিশাতে। সরোবর-তট আছে বসিলা তাহাতে॥ হেন কালে দোলাতে চড়ি আইসে এক জন। পথে যায় বিবাহ করি বাজায় বাজন॥ মন্মথ সমান রূপ দেখি প্রভু ভাবে। এমন অপূর্ব্ব রূপ দেখিলাম এবে॥ সুবর্ণ কেতকী-পুষ্প-সমান বরণ। সুবিস্তীর্ণ বক্ষস্থল অতি

মনোরম ॥ লোমশ্রেণি যুক্ত তাতে প্রকৃষ্ট উদর। রক্তবর্ণ তুল্য যার পদ আর কর ॥ পূর্ণিমার চন্দ্র যিনি সুন্দর বদন। উন্নত নাসিকা আর সুন্দর দশন ॥ বিম্বফল জিনিয়া অধর মনোরম। মনোহর শোভিয়াছে এ পদ্ম লোচন ॥ কুম্বুগ্রীব ক্ষীণ মধ্য সুকুঞ্চিত কেশ। উলটা কদলী উরু জানু সন্নিবেশ ॥ পট্টবস্ত্র পরিধান গলে পুষ্পমালা। চন্দনের পঙ্ক গায় দেখি সুধাইলা ॥ ইহোঁ কিবা কামদেব অশ্বিনীকুমার। কিবা কোন দেবতা গন্ধর্ব্ব-পুত্র আর ॥ এইরূপে তার রূপ দেখি পুনঃ পুনঃ। কহিতে লাগিলা প্রভু কৃপা বাঢ়ে দুন ॥ হেন যে শরীর পেয়ে যদি কৃষ্ণ ভজে। তবে সে সফল তনু নহে বৃথা মজে ॥ কহে তা সভার সঙ্গী কহ দেখি ভাই। কোন গ্রামে বাটী ইহার রহে কোন ঠাঞি ॥ কোন জাতি কিবা নাম কহ বিবরিয়া। তাহা সব কহে কথা প্রণাম করিয়া ॥ /রামচন্দ্র কবিরাজ পরম পণ্ডিত। বাচস্পতি সম কেবা সরস্বতী খ্যাত ॥ সদ্বৈদ্য-কুলোদ্ভব যজস্বী প্রধান। মহা চিকিৎসক ইহোঁ দিগ্বিজয়ী নাম ॥ কুমারনগরে বাটী খ্যাতি কীর্ত্তি নাম। শুনি প্রভু হর্ষে গেলা আপনার ধাম ॥/ প্রভু যত কহিলেন গাঢ় কর্ণ করে। শুনি কবিরাজ গেলা হর্ষে নিজ পুরে ॥ পরম সুধীর কিছু উত্তর না দিলা। প্রভুর চরণ মনে ভাবিতে লাগিলা ॥ এইমতে কষ্টে দিন গোঙাইলা ঘরে। রাত্রিকালে আইলেন প্রভুর দুয়ারে ॥ এক দ্বিজগৃহে রাত্রি কষ্টে গোঙাইলা। প্রভাতে প্রভুর পদে আসিয়া পড়িলা ॥ কান্দিতে কান্দিতে ভূমে গড়াগড়ি যায়। ছিন্নমূল বৃক্ষ যেন ভূমিতে

লোটায় ॥ গদগদ নাদে কহে দেহ পদ ছায়া। মোর উত্তা-পিত প্রাণ না করহ মায়া ॥ প্রভু উঠি তার বাহুলতা উঠা-ইয়া। হর্ষে গাঢ় আলিঙ্গন দিল করি দয়া ॥ কৃষ্ণ ভক্তি হউক্ বলি আশীর্ব্বাদ কৈল। প্রেমে গদ গদ কিছু কহিতে লাগিল ॥ জন্মে জন্মে তুমি মোর বান্ধব সহায়। বিধাতা সদয় আনি দিলেন তোমায় ॥ এত বলি রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিল তারে। শুনাইলা রাধাকৃষ্ণ লীলা বারে বারে ॥ পড়াইলা গ্রন্থগণ অলপ দিবসে। আশীর্ব্বাদ করি তারে আজ্ঞা দিল শেষে॥ তুমিহ আমার নিজ স্বরূপ সর্ব্বথায়। প্রেমময় হও তুমি গোবিন্দ কৃপায় ॥ বৃন্দাবনে তোমার সদৃশ একজন। বিধি আনি নিধি দিল নাম নরোত্তম ॥ চিরদিন একত্রেতে করিনু বসতি। তোমা দিয়া দুই চক্ষু দিল দয়ামতি ॥ এইরূপে তারে কৃপা করি শিখাইলা। নরোত্তম ঠাকুর তার সঙ্গে করি দিলা ॥ নরোত্তমে রামচন্দ্রে প্রেম বাড়ি গেল। এক প্রাণ ভিন্ন দেহ হেন প্রেম হৈল ॥ তবে প্রভু শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ প্রতি। দয়া কৈল শিষ্য হইল অর্পিয়া শকতি। তাহার অনুজ হয় পরম পণ্ডিত। মহাভাগবত দোঁহে প্রেম-ময় চিত॥ রাধাকৃষ্ণ বিহারগীত রসপদ্য-মতে। কবিরাজ আজ্ঞা দিলা অতিকৃপা যাতে ॥ তাহার স্বপদ্য গীত কৈল বহুরীতে। পৃথিবী ভাসিল যবে প্রেমামৃত গীতে॥ দুই কবিরাজের দুইত ঘরণীরে। তাহারে করিলা দয়া সদয় অন্তরে ॥ তবে প্রভু দিব্যসিংহ * প্রতি দয়া কৈল। প্রভু কৃপা পাই যেঁহো ধন্য অতি হৈল ॥ তার পর সুচরিতা দুই প্রভুর ঘরণী। দোঁহারে

---

* দিব্যসিংহ—গোবিন্দ কবিরাজের পুত্র।

করিলা দয়া প্রভু গুণমণি ॥ জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী ঈশ্বরী ঠাকুরাণী নাম। কি কহিব তাঁর গুণ অতি অনুপাম॥ কনিষ্ঠা শ্রীমতী গৌরাঙ্গপ্রিয়া ঠাকুরাণী। তাঁহার চরিত্র আমি কি কহিতে জানি॥ দুই জনে মহাপ্রীত অতি গুণবান্। দোঁহে বিদগধ দোঁহে রসের নিধান॥ ভজন-পরাকাষ্ঠা দোঁহার না পারি কহিতে। পরম সুধীর দোঁহে মধুর চরিতে॥ প্রভুর পরম প্রিয়া অতি গুণবতী। বৈদগ্ধ্য অবধি দোঁহে মধুর মূরতি॥ শুদ্ধ রাগানুগা দোঁহার ভজন একান্ত। পরকীয়া ভাব দোঁহার ভজন নিতান্ত॥ কি কহিব দোঁহাকার নৈষ্ঠিক ভজনে। কর্ম্ম জ্ঞানাদিক কভু নাহি শুনে কাণে॥ আমি হীন ছার কিবা করিব ব্যাখ্যান। প্রভুর প্রেয়সী দোঁহে প্রভুর সমান॥ দোঁহা-কার শিষ্যোপশিষ্যে ভাসিল ভুবন। আগে বিস্তারিব তাহা করিয়া যতন॥ জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবৃন্দাবন আচার্য্য হয় নাম। তাহারে করিলা দয়া প্রভু গুণধাম॥ মধ্যম পুত্র প্রভুর রাধা-কৃষ্ণ আচার্য্য। তার গুণ কি কহিব সকলি আশ্চর্য্য॥ তাহারে করিলা দয়া প্রভু গুণনিধি। পরম আশ্চর্য্য যেহো গুণের অবধি॥ শ্রীগোবিন্দগতি নাম কনিষ্ঠ তনয়। তারে কৃপা কৈলা প্রভু সদয় হৃদয়॥ শ্রীগোবিন্দগতি প্রভু শ্রীগুরু-প্রণালী। লিখিলেন নিজ শ্লোকে হইয়া কুতূহলী॥

তথাহি শ্লোকঃ॥

শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দ-মধুপো গোপালভট্টপ্রভুঃ
শ্রীমাংস্তস্য পদাম্বুজস্য মধুলিট্ শ্রীশ্রীনিবাসাহ্বয়ঃ।
আচার্য্যপ্রভুসংজ্ঞকোঽখিলজনৈঃ সর্ব্বেষু নীবৃৎসু যঃ
খ্যাতস্তৎপদপঙ্কজাশ্রয়মহো গোবিন্দগত্যাখ্যকঃ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পাদপদ্মের আশ্রয়। মধুকর হইয়া যিহো সদা বিলসয়॥ শ্রীগোপাল ভট্ট গোসাঞি হইয়া সদয়। শ্রীআচার্য্য প্রভুকে কৃপা কৈল অতিশয়॥ শ্রীআচার্য্য প্রভুর পাদপদ্মের আশ্রয়। শ্রীগোবিন্দগতি ইহা নিজ শ্লোকে কয়॥ মহাদাতা হন তিঁহো মহান্ত গুণবান্। তাঁর শিষ্যে উপশিষ্যে ভাসিল ভুবন॥ সে সকল কথা আগে কহিব বিস্তারি। এবে কহি প্রভুর শাখা সংক্ষেপ আচরি॥ তবে প্রভুর নিজ কন্যা নাম হেমলতা। তাঁহারে করিলা দয়া করি প্রসন্নতা॥ তাঁর শিষ্য উপশিষ্য অনেক হইল। তিঁহো প্রেমামৃতে সব মহী ভাসাইল॥ আর কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়া নাম ঠাকুরাণী। তাঁরে নিজ পদাশ্রয় দিল দয়ামণি॥ আর কন্যা কাঞ্চনলতিকা যার নাম। তাঁরে নিজ পদাশ্রয় দিল দয়াবান্॥ তবে প্রভু কাঞ্চনগড়িয়া প্রতি দয়া। শ্রীদাস ঠাকুরে দয়া করিলা আসিয়া॥ তিঁহো মহাভাগবত পরম পণ্ডিত। প্রভুর নিকটে যার সদা ছিল স্থিত॥ জয়কৃষ্ণ জগদীশ শ্যাম বল্লভাচার্য্য। তাঁহার তনয় তিন গুণে মহা আর্য্য॥ শ্রীঈশ্বরের কৃপাপাত্র তিন মহাশয়। মহাভাগবত হয় প্রেমের আলয়॥ তথায় তাহার জ্যেষ্ঠ শ্রীগোকুলদাস। ঠাকুর করিলা কৃপা পরম উল্লাস॥ মস্তকে বহিয়া জল কৃষ্ণসেবা করে। তাঁর প্রেম চেষ্টা কেহো বুঝিতে না পারে॥ তাঁর পুত্র শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ঠাকুরেরে। সুন্দর দেখিয়া কৃপা করিলা তাহারে॥ বালক কালেতে কৃপা তাহারে হইল। তিঁহো মহাভাগবত শিষ্য বহু কৈল॥ তথায় শ্রীনরসিংহ কবিরাজ প্রতি। দয়া কৈল মন্ত্র দিল

অর্পিয়া শকতি ॥ পরম পণ্ডিত তিঁহো প্রভুরে ধেয়ায়। তাঁর প্রেম চেষ্টা গুণ বুঝন না যায় ॥ তাঁর শিষ্য উপশিষ্য অনেক হইল। তবে প্রভু রঘুনাথ করে কৃপা কৈল ॥ রামকৃষ্ণ চট্টরাজ প্রভুর এক শাখা। তাহার মহিমা গুণ কি করিব লেখা ॥ হরিনামে রত সদা লয় হরিনাম। সংখ্যা করি জপে নাম সদা অবিশ্রাম ॥ তার পুত্র গোপীজনবল্লভ চট্টরাজ। বিখ্যাত আছেন যিঁহো জগতের মাঝ ॥ প্রভুতে পরম প্রীতি প্রভু দয়া করে। তাহার মহিমা কিছু নারি বর্ণিবারে ॥ তারে কৃপা করি প্রভু করি প্রসন্নতা। যারে সমর্পিল কন্যা শ্রীল হেমলতা ॥ শ্রীকুমুদ চট্টরাজ প্রভুর প্রিয় ভৃত্য। প্রভুপদ বিনে যার নাহি আর কৃত্য ॥ তার পুত্র শ্রীচৈতন্য নাম চট্টরাজ। প্রভুর কৃপাপাত্র যিঁহো মহা-ভক্তরাজ ॥ তাঁহারে করিলা দয়া সদয় হইয়া। যারে সমর্পিল কন্যা শ্রীল কৃষ্ণপ্রিয়া ॥ রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চট্ট-রাজের জামাতা। তাঁহারে করিলা দয়া লভি প্রসন্নতা ॥ তাঁহার অনন্ত গুণ না পারি লিখিতে। সদাই নিমগ্ন রাধাকৃষ্ণের লীলাতে ॥ ॥ প্রভুতে পরম প্রীতি প্রভু প্রাণ তাঁর। সদা হরিনাম যিঁহো করে অনিবার ॥ দুই কন্যা চট্টরাজের দুই গুণবন্ত। সুস্নিগ্ধ মূরতি দুঁহে অতি শুদ্ধ শান্ত ॥ শ্রীমালতী প্রতি তবে প্রভু দয়া কৈল। প্রভু কৃপা পাই যিঁহো অতি ধন্য হৈল ॥ আর কন্যা শ্রীফুলঝি নাম ঠাকু-রাণী। তাহারে করিলা দয়া প্রভু গুণমণি ॥ তবে সেই কলানিধি চট্টরাজ নাম। সদা হরিনাম জপে এই তার কাম ॥ প্রভু কহে তুমি চৈতন্যের প্রিয়তম। লক্ষ নাম জপ তুমি

করিয়া নিয়ম ॥ প্রভুর পরম প্রিয় সেবক প্রধান। বৃন্দা-
বন চট্টরাজ প্রিয় ভৃত্য প্রাণ ॥ কি কহিব ইহঁা সবার
ভজন প্রসঙ্গ। কহিতে বাঢ়য়ে চিত্তে সুখাব্ধি তরঙ্গ ॥ তথা
বর্ণ বিপ্র প্রতি অতি শুদ্ধ দয়া। তাহারে করিলা দয়া সদয়
হইয়া ॥ নাম শ্রীগোপাল দাস তারে কৃপা কৈলা। নিজ
জাতি উদ্ধারিতে তারে আজ্ঞা দিলা ॥ কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে
প্রভুর ভক্তগণ। একেক লক্ষ হরিনাম করেন নিয়ম ॥ দিবসে
না লয় নাম রাত্রিকালে বসি। কেশে ডোর চালে বান্ধি
লয় নাম বসি ॥ সবেই প্রভুর প্রাণ সবার প্রাণ প্রভু। অতি
প্রিয় স্থান সেই না ছাড়য়ে কভু ॥ গোপাল দাস ঠাকুরের
শিষ্য মহাশয়। শ্রীগোপীমোহন দাস মির্জাপুরালয় ॥
তিঁহো মহাভাগবত কি তার কথন। যার শিষ্য শ্যামদাস
খড়্‌গ্রাম ভবন ॥ প্রভু কৃপা কৈল গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী
নাম। বাল্য কালেতে যিঁহো ভজন অনুপাম ॥ প্রেম-
মূর্ত্তি কলেবর বিখ্যাত যার নাম ॥ ভাবক চক্রবর্ত্তী খ্যাতি
বোরাকুলি গ্রাম ॥ তাঁর শিষ্য উপশিষ্যে জগৎ ব্যাপিল।
আগে তাহা বাখানিব খ্যাতি যাহা হৈল ॥ তাহার ঘরণী
সুচরিতা বুদ্ধিমন্তা। শ্রীঈশ্বরীর কৃপাপাত্রী অতি সুচরিতা ॥
লক্ষ হরিনাম যিঁহো করেন গ্রহণ। ক্ষণে ক্ষণে মহাপ্রভুর
চরিত্র কথন ॥ শ্রীগোপালভট্ট আর শ্রীরূপ সনাতন। আচার্য্য
প্রভুর পদ সদাই ভাবন ॥ ঠাকুরাণীর গুণ ব্যাখ্যা করিব বা
কত। যাহার ভজন রীত জগতে বিখ্যাত ॥ জ্যেষ্ঠ পুত্র
রাজবল্লভ চক্রবর্ত্তী নাম। তার গুণ কি কহিব অতি অনু-
পাম ॥ তাহার চরিত্র কথা না পারি কহিতে। প্রভুপদ

বিনা যার অন্য নাহি চিতে॥ আর দুই পুত্র মাতার সেবক হইলা। রাধাবিনোদ কিশোরী দাস ভক্তিপরা॥ কর্ণপূর কবিরাজে প্রভু দয়া কৈল। প্রভুর শাখা বর্ণনাতে যিঁহো ধন্য হৈল॥ অপার ভজন যার না পারি কহিতে। সদা মগ্ন রহে যিঁহো মানস সেবাতে॥ লক্ষ হরিনাম যিঁহো করেন গ্রহণ। এই মতে রহে যিহো সুখাবিষ্ট মন॥ তবে বনবিষ্ণুপুর প্রতি কৃপা কৈলা। সেখানে অনেক শিষ্য প্রকাশ হইলা॥ তবে শ্রীআচার্য্য ব্যাস প্রতি দয়া কৈলা। তাহাকে সেবক করি বহু শিখাইলা॥ সে সব রহস্য গুণ কহনে না যায়। তিঁহো মহাবিজ্ঞ অতি প্রেমী মহাশয়॥ তাঁর শাখা উপশাখা অনেক হইল। তাঁরা মহাভাগবত জগৎ তারিল॥ শ্রীবংশীদাস ঠাকুর যেই মহাশয়। প্রভুর প্রিয় শাখা হয় মধুর আশয়॥ হরিনামে রত সদা লয় হরিনাম। সংখ্যা করি জপে নাম সদা অবিশ্রাম॥ শ্রীগোপালদাস ঠাকুর প্রভুর এক শাখা। প্রভুর পরম প্রিয় গুণের নাহি লেখা॥ বুঁধইপাড়াতে বাড়ি শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনিয়া। যাহার কীর্ত্তনে যায় পাষাণ গলিয়া॥ শ্রীরূপঘটক নাম প্রভুর প্রিয় ভৃত্য। রাধাকৃষ্ণ নাম বিনা যার নাহি কৃত্য॥ তার পর দয়া কৈল রঘুনন্দনদাসে। ঘটক বলিয়া খ্যাতি দিলেন সন্তোষে॥ দুই ঘটক হয়েন মহাগুণবানে। প্রভুর চরণ দোঁহে সর্ব্বস্ব করি জানে॥ সুধাকর মণ্ডল প্রভুর ভৃত্য এক জন। তার স্ত্রী শ্যামপ্রিয়া কৃপার ভাজন॥ তার পুত্র রাধাবল্লভ মণ্ডল সুচরিত। হরিনাম বিনা যার নাহি আর কৃত্য॥ তবে প্রভু কামদেব মণ্ডলে কৃপা কৈল। প্রভু কৃপা পাঞা

যিঁহো ধন্য অতি হইল ॥ নিগূঢ় তাহার ভাব কে কহিতে পারে। রাধাকৃষ্ণ লীলা স্ফুরে যাহার অন্তরে ॥ সদা হরিনাম যিহো করেন গ্রহণ। প্রভুর চরণ দুটী অন্তরে স্ফুরণ ॥ তবে প্রভু কৃপা কৈল গোপাল মণ্ডলে। প্রভু পদে নিষ্ঠা যার অতি নিরগলে ॥ প্রভুর শ্বশুর দুই অতি বিচক্ষণ। দোঁহার চরিত্র কিছু না যায় বর্ণন ॥ দুঁহে অতি শুদ্ধাচার নিরমল তনু। মহাপ্রভুর পদ ধ্যান নাহি ইহা বিনু ॥ শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী প্রভুর প্রিয় ভৃত্য। অবিশ্রাম ঝরে আঁখি করে কীর্ত্তনে নৃত্য ॥ আর শ্বশুর শ্রীরঘুনন্দন চক্রবর্ত্তী। প্রভু কৃপা পাইয়া যিঁহো হৈলা কৃতকীর্ত্তি ॥ দুই শ্যালক প্রভুর তাহা কহি শুন। দুই জনে হৈলা প্রভুর কৃপার ভাজন ॥ জ্যেষ্ঠ শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়। প্রভুর কৃপাপাত্র হয় সদয়হৃদয় ॥ তিঁহো ত পণ্ডিত হয় শ্রীভাগবতে। ভাগবত পদে যিঁহো প্রেমে মহামত্তে ॥ তাহার অনুজ অতি ভক্ত মহাশয়। ফরিদপুরবাসী কহি তাহার আলয় ॥ রামচরণ চক্রবর্ত্তী প্রভুর সেবক। তার যত শিষ্যগণ কহিব কতেক ॥ লক্ষ হরিনাম জপে সংখ্যা করিয়া। রাধা কৃষ্ণ লীলা কথা কহে আস্বাদিয়া ॥ কীর্ত্তন লম্পট বড় সদা নাচে তথা। সদা অশ্রু ঝরে আঁখি প্রেম পূর্ণ যথা ॥ বৈষ্ণবগণের প্রাণ স্নিগ্ধ পাত্র মত। তাহার অনন্ত গুণ কে গণিবে কত ॥ প্রভুর কৃপাপাত্র এক চট্ট কৃষ্ণদাস। লক্ষ হরি নাম জপে নামেই বিশ্বাস ॥ তাহার সেবক যত নাহি তার অন্ত। সবে হরি নামে রত সবে গুণবন্ত ॥ বনমালী দাস নাম বৈদ্যকুলে জন্ম। প্রভুর প্রিয় সেবক কে বা জানে তার

মর্ম্ম ॥ শ্রীমোহন দাস নাম জন্ম বৈদ্যকুলে। নৈষ্ঠিক ভজন যার অতি নিরমলে ॥ তিঁহো মহা মহাশয় মধুর আশয়। প্রভুর পরম প্রিয় সদয় হৃদয় ॥ শ্রীরাধাবল্লভ দাস প্রভুর সেবক। মহাভাগবত তিঁহো ভজন অনেক॥ প্রভুর পরম প্রিয় শ্রীমথুরা দাস। হরি নাম জপে সদা পরম উল্লাস ॥ রাধাকৃষ্ণ-দাস নাম প্রভুর প্রিয় ভৃত্য। অবিশ্রাম ঝরে প্রেমে কীর্ত্ত-নেতে নৃত্য ॥ শ্রীরমণ দাস হয় প্রভুর কৃপাপাত্র। মুখে সদা রহে যার হরিনামামৃত ॥ আর ভৃত্য হয় প্রভুর রামদাস নাম। সদা প্রেমোন্মাদে নাচে লয় হরি নাম ॥ শ্রীকবিবল্লভ হয় প্রভুর নিজ দাস। প্রেমে রাধাকৃষ্ণ নাম গান মহোল্লাস ॥ অনেক পুস্তক প্রভুকে দিয়াছে লিখিয়া। যেন মুক্তাপাঁতি লেখা মহা আঁখরিয়া ॥ বনমালী দাসের পিতা শ্রীগোপাল দাস। প্রভুর সেবক হয় অতি শুদ্ধভাব ॥ তার পর শ্যাম দাস চট্টে কৃপা কৈলা। তিঁহো মহাভাগবত প্রভু কৃপা পাইলা ॥ তথায় শ্রীআত্মারাম প্রভুর প্রিয়দাস। সদা হরিনাম জপে সংসারে উদাস ॥ শ্রীনকড়ি দাস প্রতি অতি কৃপা কৈলা। প্রভুর চরণ তিঁহো সর্ব্বস্ব করিলা ॥ শ্রীগোপীরমণ দাস বৈদ্য মহাশয়। তাহারে প্রভুর কৃপা হৈল অতিশয় ॥ হরি-নামে প্রীতি তার লয় হরি নাম। রাধাকৃষ্ণ লীলা গান মহা-প্রেমধাম ॥ গোয়াসে তাহার বাড়ি বড়ই রসিক। সদা কৃষ্ণ-রসকথা যাতে প্রেমাধিক। শ্রীদুর্গাদাস নাম প্রভুর নিজ-দাস। সদা হরিনাম জপে অন্তরে উল্লাস ॥ তবে প্রভু কৃপা কৈলা শ্যামদাস কবিরাজে। যাহার ভজন ব্যক্ত জগতের মাঝে ॥ তবে প্রভু কৃপা কৈলা রঘুনাথ দাসে। প্রভু কৃপা

পাইয়া যিঁহো অন্তরে উল্লাসে॥ কুমুদানন্দ ঠাকুরে প্রভু দয়া কৈলা। প্রভু কৃপা পাইয়া যিঁহো কৃতার্থ হইলা। শ্রীরাম দাস ঠাকুর প্রভুর প্রিয় ভৃত্য। রাধাকৃষ্ণ ধ্যান বিনা নাহি যার কৃত্য॥ রাধাবল্লভ দাস ঠাকুর সবল উদার। প্রভুর চরণ ধ্যান অন্তরে যাহার॥ গোকুলানন্দ দাস চক্র-বর্ত্তী মহাশয়। প্রভু কৃপা কৈলা তারে সদয় হৃদয়॥ আরেক সেবক শ্রী গোকুলানন্দ দাস। সদা হরিনাম জপে নামেতে বিশ্বাস॥ তবে শ্রীগোপালদাস ঠাকুরে দয়া কৈলা। প্রভুকৃপা পাইয়া যিহোঁ ধন্য অতি হৈলা॥ তবে প্রভু কৃপা কৈলা শ্যাম দাস প্রতি। চট্টবংশে ধন্য তিঁহো পরম ভকতি॥ তবে পুরুষোত্তম দর্শনে প্রভু যাত্রা কৈলা। বনপথে পথে প্রভু আনন্দে চলিলা॥ এক দিন এক গ্রামে রাত্রিতে রহিলা। দস্যুগণ রত্ন বলি গণি হাতে পাইলা॥ চোরগণ পুস্তক হরিয়া নিজপথে। তবে রাজপাশ গেলা পুস্তক নিমিত্তে॥ হেন কালে বিপ্র এক ব্যাস চক্রবর্ত্তী। পুরাণ শুনায় রাজাকে করি মহা আর্ত্তি॥ পুরাণ-শ্রবণ হেতু রাজা আচার্য্য নাম দিলা। এই হইতে আচার্য্য নাম সংসারে হইলা॥ হেনই সময়ে বিপ্র ভ্রমরগীতা পড়ে। ব্যাখ্যা শুনি প্রভু হাঁসে থাকি কিছু দূরে॥ তবে প্রভু সভামধ্যে যাইয়া বসিলা। বসিয়া ত সেই ব্যাখ্যা সকলি খণ্ডিলা॥ তবে রাজা চিত্তে বড় হরিষ হইল। ব্যাখ্যা শুনিবারে তবে চিত্ত মগ্ন হইল॥ রাজা নিবে-দন করে বিনয় করিয়া। আপনে করহ ব্যাখ্যা করুণা করিয়া॥ প্রভু ব্যাখ্যা কৈল শ্লোক গোস্বামির মতে। শুনিয়া হইল রাজা যেন উনমতে॥ প্রণাম করিয়া পায় পড়িলা

তখন। প্রভু কৃপা কর মোরে লইনু শরণ॥ হায় হায় হেন ব্যাখ্যা কভু নাহি শুনি। ফুকারি ফুকারি কান্দে পড়িয়া ধরণী॥ গদ গদ নাদে কহে শুন মহাশয়। করুণা করহ মোরে হইয়া সদয়॥ প্রভু কহে এই বিপ্রের নাম কিবা হয়। শ্রীব্যাস আচার্য্য বলি রাজা নিবেদয়॥ প্রমাণে ইহার নাম আচার্য্য সে হয়। প্রভু কহে আচার্য্য নাম হইল নিশ্চয়॥ তবে রাজা প্রতি প্রভু কহেন বচন। তোমারে ত কৃপা করুণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ মল্ল ভূপতি নাম শ্রীবীরহাম্বীর। কৃপা কৈলা প্রভু তারে সদয় গম্ভীর॥ কৃষ্ণপদে নৈষ্ঠিক ভকতি হইল তার। প্রভুকে সঁপিলা সব রাজ্য ব্যবহার॥ কি কহিব সেই প্রভুর পদাশ্রয় কথা। যে পদ শরণে হয় বাঞ্ছা-সুফি-দ্ধতা॥ সে পদ দর্শন স্পার্শে আশ্রয় সেবন। অনায়াসে মিলে তারে প্রেমামৃত ধন॥ সেই বনবিষ্ণুপুর দেশে বহু জন। অনেক হইল শিষ্য না যায় লিখন॥ ব্যক্ত করিয়া তাহা গ্রন্থে না লিখিল। শ্রীমতীর * মুখে আমি যে কিছু শুনিল॥ করণ-কুলেতে † জন্ম অতি শুদ্ধাচার। করুণাকর দাসের পুত্র দুই সহোদর॥ প্রভুগৃহে পত্র দোঁহে সদাই লিখয়। এই হেতু বিশ্বাস নাম দিল দয়াময়॥ জ্যেষ্ঠ শ্রীজানকীরাম দাস মহা-

---

* শ্রীমতীর—হেমলতার।

† করণ—কায়স্থ। কায়স্থগণের আদিপুরুষ ভূলোকস্থিত চিত্রসেনের ষষ্ঠপুত্রের নাম করণ। সেই সেই সপ্ত পুত্রের নামানুসারেই কায়স্থদিগের উপাধি হইয়াছে। যথা—

"বসু র্ঘোষো গুহো মিত্রো দত্তঃ করণ এব চ।
মৃত্যুঞ্জয়শ্চ সপ্তৈতে চিত্রসেনসুতা ভুবি॥"

(শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। ৭১০ পৃঃ।)

শয়। তবে কৃপা করিলেন প্রভু দয়াময়॥ তাহার অনুজ প্রসাদ দাসে কৃপা কৈলা। প্রভু কৃপা পাইয়া দোঁহে মহাভক্ত হৈলা॥ পূর্ব্বে ইহাদের ছিল মজুম্‌দার পদবী। প্রভুদত্ত এবে হইল বিশ্বাস খেয়াতি॥ তথাতে করিলা দয়া বল্লবী কবিপতি। পদাশ্রয় পাই যিঁহো হইলা সুকৃতী॥ হরিনাম জপে সদা করিয়া নিয়ম। লক্ষ হরিনাম বিনা না করে ভোজন॥ প্রভুর নিকটে রহে প্রভু প্রাণ তার। প্রভুরে সঁপিল যিঁহো গৃহপরিকর॥ তার জ্যেষ্ঠ সহোদর দুই মহাশয়। জ্যেষ্ঠ রামদাস প্রতি হইল সদয়॥ মধ্যম গোপাল-দাস প্রতি কৃপা কৈলা। তিন সহোদরে প্রভুর বড় দয়া হৈলা॥ দেউলি গ্রামেতে স্থিতি শ্রীবল্লভ ঠাকুরে। তাহারে করিলা দয়া করিয়া প্রচুরে॥ যার গৃহে আসি প্রভু প্রথমে রহিলা। তাহাতে প্রভুর প্রীতি অধিক জন্মিলা॥ যবে মুখে শুনিলেন গ্রন্থ--প্রাপ্তিবাণী। হৃত গ্রন্থ পাই প্রভুর জুড়াইল পরাণি॥ যার সঙ্গে রাজা-পাশ করিলা গমন। যাহার আদেশে পাইলা গ্রন্থ মহাধন॥ এই হেতু প্রভু তারে কৃপা ত করিয়া। কহিতে লাগিল তার মাথে পদ দিয়া॥ তোমারে করুন দয়া শ্রীরাধারমণ। শ্রীগোবিন্দ জীউ আর মদনমোহন॥ শ্রীগোপীনাথ আর রূপ সনাতন। শ্রীগোপালভট্ট আর শ্রী জীবচরণ॥ রঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথ দাস। তোমারে করুন দয়া পরম উল্লাস॥ শ্রীকৃষ্ণদাস আর গোসাঞি লোকনাথ। তোমা প্রতি করুন সবে কৃপাদৃষ্টি পাত॥ তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন এই সব জন। অনায়াসে পাবে তুমি প্রেম মহাধন॥ তাহারে সদয় হইয়া প্রভু স্থির

হইল। আনন্দে তাহার গৃহে বসতি করিল॥ বল্লবী কবিরাজ আদি সঙ্গেতে করিয়া। রাজার আলয়ে গেলা হৃষ্টচিত্ত হইয়া॥ রাজা প্রভু দেখি তবে আনন্দে উঠিয়া। অষ্টাঙ্গ হইয়া পড়ে ভূমে লোটাইয়া॥ প্রভু নিজ পদ তার মস্তকে ত দিল। আনন্দিত হইয়া প্রভু আসনে বসিল॥ পার্ষদ্‌গণের পরিচয় সকল কহিয়া। যথাযোগ্য সম্ভাষ করেন আনন্দ পাইয়া॥ কৃষ্ণকথা আলাপন করি কত ক্ষণ। শুনিয়া রাজার হৈল উল্লসিত মন॥ আনন্দের সিন্ধু রাজার উথলিল মনে। কে কে বলিয়া প্রভুর ধরিল চরণে॥ জন্ম সার্থক হইল পাইল দরশন। সে পদ দর্শনে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥ এই মত কতক্ষণ সভাতে রহিয়া। বাসাতে আইলা প্রভু প্রসন্ন হইয়া॥ রাজা নিজালয়ে যাই বিশ্রাম করিলা। শয়নে থাকিয়া রাজা ভাবিতে লাগিলা॥ মনে করে কৃষ্ণসেবা করিব প্রকাশ। স্বপ্নে কালাচাঁদ রূপে দেখে সুপ্রকাশ॥ তথা নিজ প্রভু রূপ রাজারে দেখায়। দুই প্রভু-শোভা দেখি অন্তরে ভাবয়॥ দেখিতেই শোভা দোঁহার বর্ণন আচরে। সুধারাশি খসে যার অক্ষরে অক্ষরে॥ দুই প্রভুর দুই পদ করিল বর্ণন। যে পদ আস্বাদে বাড়ে প্রেমানন্দ ঘন॥ স্বপ্নে পদ পড়ে রাজা রাণী যে শুনিয়া। গোঙাইল সব নিশি কান্দিয়া কান্দিয়া॥ কিবা অদভুত পদ করিয়া শ্রবণ। ভাবেতে আবিষ্ট হৈলা পট্ট-দেবীর মন॥ তবে রাজা জাগিলেন শয্যাতে বসিয়া। নিজ প্রভুর পাদপদ্ম হৃদয়ে ভাবিয়া॥ রূপ সনাতন বলি সঘন ফুৎকার। শ্রীভট্ট গোসাঞি বলি করে হাহাকার॥ জাগরণে মহারাজের স্থির নহে মন। যে দেখিল সেই রূপ অন্তরে

স্ফুরণ ॥ ক্ষণে হাহাকার করে ক্ষণে মনে ভাবে। স্বপ্ন ভঙ্গ হৈল কাঁহা গেল হেন ভাবে ॥ জাগরণে মহারাজ সেই রূপ দেখে। নিজ প্রভু রূপশোভা আনন্দ বিলোকে ॥ দেখিতেছে প্রভু কহেন এই সেবা কর। দেখিবে অপূর্ব্বরূপ হইয়া সু-স্থির ॥ আনন্দিত মহারাজ সুখাবিষ্ট হইয়া। হেন কালে পট্ট-দেবী চরণে পড়িয়া ॥ কি আশ্চর্য্য পদ রাজা করিল বর্ণন্। কৃতার্থ করহ মোরে করাহ শ্রবণ ॥ রাজা কহে পদ আমি না করি বর্ণন। রাণী কহে রাজা তুমি না কর বঞ্চন ॥ বঞ্চনা না কর রাজা তুষ্ট কর মন। অন্যথা শরীরে মোর না রবে জীবন ॥ তবে রাজা জানিলেন প্রভু-কৃপা বিনে। এমত অদ্ভুত ভাব জন্মিব কেমনে ॥ তবে রাজা তুষ্ট হইয়া কহিল বচন। আনন্দে করহ তুমি এ পদ শ্রবণ ॥

তথাহি পদং ॥

প্রভু মোর শ্রীনিবাস, পূরাইল মোর আশ, তুয়া বিনা গতি নাহি আর। আছিনু বিষয়-কীট, বড়ই লাগিত মিট, ঘুচা-ইলে রাজ-অহঙ্কার ॥ ১ ॥ করিতু গরল পান, সে ভেল ডাহিন বাম, দেখাইলে অমিয়ার ধার। পিয় পিয় করে মন, সব লাগে উচাটন, এমতি তোমার ব্যবহার ॥ ২ ॥ রাধাপদ সুখরাশি, সে পদে করিলে দাসী, গোরাপদে বান্ধি দিলে চিত। শ্রীরাধারমণ সহ, দেখাইলা কুঞ্জগেহ, জানাইলে দুঁহ প্রেম-প্রীত ॥ ৩ ॥ যমুনার কুলে যাই, তীরে সখী ধাওয়া ধাই, রাধা কানু বিলসই সুখে ॥ এ বীরহাম্বীর হিয়া, ব্রজপুর সদা ধিয়া, যাঁহা অলি উড়ে লাখে লাখে ॥ ৪ ॥

শুন গো মরম সখি! ,কালিয়া কমল আঁখি, কিবা কৈল

কিছুই না জানি। কেমন কেমন করে মন, সব লাগে উচাটন, প্রেম করি খোয়ানু পরাণি ॥ ১ ॥ শুনিয়া দেখিনু কালা, দেখিতে পাইনু জালা, নিভাইতে নাহি পাই পানি। অগুরু চন্দন আনি, দেহেতে লেপিনু ছানি, না নিভায় হিয়ার আগুনি ॥ ২ ॥ বসিয়া থাকিয়ে যবে, আসিয়া উঠায় তবে, লইয়া যায় যমুনার তীরে। কি করিতে কি না করি, সদাই ঝুরিয়া মরি, তিলেক নাহিক রহি স্থিরে ॥ ৩ ॥ শাশুড়ী ননদী মোর, সদাই বাসয়ে চোর, গৃহপতি ফিরিয়া না চায়। এ বীরহাম্বীর চিত, শ্রীনিবাস অনুগত, মজি গেলা কালাচান্দের পায় ॥ ৪ ॥

শুনিতে শুনিতে রাণীর আনন্দ বাড়িল। ভাবাবেশে অবশ তনু প্রেম বাড়ি গেল ॥ সদা গর গর চিত ধরণে না যায়। কি শুনিল বলি রাণী করে হায় হায় ॥ তবে রাণী ধীর মন হইল যখন। রাজারে কহয়ে রাণী বহু নিবেদন ॥ মহারাজ! তুমি মোরে কর অঙ্গীকারে। শ্রীনিবাস পদাশ্রয় করাহ আমারে ॥ রাজা ত জানিল মনে প্রভু কৃপা বিনে। এমত অপূর্ব্ব ভাব জন্মিব কেমনে ॥ রাণী ভাগ্যবতী রাজা ভাবে মনে মনে। সুপ্রসন্ন বিধি বুঝি হইলা এত দিনে ॥ ভাগ্যের অবধি নাহি কহে বার বার। চিত্তেতে জানিল রাজা প্রভুর ব্যবহার ॥ তবে রাজা তুষ্ট হইয়া প্রভু আনাইয়া। ভূমে পড়ি গড়ি যায় আনন্দ হইয়া ॥ নিবেদিল প্রভু পদে যতেক বৃত্তান্ত। শুনিয়া প্রভু ত মনে বুঝিল নিতান্ত ॥ তবে পট্ট-মহাদেবীর নিকটে আসিয়া। কহিতে লাগিলা রাণী চরণে পড়িয়া ॥ মোরে প্রভু অঙ্গীকার কর এই বার। ক্ষেম অপ-

রাধ প্রভু কর অঙ্গীকার॥ পতিত উদ্ধার হেতু তোমার অবতার॥ জানি প্রভু উদ্ধারিলে মো হেন দুরাচার॥ রাণীর আর্ত্তি দেখি প্রভু সুপ্রসন্ন হইয়া। সুখাবিষ্ট হইয়া প্রভু দিলা পদছায়া॥ আগে হরি নাম মন্ত্র করান শ্রবণ। তবে ত যুগল মন্ত্র করায় গ্রহণ॥ কামগায়ত্রী কামবীজ উপাসনা দিয়া। মুঞ্জরী-যূথের কথা কহে বিবরিয়া॥ পরকীয়া লীলা এই মুঞ্জরীযুথ বিনে। পরকীয়া রস তারে নামিলে কখনে॥ ইহা সবার অনুগা বিনা ব্রজ প্রাপ্তি নহে। নিশ্চয় করিয়া আমি কহিলাম তোঁহে॥ এই ভাব শুদ্ধ মত অতি নিরমলে। জাম্বূনদ হেম যেন পরম উজ্জ্বলে॥ নিজ মনঃকথা তোরে কহিল বিবরি। ভজহ কৃষ্ণের পদ কর্ম্মাদি দূর করি॥ সিদ্ধদেহে কর তুমি মানস সেবন। বাহ্যদেহে কর সদা শ্রবণ কীর্ত্তন॥ শুদ্ধভাবে ভজ সদা বৈষ্ণবচরণ। অনায়াসে পাবে রাধাগোবিন্দচরণ॥ এতেক বৃত্তান্ত প্রভু উপাসনা দিয়া। প্রসন্ন হইল চিত্ত আনন্দিত হিয়া॥ তবে রাজপুত্রে প্রভু করিলেন দয়া। আনন্দিত হইয়া প্রভু দিল পদচ্ছায়া॥ শ্রীধাড়িহাম্বীর নাম হয় যুবরাজ। প্রভু কৃপাপাত্র যিঁহো মহা ভক্তরাজ॥ তবে রাজা কালাচান্দের সেবা প্রকাশিল। শ্রীঅঙ্গ শোভা দেখি আনন্দে মজিল॥ কালাচান্দ রূপ শোভা আনন্দে বিলোকে। আপনি আনন্দে প্রভু কৈলা অভিষেকে॥ বৈষ্ণবের সেবা রাজা করে অনিবার। এইত কহিল যত রাজার ব্যবহার॥ রাজার পরমার্থ শুনি শ্রীজীব গোসাঞি। নাম শ্রীগোপালদাস থুইলা তথাই॥ ব্যাসাচার্য্য প্রতি কৃপা আগেত লিখিল। নিজ পুরোহিত প্রভু তাহারে করিল॥

তাহার পর শ্রীব্যাস আচার্য্য ঘরণী। তাহারে করিলা দয়া প্রভু গুণমণি॥ নাম তার হয় ইন্দুমুখী ঠাকুরাণী। তাহার পরমার্থ রীত কি বলিতে জানি॥ তার পুত্র শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়। তাহারে করিলা দয়া প্রভু কৃপাময়॥ প্রভু কৃপা করে ভগবান্ কবিবরে॥ পণ্ডিত রসিক তিঁহো হয় মহা ধীরে। তবে প্রভু নারায়ণ কবি প্রতি দয়া। শরণ লইয়া তিঁহো দিলা পদছায়া॥ শ্রীনৃসিংহ কবিরাজের হয় সহোদর। তাহার মহিম-সিন্ধু বাক্য অগোচর॥ বাসুদেব কবিরাজ বড় গুণবন্ত। কৃষ্ণপদে নৈষ্ঠিক চিত্ত যাহার নিতান্ত। তাহারে করিলা দয়া সদয় হইয়া। কৃতার্থ করিলা তারে পদচ্ছায়া দিয়া॥ তবে প্রভু কৃপা কৈলা বৃন্দাবন দাসে। কবিরাজ খ্যাতি তার জগতে প্রকাশে॥ তবে প্রভু কৃপা কৈল নিমাই কবিরাজে। রূপ কবিরাজের ভ্রাতা খ্যাত জগমাঝে॥ লক্ষ হরিনাম জপে সংখ্যা যে করিয়া। সংকীর্ত্তনে নৃত্য করে সুখাবিষ্ট হইয়া॥ আবেশে অবশ তনু সঘনে ফুৎকার। লম্ফ ঝম্প করে ক্ষণে ক্ষণে হুহুঙ্কার॥ নয়নের ধারা যার বহে অবিরাম। পুলকে আবৃত তনু সদা বহে ঘাম॥ তার পর কৃপা কৈলা শ্রীমন্তচক্রবর্ত্তী। পদাশ্রয় পাইয়া যিঁহো হইল কৃতকীর্ত্তি॥ লক্ষ হরিনাম লয় নামেত বিশ্বাস। বড়ই রসিক তিঁহো সংসারে উদাস॥ তবে প্রভু কৃপা কৈলা শ্রীরঘুনন্দনে। যারে কৃপা করি প্রভু সুখাবিষ্ট মনে॥ তার পর কৃপা কৈলা গৌরাঙ্গ দাসেরে। তাহারি অনন্ত গুণ কে বর্ণিতে পারে॥ সদা হরিনাম লয় ভাবাবিষ্ট মনে। নিজ প্রভুর পাদপদ্ম সদা চিন্তে মনে॥ সদা

হরিনাম যিঁহো করেন গ্রহণ। রাধাকৃষ্ণ লীলা তার সদাই স্মরণ॥ রূপ সনাতন বলি সঘন ফুৎকার। ভট্ট গোসাঞি বলিতেঁই বহে অশ্রুধার॥ গৌরাঙ্গ বলিতে যিঁহো ভাবাবিষ্ট মন। নিজ প্রভুর পাদপদ্ম ভাবে তত ক্ষণ॥ শ্রীমন্ত ঠাকুর এক বিপ্রকুলে জন্ম। তারে কৃপা কৈলা প্রভু সুখা-বিষ্ট মন॥ গোপীজন বল্লভ প্রতি প্রভু দয়া কৈল। মহা ভাগবত তিঁহো জগৎ ব্যাপিল॥ যাহার ভজন কথা কহনে না যায়। মহামগ্ন রহে যিঁহো মানস সেবায়॥ তবে প্রভু কৃপাকৈল শ্রীচৈতন্যদাসে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিতেই প্রেমে ভাসে॥ তবে প্রভু কৃপা কৈল শ্রীগোবিন্দ নামে। শ্রী গৌরাঙ্গ বলিতেই হয় প্রেমোদ্দামে॥ তন্তুবায়-কুলোদ্ভব তুলসীরাম দাসে। সদা প্রভুপদ চিন্তে পরম লালসে॥ উৎকল দেশেতে জন্ম বলরাম দাস। বিপ্রকুলোদ্ভব তিঁহো সংসারে উদাস॥ তবে প্রভু কৃপা কৈল চৌধুরী দয়ারামে। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম দুঁহে রহে এক গ্রামে॥ দুই জনে মহাপ্রীত কহনে না যায়। সর্ব্বস্ব সঁপিলা যিঁহো প্রভুর নিজ পায়॥ তার ভক্তরাজ এক শ্রীহরিবল্লভ। সরকার খ্যাতি তিঁহো জগত দুর্ল্লভ॥ প্রভুত করিলা কৃপা হইয়া সদয়। যাহার ভজন রীতি কহন না যায়॥ আর শিষ্য প্রভুর কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্ত্তী। প্রভুকৃপা পাইয়া যিঁহো হৈলা মহামতি॥ গৌড়দেশবাসী শ্রীকৃষ্ণ পুরোহিতে। তাহারে করিলা দয়া হৈয়া কৃপান্বিতে॥ সেই দেশবাসী শ্যামভট্টে কৃপা কৈলা। দুই জনার শিষ্য প্রশিষ্যে জগৎ ব্যাপিলা॥ একত্রে নিবাসী শ্রীজয়রাম চক্রবর্ত্তী। প্রেমী জয়রাম বলি যার হৈল

খ্যাতি ॥ তবে কৃপা কৈলা প্রভু ঠাকুরদাস ঠাকুরে। তাহার ভজন রীতি বড়ই গম্ভীরে ॥ মথুরানিবাসী হয় শ্রীমথুরাদাস। বিপ্রকুলে জন্ম তার মহাসুখোল্লাস ॥ শ্রীশ্যামসুন্দর দাস সরল ব্রাহ্মণ। লক্ষ হরিনাম যিঁহো করেন গ্রহণ ॥ শ্রীআত্মারাম প্রতি প্রভু দয়া কৈল। একত্র নিবাসী তিনে মহাপ্রীত হৈল ॥ বৃন্দাবনবাসী হয় মহা সুখরাশি। বৃন্দাবনদাস নাম মহাগুণরাশি ॥ তাহারে করিল দয়া প্রভু গুণনিধি। তার গুণ কি কহিব মুঞি হীনবুদ্ধি ॥ তবে ত করিল দয়া গোবিন্দরাম প্রতি। আত্মসাৎ কৈল প্রভু করি মহা আর্ত্তি ॥ তার পর কৃপা কৈলা শ্রীগোপাল দাসে। একস্থানে স্থিতি তিনে মহানন্দে ভাসে ॥ শ্রীকুণ্ডনিবাসী তিন মহাভক্ত ধীর। প্রভু কৃপা কৈল তিনে হইয়া সুস্থির ॥ শ্রীমোহনদাস আর ব্রজানন্দদাস। শ্রীহরি প্রসাদ আর সুখানন্দ দাস ॥ প্রেমী হরিরাম আর মুক্তারামদাস। প্রভুপদে নিষ্ঠা সদা অন্তর উল্লাস ॥ সবে মিলি একত্রেতে করেন ভজন। লক্ষ হরিনাম সবে করেন গ্রহণ ॥ ভজন-পরাকাষ্ঠা যার না পারি কহিতে। আবেশে রহেন সদা মানসসেবাতে ॥ বঙ্গদেশে স্থিতি হয় নাম কলানিধি। বিপ্রকুলে জন্ম তার আচার্য্য উপাধি ॥ তারে কৃপা কৈল প্রভু হইয়া কৃপাবান্। আর এক শিষ্য তাঁর রামশরণ নাম ॥ প্রেমদাস রসিকদাস দুই সহোদর। বৈষ্ণবের সেবাতে দুঁহে বড়ই তৎপর ॥ বিষ্ণুপুর দেশে রহে কত কত জন। অনেক হইল শিষ্য না যায় লিখন ॥ দেশেতে থাকিয়া কৈল শিষ্য বহুতর। নাজানি সে নাম তার আমি অজ্ঞবর ॥ নানা দেশ বিদেশ হইতে কত জন। আইলেন সবে হৈলা কৃপার ভাজন ॥ রাঢ়

বঙ্গ দেশ যত গৌড়দেশ আর। ব্রজভূমি মগধ উৎকল দেশ আর॥ বড়গঙ্গা-পার আর বৃন্ধকঙ্কাল। গঙ্গামধ্যে দেশ হয় যত কিছু আর॥ যার শিষ্য উপশিষ্য তার উপশিষ্যে। সকল আশ্রিত হৈল কহিলা উদ্দেশে॥ কে পারে কহিতে তার শিষ্যগণ যত। দিক্ দেখাইতে কিছু কহিলাম মাত্র॥ শিষ্য উপশিষ্য যত কে পারে গণিতে। সহস্রবদন যদি পারে কোন রীতে॥ সংক্ষেপে কহিল কিছু প্রভুর শাখাগণ॥ কৃষ্ণপ্রেম মিলে যার করিলে স্মরণ॥ কৃষ্ণ কিবা কৃষ্ণভক্ত সমান চরিত। আপন পবিত্র হেতু গাও তার গীত॥ ইহা যেই পড়ে শুনে সেই ভাগ্যবান্। অনায়াসে কৃষ্ণপ্রেম হয় বিদ্যমান॥ কর্ণানন্দ কথা এই সুধার নির্যাস। শ্রবণ পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস॥ শ্রীআচার্য্য প্রভুর-কন্যা শ্রীল হেমলতা। প্রেম-কল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥ সে দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস। কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাস॥

॥ ❊ ॥ ইতি শ্রীকর্ণানন্দে শ্রীআচার্য্যপ্রভুর শাখা বর্ণন নামক প্রমথ নির্যাস সম্পূর্ণ ॥ ❊ ॥ ১ ॥ ❊ ॥

দ্বিতীয় নির্যাস।

-০:*:০-

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ॥ এবে কহি শুন প্রভুর উপশাখাগণ। প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন॥ রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুরের শাখা। কিছু মাত্র কহি আগে করি দিক্ লেখা॥ শ্রীবল্লভ মজুম্‌দার বিপ্রকুলে জন্ম। কবিরাজ দয়া কৈল হইয়া কৃপাধীন॥ সদা কাল যায় যার কৃষ্ণ-পরসঙ্গে। আনন্দে অবশ যিঁহো প্রেমের তরঙ্গে॥ আরেক সেবক তাঁর হরিরাম আচার্য্য। পরমপণ্ডিত বড় সর্ব্বগুণে আর্য্য॥ তাঁহার নন্দন গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী। তিঁহো হরিনামে রত প্রেমময় কীর্ত্তি॥ পিতার সেবক তিঁহো অতি ভক্তরাজ। তাঁহার যতেক শিষ্য লিখিতে হয় ব্যাজ॥ কবিরাজের শিষ্য বলরাম কবিপতি। প্রেমময় চেষ্টা যার অলৌকিক রীতি॥ কবিরাজের শিষ্যোপশিষ্যে জগৎ ব্যাপিল। তারা সব ভাগবত, জীবে কৃপা কৈল॥ না পারি বলিতে কবিরাজের শিষ্যগণ। আপন পবিত্র হেতু গাই যার গুণ॥ জয়কৃষ্ণাচার্য্য আর জগদীশাচার্য্য। শ্যামবল্লভাচার্য্য এই তিন মহা আর্য্য॥ আর শিষ্য ঈশ্বরীর অতি গুণবান্। দুই বধূ গুণবতী অতি গুণধাম॥ দুয়েতে পরমপ্রীত প্রেম-চেষ্টাময়। নিস্তারিতে জীব সব করুণা হৃদয়॥ হরিনাম লয় দুঁহে সদা অবিরাম। রাত্রি দিনে জপে নাম সংখ্যা অবিশ্রাম॥ লক্ষ নাম না লইলে জল নাহি খায়। অশ্রুপূর্ণ রহে সদা

আনন্দ হিয়ায় ॥ দুই বধূর নাম শুন করি একমন। যে নাম শ্রবণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ জ্যেষ্ঠা বধূ সত্যভামা নাম ঠাকুরাণী। আর বধূ চন্দ্রমুখী নাম গুণমণি॥ একত্র দুইজনের সদা ভজনপ্রসঙ্গ। প্রেমেতে পূরিত দেহ প্রফুল্লিত অঙ্গ ॥ নিজেশ্বরীমুখে যেবা করিল শ্রবণ। সুখাবিষ্ট হইয়া করে স্তবের পঠন॥ শ্রীরূপ গোসাঞি আর শ্রীদাস গোসাঞি। বলিয়াছেন দুই প্রভু আননন্দিত হই ॥ মহাপ্রভুর অষ্টক আর চৈতন্যকল্পবৃক্ষ। আনন্দে পড়েন স্তব পাইয়া বড় সুখ ॥ কার্পণ্যপঞ্জিকা আর হরিকুসুমাঞ্জলি। বিলাপকুসুমাঞ্জলি পড়ে হইয়া কুতূহলী ॥ প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য চাটুপুষ্পাঞ্জলি। মনঃশিক্ষা আদি করি পড়েন সকলি ॥ ক্ষণে ক্ষণে পড়ে দুঁহে শ্রীরাধাগোবিন্দ। পরানন্দে দুঁহে সদা ভজন স্বচ্ছন্দ॥ দুহাঁকার শিষ্যোপশিষ্যে জগৎ ব্যাপিল। তা সবার নাম কিছু লিখিতে নারিল॥ রাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী আর বৃন্দাবন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভকত প্রধান ॥ বৃন্দাবনী ঠাকুরাণী সেবক তাঁহার। রাধাবিনোদ চক্রবর্ত্তী কিশোরী চক্রবর্ত্তী আর॥ মাতার সেবক দুঁহে ইশ্বরীর অনুসেবক। ইহা সবার মত শিষ্য সকলি অনেক॥ এবে কহি ঠাকুরঝি শ্রীল হেমলতা। শ্রীমতীর শিষ্যগণে আছে যার খ্যাতা॥ শ্রীসুবলচন্দ্র ঠাকুর সদানন্দময়। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁর শিষ্য মহাশয় ॥ শ্রীগোকুল চক্রবর্ত্তী সেবক তাঁহার। মহাদাতা প্রেমময় গম্ভীরআচার॥ আর শিষ্য তাঁর রাধাবল্লভ ঠাকুর। মণ্ডলগ্রামবাসী তিঁহো হয় ভক্তশূর ॥ শ্রীবল্লভ দাস আর সেবক তাহার। গোমাঞি নিবাসী তিঁহো অনুরাগসার ॥ দীন **যদুনন্দন বৈদ্যদাস** নাম

তার। মালিহাটি গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার॥ করুণা চাহিয়ে তাঁর চরণে পড়িয়া। কভু যদি দয়া হয় হৃদয়ে ভাবিয়া॥ সেবকাভাস কভু সেবা না করিল। তথাপি তাহার গুণে সে পদ ধরিল॥ কাণুরাম চক্রবর্ত্তী সেবক তাঁহার। দর্পনারায়ণ চণ্ডীসিংহ দুই ভৃত্য তার॥ রামচরণ মধু বিশ্বাস রাধাকান্ত বৈদ্য। কতেক কহিব আমি নাহি আর বেদ্য॥ জগদীশ কবিরাজ আর শিষ্য তার। রাধাবল্লভ কবিরাজের ভ্রাতা ভক্তসার॥ শ্রীগতি প্রভুর শিষ্য প্রধান তনয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর গম্ভীর হৃদয়॥ শ্রীসুন্দরানন্দ আর শ্রীহরি ঠাকুর। তিন পুত্র শিষ্য তার তিন ভক্তশূর॥ তিন পত্নী মধ্যেতে কনিষ্ঠা যেই জন। তিঁহো ত হইলা প্রভুর কৃপার ভাজন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠার নাম শ্রীসত্যভামা যিঁহো॥ শ্রীরাধামাধবকে কৃপা করিয়াছেন তিঁহো॥ জগদানন্দ ঠাকুর গতি প্রভুর সেবক। পরমমধুরাশয় গুণেতে অনেক॥ তুলসী-রাম দাসের পুত্র শ্রীঘনশ্যাম। তাহারে করিলা দয়া হইয়া কৃপাবান্॥ শ্রীকন্দর্প রায় চট্ট গতি প্রভুর দাস। তার কীর্ত্তি গুণগান জগতে প্রকাশ॥ শ্রীব্যাস কন্যার নাম শ্রীকনক-প্রিয়া। তাহারে করিলা কৃপা সদয় হইয়া॥ জানকী বিশ্বাস-পুত্র শ্রীহাড়গোবিন্দ। কায়মনে সেবে দুঁহে প্রভুপদদ্বন্দ্ব॥ প্রসাদ বিশ্বাস পুত্র বৃন্দাবন দাস। প্রভুপদে নিষ্ঠারতি পরম বিশ্বাস॥ ব্রজমোহন চট্টরাজ তাঁর শিষ্য আর। শ্রীপুরুষোত্তম চক্রবর্ত্তী আর শিষ্য তাঁর॥ আর শিষ্য প্রভুর জয়রামদাস নামে। মধুর চরিত্র বৈসে সোণারুন্ধি গ্রামে॥ আর ভৃত্য রাধাকৃষ্ণ আচার্য্য ঠাকুর। ভজন-পরাকাষ্ঠা বড় গুণের প্রচুর॥

কৃষ্ণপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী গতি প্রভুর শিষ্য। রাধাকৃষ্ণ লীলা রসে তিঁহো রহেন অবশ্য॥ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমদন চক্র-বর্ত্তী। কৃষ্ণলীলামৃত রসে যার সদা আর্ত্তি॥ বল্লবীকান্ত চক্রবর্ত্তী তার এক শিষ্য। মধুর রসেতে মগ্ন রহেন অবশ্য॥ ঘনশ্যাম কবিরাজ তার কৃপাপাত্র। উদ্দেশ লাগিয়া দেখাইল দিঙ্‌মাত্র॥ অশেষ সেবক গতি প্রভুর ভক্তরাজ। না জানিয়ে নাম তার লিখিতে হয় ব্যাজ॥ প্রভুর উপশাখা গণের না যায় লিখন। কিছু মাত্র দেখাইল দিগ্ দরশন॥ আমি অতি তুচ্ছবুদ্ধি না জানি মহিমা। অপরাধ না লইবে জন্মাবে করুণা॥ আগে পাছে নাম লিখি না লইবে দোষ। সবার চরণ বন্দি হইবে সন্তোষ॥ কর্ণানন্দ কথা এই সুধার নির্যাস। শ্রবণে পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস॥ শ্রী-আচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা। প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥ সেই দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাসে। কর্ণা-নন্দ রস কহে যদুনন্দন দাসে॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীকর্ণানন্দে শ্রীআচার্য্যপ্রভুর উপশাখা বর্ণন নামক দ্বিতীয় নির্যাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ২ ॥ * ॥

তৃতীয় নির্য্যাস।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ আর এক কথা কহি শুন মন দিয়া। কহিব রহস্য কথা শ্রবণ পূরিয়া॥ যে কথা শ্রবণে হয় হৃদয়ে আনন্দ। কি কহিব সেই কথা মুঞি অতি মন্দ॥ শুন শুন ভক্তগণ রামচন্দ্রের মহিমা। যার গুণকীর্ত্তনে চিত্তে উপজয়ে প্রেমা॥ এক দিন মদীশ্বরী শ্রীল হেমলতা। কহিতে লাগিলা মোরে করি প্রসন্নতা॥ শ্রীমতীর মুখে আমি যে কথা শুনিল। শুনিয়া আমার চিত্ত প্রসন্ন হইল॥ শ্রীরাম-চন্দ্র মহিমা সিন্ধু শ্রবণ পরশে। আনন্দে ভাসিল আমি মহাসুখোল্লাসে॥ প্রভুতে রামচন্দ্রে যেন একই শরীর। গম্ভীর আশয় যার মহাভক্ত ধীর॥ কিবা সে মাধুর্য্য রূপ চরিত্র মাধুর্য্য। যতেক শুনিল গুণ সকল আশ্চর্য্য॥ প্রভু মনোবেদ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ। ব্যক্ত হইয়া আছে ইহা জগতের মাঝ॥ জগৎ বিখ্যাত শ্রীরামচন্দ্রকীর্ত্তিগণ। সুশীল গাম্ভীর্য্য অতি বিখ্যাত ভুবন॥ ইহা কিছু ব্যক্ত করি করিব বর্ণন। আপন পবিত্র হেতু স্পর্শি এক কণ॥ এক দিন বনবিষ্ণু-পূরের বাড়িতে। বসিয়া আছেন প্রভু উল্লসিত চিতে॥ দুই ঈশ্বরী দুই পাশে বসিয়া আছয়। আনন্দে প্রভুর রূপ নয়নে দেখয়॥ আপনার ভাগ্য দুঁহে বহু প্রশংসিল। হেন প্রভুর পাদপদ্ম বহুভাগ্যে পাইল॥ তবে প্রভু কৃষ্ণকথা

কহে পরানন্দে। শুনিতেই ঈশ্বরীর বাঢ়িল আনন্দে॥ এই মতে কতক্ষণ কৃষ্ণকথা-রসে। নিমগ্ন হইলা প্রভু মহাপ্রেমোল্লাসে॥ ভাবে গর গর মন স্থির নাহি হয়। অশ্রু কম্প পুলকেতে শরীর ব্যাপয়॥ ক্ষণে হুহুঙ্কার ছাড়ে ভূমে গড়ি যায়। ক্ষণেক ফুৎকার করি ডাকে উভরায়॥ শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র বলি ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়। আবেশে অবশ হইয়া করে হায় হায়॥ শ্রীরূপসনাতন বলি ক্ষণে ডাকে মুখে। শ্রীভট্ট গোসাঞি বলি ভাসে প্রেম সুখে॥ এই মত প্রভুর যবে কতক্ষণ গেল। অন্য কথালাপে প্রভুর মনস্থির হইল॥ তার পর কতক্ষণে স্নান করিয়া। শুভ্র বস্ত্র পরি তবে আসনে বসিয়া॥ তিলক অর্পিয়া ভালে গাত্রে নামাক্ষর। স্তবপাঠ করে প্রভু করিয়া সুস্বর॥ কিবা সে কণ্ঠের ধ্বনি কোকিল জিনিয়া। স্তব পাঠ করে প্রভু হৃষ্টচিত্ত হইয়া॥ আনন্দিত চিত্ত প্রভু বসিয়া আসনে। শ্রীবংশীবদন * সেবা করেন যতনে॥ চন্দন তুলসী দিয়া সেবা যে করিল। সেবা সমর্পিয়া প্রভু ধ্যানেতে বসিল॥ নিজাভীষ্ট সিদ্ধি দেহে মন স্থির করি। দেখে রাধাকৃষ্ণ লীলা আশ্চর্য্য মাধুরী॥ রাধাকৃষ্ণ জলকেলি করে দরশন। দেখিয়া ত সেই লীলা সুখাবিষ্ট মন॥ যমুনাতে জলকেলি রচিয়া সুঠাম। অন্য অন্যে জলযুদ্ধে করিলা পয়ান॥ বেঢ়িয়া ত কৃষ্ণচন্দ্রে যত গোপীগণ। মেঘেতে বেঢ়িল যেন তড়িতের গণ॥ অঙ্গের অলঙ্কার যত দাসীগণে দিল। জিনিব কৃষ্ণেরে বলি জলে প্রবেশল॥ সেবাপরা সখীগণ তীরেতে রহিয়া। অঙ্গশোভা দেখে দুঁহার নয়ন ভরিয়া॥ শ্রীরূপমঞ্জরী আর

* বংশীবদন বিগ্রহ বঁধইপাড়াতে রাধামাধব জীউর মন্দিরে বর্ত্তমান।

লবঙ্গমঞ্জরী। শ্রীগুণমঞ্জরী আর শ্রীরতিমঞ্জরী। শ্রীরসমঞ্জরী আর বিলাস মঞ্জরী॥ শ্রীমঞ্জুলালী মঞ্জর্য্যাদি যতেক মঞ্জরী॥ ইহা সবার পাছে রহি করে দরশন। সুস্থির হইয়া করে লীলা নিরীক্ষণ॥ কটি আঁটি সবে মেলি বসন পড়িল। অতিদৃঢ় করি সবে কেশ যে বান্ধিল॥ প্রথমেই যুদ্ধের যবে হইল আরম্ভ। কহিতে লাগিলা তবে করি মহাদম্ভ॥ তবে ত সে জলযুদ্ধ আরম্ভ হইতে। শ্রীকৃষ্ণের মুখে জল দেন অলখিতে॥ কিবা সে অঙ্গের গতি কটির চালনি। কিবা সে হস্তের গতি কিবা ভ্রূ-ধুনায়নি *॥ কিবা গতিভঙ্গি কিবা পদের সঞ্চার। নিমগ্ন হইয়া জল বরিখে অপার॥ কিবা অদভূত গতি কুচের চালনী। কি মাধুর্য্য তাহে অতি গ্রীবা-ধুনায়নি॥ মধ্যে মধ্যে ভ্রূভঙ্গি ও বাক্যের তরঙ্গ। সুধাব্ধি জিনিয়া কিবা কণ্ঠের তরঙ্গ। রাধা সুবদনী তবে সখীগণ লইয়া। জল বরিষয়ে কৃষ্ণের নয়ন তাকিয়া॥ তার মধ্যে কত শত চাতুরী অপার। বৈদগ্ধী অবধি কিবা জলের সঞ্চার॥ জল বরিষয়ে সবে আনন্দিত মনে। শ্রাবণের মেঘ যেন করে বরিষণে॥ মুখে হাস্য কিবা তাহে লাবণ্যের সিন্ধু। সুধার সমুদ্রে মগ্ন হৈলা কৃষ্ণ ইন্দু॥ কভু জানুজলে যুদ্ধ কভু কটিজলে। কভু বক্ষজলে কভু কণ্ঠদঘ্ন † জলে॥ কভু যুদ্ধ মুখামুখি কভু বক্ষাবক্ষি। কভু নেত্রে নেত্রে যুদ্ধ কভু নখানখি॥ বাক্‌যুদ্ধ কভু হয় কভু হাতা-হাতি। ক্রীড়ায় অবশ সবে আনন্দেতে মাতি॥ এইমত জলযুদ্ধ

* ধুনায়নি—চালনি।

† কণ্ঠদঘ্ন—কণ্ঠপরিমিত। "দঘ্ন মাত্র দ্বয়সট্ মানে" পরিমাণার্থে শব্দের উত্তর দঘ্ন, মাত্র এবং দ্বয়সট্ প্রত্যয় হয়। (মুগ্ধবোধ)।

বাঢ়িল অপার। বিক্রম করিয়া করে জলের সঞ্চার॥ তবে কৃষ্ণ সকলের হরিলা বসন। নির্ম্মল যমুনাজলে অঙ্গ নিরীক্ষণ॥ কিবা সে সৌষ্ঠব অঙ্গ লাবণ্য তরঙ্গ। হৃদয়ে আনন্দ বাঢ়ে সুখের তরঙ্গ॥ জলকেলি লীলা এই অগাধ অপার। জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি তাহা কি পাইবে পার॥ ইহার বিস্তার শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে। কবিরাজ গোসাঞি তাহা করিলা বেকতে॥ আনন্দে অবশ রাধা আপনা পাশরে। খসিয়া পড়িল তাতে নাসার বেশরে॥ লীলা সমাধিয়া সবে তীরেতে উঠিলা। সেবাপরা সখীগণ আনন্দ হইলা॥ যার যেই বস্ত্রালঙ্কার সবে পরাইয়া। অঙ্গশোভা নিরীখয়ে আনন্দিত হইয়া॥ তবে ধনি সুধামুখী সখীগণ লইয়া। কৃষ্ণসঙ্গে কুঞ্জগৃহে প্রবেশিলা গিয়া॥ বৃন্দাকৃত ভক্ষ্য যত আনিল তখন। সামগ্রী দেখিয়া সবার আনন্দিত মন॥ নানাজাতি ফল তাহা করিয়া রচনা। ভক্ষ্যের সামগ্রী দেখি আনন্দে নিমগ্না॥ কত প্রকার মিষ্টান্ন আর বিবিধ ব্যঞ্জন। আস্বাদয়ে তাহা দুঁহে আনন্দে মগন॥ সেবাপরা সখীগণ সেবা সে করয়। যার যেই সেবা তাহা সবেই রচয়॥ দেখি সখীগণ দুঁহার অঙ্গের মাধুরী। রূপ নিরখিয়া সবে আপনা পাশরি॥ কিবা সে লাবণ্যসার নিরমিল বিধি। কি মাধুর্য্য সুধাসিন্ধু রূপের অবধি॥ কিবা দিয়া দিব ভাই রূপের উপমা। মাধুর্য্য অবধি কিবা অঙ্গের সুষমা। উপমা দিবারে চাহি নাহিক উপমা। যাহার শ্রীঅঙ্গশোভা তাহার তুলনা॥ অমৃতের সার বিধি তাহাতে ছানিয়া। কোটিচন্দ্র মুখশোভা ফেলয়ে নিছিয়া॥ তবে রাধা মুখচন্দ্র করি নিরীক্ষণ। নাসা শূন্য দেখি

কোথা নাসা আভরণ॥ বিলাস বিভ্রমে কিবা পড়িয়াছে জলে। আভরণ লাগি সবে হইলা বিকলে॥ অন্য অন্যে মনে সবে যুকতি করিল। নাসার বেশর লাগি ব্যগ্র চিত্ত হইল॥ ঈঙ্গিতে কহয়ে তবে শ্রীরূপ মঞ্জরী। শ্রীগুণমঞ্জরী প্রতি কটাক্ষ নিহারি॥ শ্রীগুণমঞ্জরী তবে ঈঙ্গিত করিয়া। মণি-মঞ্জরীকে কহে প্রসন্ন হইয়া॥ তুমি ধনি গুণবতী রাধাচিত্ত জান। কতবার আনিয়াছ রাধা—আভরণ॥ কভু কুণ্ঠজলে লীলা কভু বঙ্কজলে। দিবসেই লীলা কভু হয় নিশা-কালে। এই মত কত বার আনিলে অলঙ্কার। এবে তুমি খুজি আন কহিলাম সার॥ তবে সেই মণিমঞ্জরী আদেশ পাইয়া। অন্বেষিতে গেলা ধনি আনন্দিত হইয়া॥ যমুনার তীরে তবে আসিয়া দেখিল। তটে নাহি পাই তবে জলে প্রবেশিল॥ নির্ম্মল যমুনাজলে করে নিরীক্ষণ। দেখিতে না পায় তাতে নাসা-আভরণ॥ দর্পণের প্রায় নীর দেখিতে উজ্জ্বল। রবির কিরণ তাতে করে ঝলমল॥ কতক্ষণ অন্বেষিয়া না পায় দেখিতে। না পাইয়া চিত্তে তবে হইলা ব্যথিতে। লীলাকালে জলে দোঁহার হইল বহু রণ। দুঁহে সুবিদগ্ধ দুঁহে অতি বিচক্ষণ॥ যমুনাতে পদচিহ্ন অতি মনোহর। তার মাঝে পড়িয়াছে নাসার বেশর॥ তাতে ঢাকা পদ্মপত্র না হয় বিদিত। না পাইয়া আভরণ হইলা চিন্তিত॥ শুভ্রবর্ণ বালি আর শুভ্রবর্ণ পাত। ঢাকিয়াছে তেঁই তাহে না হয় বিদিত॥ এই মত কতক্ষণ করি অন্বেষণ। দুঃখ-চিত্ত হইয়া তবে করেন ভাবন॥ এথা শ্রীঈশ্বরী দুই প্রভুরে দেখিয়া। কহিতে লাগিলা কিছু অতিব্যগ্র হইয়া॥ প্রহরেক

দিবস হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। এতক্ষণ গেল প্রভুর ধ্যান না হয় অন্ত॥ দেখিলেন অঙ্গের সব জড়িমা হইল। মহাপ্রভুর ভাব দুঁহার মনে পড়ি গেল॥ শ্বাস প্রশ্বাস নাহি হয় উদর স্পন্দন। দেখিতেই দুই জনার উড়িল জীবন॥ কর্ণ উচ্চ করি কত করিলেন ধ্বনি। না হয় চেতন তাতে হরিধ্বনি শুনি॥ এইরূপে রাত্রি যবে হইল প্রহরেক। মনে ঈশ্বরীর তবে বাড়ি গেল শোক॥ অনিষ্ট আশঙ্কা কত উঠি গেল মনে। এবে বুঝি বিধি মোরে হৈলা নিষ্করুণে॥ বক্ষে করাঘাত মারে ভূমে পড়ি যায়। কি করিলে বিধি! বলি করে হায় হায়॥ ক্ষণে স্থির হই দুঁহে মনে ধৈর্য্য করি। বসনে বাতাস দুঁহে করে ধীরি ধীরি॥ প্রভু ধ্যানভঙ্গ নহে রাজা ত শুনিয়া। শীঘ্র করি আইলেন ত্বরাযুক্ত হৈয়া॥ প্রভুগৃহে আইলা রাজা হৃদয় কাতর। অষ্টাঙ্গ প্রণাম কত ভূমির উপর॥ দেখিলেন রাজা তবে ভাব গাঢ়তর। ভাব দেখি রাজা তবে অন্তরে কাতর॥ হেন সে ভাবের চেষ্টা না শুনি কোথায়। নাসাতে অঙ্গুলি ধরে করে হায় হায়॥ ঠাকুরাণী পাশে রাজা আসিয়া বসিল। শ্রীমতী দোঁহারে তবে কহিতে লাগিল॥ ঠাকুরাণী কহে শুন কহিয়ে বচন। লাগিলা কহিতে তারে ভাব বিবরণ॥ প্রহরেক দিন যবে ধ্যানেতে বসিলা। শ্রীমতীর মুখে রাজা সব তত্ত্ব পাইলা॥ রাজা মহাব্যগ্র হইয়া কি করে উপায়। দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি রাজা করে হায় হায়॥ সেই ক্ষণে শ্রীবল্লভী কবিরাজ আসিয়া। ঈশ্বরীরে প্রণমিল ভূমে লোটাইয়া॥ তবে শ্রীব্যাসাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণবল্লভ। জানকী দাস প্রসাদ দাস আইলেন সব॥ প্রভু দেখি সবে তবে বিষণ্ণ

হইয়া। ভাবিতে লাগিলা সবে অধোমুখ হইয়া॥ নানা যত্ন করে সবে না হয় চেতন। ধ্যানভঙ্গ নহে দেখি উড়িল জীবন॥ তৃতীয় প্রহর রাত্রি গেল যে বহিয়া। হায় হায় করে কত বিলাপ করিয়া॥ হায় নিদারুণ বিধি কি করিলে তুমি। বুকে করাঘাত করে লোটাইয়া ভূমি॥ এত দিনে বিধি মোরে হইলা নিদারুণ। হায় হায় করি কত করয়ে ক্রন্দন॥ তবে প্রভু ভক্তগণে একত্র হইয়া। কহিতে লাগিল সবে মহাব্যগ্র হইয়া॥ শুন শুন ঠাকুরাণি! স্থির কর চিত। প্রভু মোর ভাবে মগ্ন পাইব সম্বিত্॥ কিছু স্থির হৈলা দুঁহে বিষাদ সম্বরি। প্রভুর কাছে বসিলেন কিছু ধৈর্য্য ধরি॥ একত্র হইয়া সবে মনে ত ভাবয়। কোন প্রকারেতে প্রভুর ধ্যান ভঙ্গ নয়॥ এই মতে রাত্রি গেল দিবস প্রবেশ। ধ্যান ভঙ্গ করিতে চিন্তা পাইল অশেষ॥ রাজা আদি করি যত প্রভু ভক্তগণ। দুঃখিত চিত্ত হইয়া সবে করেন ভাবন॥ এই-মতে কত চিন্তা করিতে লাগিলা। তৃতীয় প্রহর দিবা প্রবেশ করিলা॥ তবু ত না হয় চেষ্টা বিষাদ-অন্তর। অনিষ্ট আশঙ্কা মনে সদা নিরন্তর॥ হায় হায় কি করিব কোথাকারে যাব। এমন গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥ অন্তরে ব্যথিত সবে করেন বিষাদ। বিধি নিদারুণ বুঝি পাড়িল প্রমাদ॥ এই মতে সেই দিন গেল যে বহিয়া। তৃতীয় দিবস এবে প্রবেশিলা-সিয়া॥ উঠিল ক্রন্দনধ্বনি অতি উচ্চতর। আছাড় খাইয়া পড়ে ভূমির উপর॥ সম্বরিয়া ঠাকুরাণী ধৈর্য্য করি মনে। নাসা তুলা আরোপিয়া করে নিরীক্ষণে॥ তুলা নাহি চলে নাসায় দেখিল যখন। কেশ ছিঁড়ি আছাড় খাই পড়িল তখন॥

গড়াগড়ি যায় ভূমে করে হায় হায়। বক্ষে করাঘাত মারি কান্দে উভরায় ॥ ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণে অচেতন। ক্ষণে হাহাকার করি করেন ক্রন্দন ॥ এইমতে বিলাপ তবে করিতে লাগিলা। আকুল হইয়া সবে হইলা বিকলা ॥ হা হা বড় নিষ্করুণ নিদারুণ বিধি। কেন বা হরিয়া নিলে সুখের অবধি ॥ দিয়া বিধি দয়ানিধি কেন হরি নিলে। মহারত্ন দিয়া পুন কাড়িয়া লইলে ॥ তবে ত শ্রীমতী জীউ ভাবে মনে মনে। ভাবিতেই এক বার্ত্তা পড়ি গেল মনে ॥ প্রফুল্ল হইল চিত্ত প্রফুল্ল বদন। কহিতে লাগিলা তবে হইয়া হৃষ্টমন ॥ ভক্ত-গণ সবে মেলি করে নিবেদন। কহ কহ ঠাকুরাণি! কিবা তব মন ॥ রাজা আদি করি সবে আইলা নিকটে। বার্ত্তা কহি স্থির কর যাইব সঙ্কটে ॥ তবে ত শ্রীমতী কথা কহেন আনন্দে। প্রসন্ন হইয়া শুন যত ভক্তবৃন্দে ॥ পূর্ব্বে আমি প্রভু মুখে যে কথা সুনিল। সেই সব কথা এবে মনেতে পড়িল ॥ রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভুতত্ত্ব জানে। প্রভুর মনের বার্ত্তা অন্যে নাহি জানে ॥ তিঁহো যদি আইসেন তবে সে আনন্দ। কহিতে লাগিলা কথা করি মন্দ মন্দ ॥ ঠাকুরাণী কহেন শুন প্রভু এক দিনে। কবিরাজের গুণ কথা করেন ব্যাখ্যানে ॥ পরম সুধীরাবধি ভজন গম্ভীর। তার মনোবৃত্তি জানে সেই মহাধীর ॥ আমার চিত্তবৃত্তি সব কবিরাজ জানে। কবিরাজ আসিব আজি দেখিনু স্বপনে ॥ এই কথা বার বার কহেন আনন্দে। হেন কালে রামচন্দ্র আইলা পরানন্দে ॥ প্রভু দেখি ভূমে পড়ি প্রণাম আচরি। বহু স্তুতি করি কহে যোড় হস্ত করি ॥ প্রভু উঠি তবে তারে আলিঙ্গন কৈল।

কুশল বার্ত্তা প্রভু তারে কহিতে লাগিল ॥ কবিরাজ কহেন তোমার দরশন বিনে। পদ দরশন বিনে কুশল কেমনে ॥ এখন মঙ্গল হৈল পাইনু দরশন। কৃতার্থ হইনু আমি সফল জীবন ॥ হাতে ধরি প্রভু তবে কবিরাজে লঞা। নিকটে বসাইলা প্রভু আনন্দিত হইয়া ॥ কৃষ্ণকথা আলাপনে কতক্ষণ গেল। দুঁহে দুঁহা দরশনে আনন্দ বাঢ়িল ॥ তবে কথক্ষণে দুঁহে স্নানাদি করিয়া। স্তব পাঠ করি দুঁহে আইসেন চলিয়া ॥ ক্ষণে গৌরচন্দ্র বলি সঘনে ডাকয়। রূপ সনাতন বলি অশ্রু-যুক্ত হয় ॥ শ্রীভট্ট গোসাঞি বলি করেন ফুৎকার। মধ্যে মধ্যে "রাধাগোবিন্দ" করেন উচ্চার ॥ হেন মতে আইলা প্রভু স্নান যে করিয়া। শ্রীবংশী বদনে আসি প্রণমিলাসিয়া ॥ বস্ত্রাদি পরিবর্ত্ত করি তিলক অর্পণ। শ্রীকুণ্ড গোবর্দ্ধন বলি ডাকে ঘন ঘন ॥ তবে নিজ কীর্ত্তি করি আনন্দিত হইয়া। তুলসীরে জল দিতে গেলা হৃষ্ট হইয়া ॥ তবে শালগ্রাম সেবা করিয়া যতনে। অনেক মিষ্টান্ন আদি কৈলা নিবে-দনে ॥ মুখবাস দিয়া তবে আরতি করিল। অঙ্গনে আসিয়া বহু পরণাম কৈল ॥ গৃহে ত আসিয়া প্রভু প্রসাদ সেবা করি। কবিরাজে শেষ দিল বহু কৃপা করি ॥ তবে দুঁহে বসিলেন মহানন্দ সুখে। আশ্চর্য্য সে সব কথা কহিব বা কাকে ॥ তবে ত আমরা দুঁহে রন্ধন করিয়া। নানা অন্ন ব্যঞ্জন কৈলু আনন্দ পাইয়া ॥ রন্ধন প্রস্তুত হইল প্রভুকে কৈল নিবেদন। শালগ্রাম আনি তবে করাইল ভোজন ॥ মন্দিরে লইয়া পুন করাইল শয়ন। মন্দ মন্দ করি তবে করেন ব্যজন ॥ তার পরে প্রভু তবে অঙ্গনে আসিয়া। পরণাম কৈল বহু

ভূমে লোটাইয়া॥ আনন্দে নিরখে যত বৈষ্ণবের গণে। বৈষ্ণবের শোভা দেখি মহাহৃষ্ট মনে॥ বৈষ্ণবের গণে তবে প্রভু নিবেদিল। প্রসাদভোজন লাগি প্রভু জানাইল॥ সব বৈষ্ণব কহিলেন যে আজ্ঞা তোমার। অনুমতি পাই প্রভুর আনন্দ অপার॥ স্নান সংস্কার করাইল আনন্দিত মনে। আসিয়া ত বৈষ্ণবগণ বসিল ভোজনে॥ বৈষ্ণব সব বসিলেন হয়ে শারি শারি। দেখিয়া ত প্রভু সবে আপনা পাসরি॥ আপনে প্রভু পরিবেশন করিতে লাগিলা। আমি সব আনি দিয়ে অন্ন ব্যঞ্জনের থালা॥ আকণ্ঠ ভরিয়া বৈষ্ণব করিল ভোজন। আর কিছু চাহি প্রভু করে নিবেদন॥ কিছু আর না চাহিয়ে শুন দয়ানিধি। পাইলাম প্রসাদ মোরা ভাগ্যের অবধি॥ ভোজন সমাপিয়া তবে আচমন কৈল। মুখশুদ্ধি করি তবে আসনে বসিল॥ তার পরে তবে প্রভু আইলা গৃহমাঝে। আনন্দে নিমগ্ন হৈলা দেখি কবিরাজে॥ তবে মোরা উভয়েতে স্নান সংস্কার করি। পিঠের উপরে তাথে ঊণবস্ত্র ধরি॥ প্রভু আসি বসিলা তবে করিতে ভোজন। আমরা ত দুইজন করি পরিবেশন॥ জিজ্ঞাসিলু কবিরাজ বসুন ভোজনেতে। প্রভু কহে প্রসাদ ইহোঁ পাইব পশ্চাতে॥ এত বলি প্রভু প্রসাদ পান হৃষ্ট মনে। রামচন্দ্র বসি তাহা করেন ব্যজনে। ভোজন সারিয়া প্রভু উঠিলেন তবে। আজ্ঞা দিল রামচন্দ্র ভোজন কর এবে॥ আচমন করি প্রভু বসিলা সেই খানে। উঠিলেন কবিরাজ করিতে ভোজনে॥ প্রভুর আসন আর ভোজনের পাত্র। ব্যঞ্জনের বাটী আর প্রভু জলপাত্র॥ বসিয়া প্রসাদ পান আনন্দিত হইয়া। প্রভুর আজ্ঞা বলি তাহা

মস্তকে করিয়া॥ করিতে ভোজন কত ভাবের সঞ্চার। পুলকে পূর্ণিত দেহ নেত্রে জল ধার॥ এইমতে কবিরাজ সমস্ত খাইয়া॥ আচমন করি প্রভুর নিকটে বসিয়া। চর্ব্বিত তাম্বূল তাহা লইলাম গিয়া॥ প্রভু যাই তবে শয্যায় করিলা গমন। শয়ন কৈল রামচন্দ্র চাপেন চরণ॥ তবে কতক্ষণ প্রভু শয়ন করিয়া। উঠিলেন প্রভু হরিধ্বনি উচ্চারিয়া॥ তবে আমরা প্রভুকে নিভৃতে পাইয়া। নিবেদিলাম প্রভু পদে বিনতি করিয়া॥ নিরন্তর কবিরাজের প্রশংসা কর প্রভু। হেন পাত্র হেন কার্য্য নাহি দেখি কভু॥ গুরুর আসন আর ভোজনের পাত্র। ব্যঞ্জনের বাটী আর যে বা জল-পাত্র॥ কেমতে বসিয়া ইহোঁ করিলা ভোজন। মনেতে সন্দেহ প্রভু কৈল নিবেদন॥ প্রভু কহে রামচন্দ্র গুণের সাগর। ইহার মনোবৃত্তি নহে তোমার গোচর॥ পশ্চাতে জানিবা ইহা শুন দিয়া মন। দেখিবে তোমরা তাহা ভরিয়া নয়ন॥ প্রভু আজ্ঞা শিরে করি আনন্দিত মন। চর্ব্বিত তাম্বূল লইয়া করিলা ভোজন॥ তার পরদিন প্রভু রামচন্দ্র লইয়া। আইলেন তবে দুঁহে আনন্দিত হইয়া॥ অঙ্গনে আসিয়া ফিরে একত্র হইয়া। কবিরাজে লইয়া ফিরে আনন্দিত হইয়া॥ আগে প্রভু পিছে কবিরাজ করেন গমন। হাত ধরাধরি দুঁহে ফিরেন অঙ্গন॥ আঙ্গিনাতে এক বড়্ * আছয়ে পড়িয়া। কহিতে লাগিলা প্রভু ত্রাসযুক্ত হইয়া॥

* বড়—পলাল (পোয়াল বা বিচালী, আওড়) দ্বারা নির্ম্মিত ধান্যাদি রাখিবার পাত্র, রাঢ় বরিন্দ্রে প্রসিদ্ধ। কিম্বা বেঁড়ে, জলের কলশী প্রভৃতির স্থাপন পদার্থ। (ভক্তমাল গ্রন্থে উল্লেখ আছে)।

লক্ষিয়া পড়িলা প্রভু সর্প যে বলিয়া। সর্প দেখ কবি- রাজ নয়ন ভরিয়া॥ কবিরাজ কহে প্রভু সর্প এহি হয়। দেখিল দেখিল প্রভু করিয়া নিশ্চয়॥ তার পর কতক্ষণ ভ্রমণ করিয়া। সর্প নহে বড় এই দেখি নিরখিয়া॥ কবি- রাজ কহে ইহা সত্য হয় প্রভু। বড় হয়ে সর্প ইহা নাহি হয় কভু॥ আমরা বসিয়া ইহা করি নিরীক্ষণ। দুঁহ রূপ শোভা দেখি জুড়ায় নয়ন॥ এই মত দুই জনে আনন্দিত হৈয়া। গৃহ মাঝে দুই জন বসিলেন গিয়া॥ আমরা দুঁহে মিলি তবে করি অনুমান। বুঝিলাম রামচন্দ্র গুণের নিধান॥ তার পরে আমরাত আছিয়ে নির্জ্জনে। হেন কালে প্রভু তথা কৈলা আগমনে॥ আসিয়া কহেন কথা মধুর করিয়া। শুন শুন তোমা দুঁহে কহি বিবরিয়া॥ নয়নে দেখিলে এবে রামচন্দ্রের গুণ। ইহার দৃষ্টান্ত কহি শুন দিয়া মন॥

"পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য সব শিষ্যগণ লইয়া। অস্ত্র শিক্ষা করায়েন আনন্দে বসিয়া॥ দুর্য্যোধন আদি করি যত সহোদর। যুধিষ্ঠির আদি করি পঞ্চ সহোদর॥ কত দিন সবাকারে অস্ত্র শিক্ষা দিয়া। আজি পরীক্ষা লইব সবায় কহিল হাসিয়া॥ এত বলি এক বৃক্ষ অতি উচ্চতর। এক পক্ষী রাখিলেন তাহার উপর॥ ক্রমে ক্রমে সবারে গুরু কহেন ডাকিয়া। অস্ত্র মারহ পক্ষীর নয়ন তাকিয়া॥ এক চক্ষে মার বাণ আর চক্ষে যায়। এইমত কথা গুরু কহেন সবায়॥ দুর্য্যোধন আদি করি যত সহোদর। ধনুর্ব্বাণ লৈয়া আইলা হরিষ অন্তর॥ একে একে সবে তবে ধনুর্ব্বাণ লৈয়া। বিন্ধিবার তরে আই লেন সন্ধান পূরিয়া॥ ধনুকে সন্ধান বাণ করিলেন যবে। কি

দেখিতে পাও দ্রোণ ডাকি কহে তবে॥ ধনুর্ব্বাণ হাতে করি কহে শিষ্যগণ। বৃক্ষ দেখি ডাল দেখি কহিল বচন॥ ক্রোধ করি দ্রোণ তবে কহেন উত্তর। বসিয়া ত রহ গিয়া লৈয়া ধনু শর। এইমতে সবাকারে করিয়া পরীক্ষা। তোমাদের নহি বেক ধনুকের শিক্ষা॥ পশ্চাতে ডাকিয়া দ্রোণ বলিল অর্জ্জুনে। সন্ধান পূরিয়া বীর আইল তৎক্ষণে॥ গুরু প্রণমিয়া বীর ধনুক লইয়া। বিন্ধিবার তরে গেলা আনন্দিত হৈয়া॥ ডাকিয়া কহেন বীর অর্জ্জুনের প্রতি। কি দেখিতে পাও তাহা কহ শুদ্ধমতি॥ অর্জ্জুন কহেন গুরু পক্ষ মাত্র দেখি। এবে পক্ষ নাহি দেখি দেখি মাত্র আঁখি॥ দ্রোণ কহে মার বাণ পূরিয়া সন্ধান। তাকিয়া বিন্ধহ বাণ পক্ষের নয়ন॥ তবে ত অর্জ্জুন বীর বাণ ছাড়ি দিল। এক নেত্রে ফুটি বাণ অন্য নেত্রে বাহির হৈল॥ ধন্য ধন্য বলি দ্রোণ কহেন ডাকিয়া। কহিতে লাগিলা সব শিষ্য নিরখিয়া॥ বৃক্ষ নাহি দেখে বীর দেখে মাত্র পক্ষ। পক্ষ নাহি দেখে পুনঃ দেখে মাত্র চক্ষ॥ আমি যে কহিলাম তাহা দেখিতে সে পায়। বৃক্ষকে না দেখিবেক বৃক্ষের কিবা দায়॥ তবে ত অর্জ্জুন পুন গুরুকে প্রণমিয়া। শিষ্যগণ মাঝে যাই বসিলেন গিয়া॥ আনন্দে পূর্ণিত হইলা দ্রোণাচার্য্যের মন। পুনঃ পুনঃ এই বাক্য কহে ঘন ঘন॥ তুমিহ আমার সম হও সর্ব্বথায়। এমত অদ্ভুত কার্য্য না দেখিয়ে কায়॥ হইতে প্রিয় সবা শিষ্য তুমি যে আমার। অন্যথা নাহিক আমি কৈল সারোদ্ধার॥ শুনিয়াত দুর্য্যোধন বিষণ্ণ হৈলা মনে। দুঃখচিত্ত হৈলা রাজা ভাবে মনে মনে॥”

ইহা কহি আনন্দ পাইলা প্রভু মনে। রামচন্দ্র গুণ গান বুঝি দেখ মনে॥ আমি যে কহিল তাতে নাহি অন্যথায়। ভোজন করিলা আজ্ঞা মানি সর্ব্বথায়॥ আর দেখ বড়্ এক আছিল অঙ্গনে। সর্প কহিলাম তাতে সর্প করি মানে॥ পুনঃ কহিলাম সর্প নহে বড়্ হয়। কবিরাজ কহে বড় এইত নিশ্চয়॥ তোমরা দুই জনে ইহা বুঝ মন দিয়া। কহিতে লাগিলা প্রভু আনন্দ পাইয়া॥ সন্দেহ ঘুচিল এবে কহ বিবরণ। প্রভুকৃপায় হৈল মোর সন্দেহ ছেদন॥ তোমার কৃপা বিনা ইহা জানিব কেমতে। জানিলাম আমরা এবে চিত্তের সহিতে॥ প্রভু কহে আজি হৈতে তোমরা ভাগ্যবান্। দেখিলে শুনিলে রামচন্দ্রের গুণগ্রাম॥ দ্রোণাচার্য্য শিষ্যমধ্যে যেমন ফাল্গুনি * । তে মতি রামচন্দ্রের বুঝহ অনুমানি॥ রামচন্দ্র গুণসিন্ধু মহিমা অপার। কহিলাম তোমারে আমি করি সারোদ্ধার॥ মোর গণে সে লইবে রামচন্দ্রের মত। সেই সে আমার গণে হইব মহত্॥ রামচন্দ্র নরোত্তম নয়ন যুগল। নেত্র বিনা শরীরের সকল নিস্ফল॥ যেন রামচন্দ্র গুণ তেন নরোত্তম। দুই জনে ভেদ নাহি দুঁহে এক সম॥ এ দোঁহার মর্ম্ম জানে কবিরাজ গোবিন্দ। আর সে জানিল ইহা চক্রবর্ত্তী গোবিন্দ॥ যেই জন লইবে রামচন্দ্র অনুসার। সেই সে পাইবে রাধাকৃষ্ণলীলাপার॥ মঞ্জরীর যূথ মাঝে পরকীয়া মতে। বৃন্দাবনধাম প্রাপ্তি হইব নিশ্চিতে॥ তোমরা শুনহ ইহা মনের সহিতে। নিশ্চয় করিয়া ইহা কহিলাম তোতে॥ কহিতে কহিতে

* ফাল্গুনি—অর্জ্জুন

প্রভুর বাঢ়ে অতি সুখ। রামচন্দ্র গুণ কহে হইয়া পঞ্চমুখ॥ এইমত কত প্রভু করেন ব্যাখ্যান। আমরা শুনিয়ে তাহা পাতি দুই কাণ॥ ভক্তগণে ঠাকুরাণী কহিতে কহিতে। আরেক অপূর্ব্ব কথা পড়ি গেল চিতে॥ তোমরা শুনহ তাহা করি এক মন। গাঢ় শ্রদ্ধা করি শুন করিয়া যতন॥ হেন অদভুত কথা শ্রবণ মঙ্গল। পরম পবিত্র কথা অতি নিরমল॥ এক দিন পূর্ব্বে প্রভু করেন ভোজন। দক্ষিণ বামেতে তবে বসিলা দুই জন॥ এক ভিতে রামচন্দ্র আর ভিতে নরোত্তম। ভোজন করয়ে তিনে অতি মনোরম॥ ভোজন-আনন্দ-কথা কহিতে না পারি। দেখিয়া আমরা তাহা আপনা পাশরি॥ কৃষ্ণ-কথা-রসাবেশে মনের আহ্লাদ। দুই জনে পরশিয়া দিছেন প্রসাদ॥ পুনঃ পুনঃ পরশিয়া দিছেন ব্যঞ্জন। আমরা থাকিয়া তাহা করি নিরীক্ষণ॥ সেব্য হইয়া সেবকেরে পরশে কিমতে। মনেতে সন্দেহ মোর বাঢ়ি গেল চিতে॥ তার পর সকলে ভোজন সমাপিয়া। আচমন করিলেন মহা-হৃষ্ট হৈয়া॥ তবে আসি তিন জনে বসিয়া নিভৃতে। কৃষ্ণের চরিত্র-কথা লাগিল কহিতে॥ কহিতে কহিতে কথা কৃষ্ণের প্রসঙ্গ। আনন্দে অবশ তিনে প্রফুল্লিত অঙ্গ॥ প্রেমে গর গর চিত্ত নাহি হয় স্থির। পুলকে পূরিত দেহ নেত্রে বহে নীর॥ আর কত বহে তাতে প্রেমের সঞ্চার। কত শত ভাব তাতে না জানিয়ে পার॥ এইমত কত ক্ষণ কৃষ্ণ-পরসঙ্গে। আর কত বহে তাতে সুখের তরঙ্গে॥ তার পর কত ক্ষণে অবসর পাইয়া। জিজ্ঞাসিলুঁ প্রভুকে মোরা বিনয় করিয়া॥ প্রভু কহে কহ কহ শুনিয়ে বচন। তবে প্রভু-পদে মোরা

কৈল নিবেদন॥ রামচন্দ্র নরোত্তমে ভোজন করিতে। পরশিলে ইহা আমি দেখেছি সাক্ষাতে॥ কৃপা করি কহ প্রভু ইহার কারণ। গুরু হইয়া শিষ্যে পরশি করিলা ভোজন॥ প্রভু কহে শুন শুন সাবধান হইয়া। দুই জনে দুই হস্ত কহি বিবরিয়া॥ কিবা দুই জন হয় আমার নয়ন। অভেদ শরীর রামচন্দ্র নরোত্তম॥ নিশ্চয় জানিহ ইহা শুনহ কারণ। নিজ অঙ্গ পরশিলে দোষ কি কারণ॥ ইহা আমি দেখিলাম শুনিনু শ্রবণে। মনোমধ্যে তোমরা এবে কর অনুমানে॥ এই সব কথা ঈশ্বরী কহিতে কহিতে। আচম্বিতে বাম চক্ষু লাগিল নাচিতে॥ বাম ঊরু বাম অঙ্গ করয়ে নর্ত্তন। রামচন্দ্র আগমন জানিলা কারণ॥ নিজেশ্বরী মুখে সবে বচন শুনিয়া। দেখিব যে রামচন্দ্র নয়ন ভরিয়া॥ এইমতে সবে ভেল আনন্দে পূরিতে। সবাকার দক্ষিণ চক্ষু লাগিলা নাচিতে॥ জানিলাম বিধি এবে পূরাবে মনোরথ। একত্র হইয়া সবে নিরীক্ষয় পথ॥ সবেই আনন্দ পাইলা ভাবে মনে মন। হেন কালে রামচন্দ্রের হৈল আগমন॥ দূর হইতে সবে রামচন্দ্রেরে দেখিয়া। আনিবারে গেলা তবে হৃষ্টচিত্ত হইয়া॥ আপনি ঈশ্বরী দুই করিলা গমন। রামচন্দ্রে দেখে দুঁহে ভরিয়া নয়ন॥ ঈশ্বরী দেখিয়া রামচন্দ্র কবিরাজ। পুলকে পূরিত দেহ অশ্রু হৃদি মাঝ। কবিরাজ তবে ঠাকুরাণীকে দেখিয়া। কত পরণাম করে ভূমে লোটাইয়া॥ দেখি রামচন্দ্র সবে উল্লাস-হৃদয়। অন্ধকার নাশি যেন রবির উদয়॥ উঠে কবিরাজ তবে করযোড় করি। বিষণ্ন দেখিয়ে কেন কহ ত ঈশ্বরি!॥ প্রভুভক্তগণ সবে ব্যাকুল দেখিয়া। কি লাগি বিষণ্ন দেখি কহ বিবরিয়া॥

ঠাকুরাণী কহে তবে প্রভুর সমাচার। বুঝিলেন রামচন্দ্র প্রভুর বিচার ॥ তবে ঠাকুরাণী তারে গৃহেতে লইয়া। আনিলেন তারে অতি যতন করিয়া ॥ হাতে ধরি লইলেন হৃষ্ট-চিত্ত হইয়া। ভক্তগণ আইলেন পাছে ত লাগিয়া ॥ ঠাকুরাণী কহে শুন পুত্র রামচন্দ্র!। তুমি আইলে এবে সবার হইবে আনন্দ ॥ প্রভুরে যাইয়া তবে পরণাম করে। লোটাঞা লোটাঞা পড়ে ভূমির উপরে ॥ প্রণাম করিয়া তবে পুছেন কারণ। ঠাকুরাণী কহে তবে সব বিবরণ ॥ তিন দিন তোমার প্রভু বসিয়া সমাধি। তোমা দেখি গেল মোর হৃদয়ের ব্যাধি ॥ তোমার নিমিত্তে প্রাণ ধরিয়া আছিয়ে। শুন শুন অহে পুত্র নিশ্চয় কহিয়ে ॥ তোমার যত গুণ পুত্র প্রভু-মুখে শুনি। তোমা দেখি অহে পুত্র জুড়ায় পরাণি ॥ যত যত শুনি পুত্র তোমার গুণ গান। প্রভু-মুখে শুনি তাহা আনন্দিত মন ॥ তোমার গুণ আমি কত করিব ব্যাখ্যান। আমরা নহিয়ে পুত্র তোমার সমান ॥ তুমি সে জানহ পুত্র প্রভুর হৃদয়। অন্যথা নাহিক ইথে কহিনু নিশ্চয় ॥ ধন্য ধন্য অহে পুত্র তুমি ভাগ্যবান্। প্রভু সদা তোমার গুণ করেন ব্যাখ্যান ॥ ঈশ্বরীর মুখে রামচন্দ্র বচন শুনিয়া। পরণাম করে কত ভূমে লোটাইয়া ॥ উঠি রামচন্দ্র তবে যোড় হাত করি। শ্রীমতীর আজ্ঞা লইয়া করে শিরোপরি ॥ তবে শ্রীমতী রামচন্দ্রের হস্তেত ধরিয়া। লইলেন যথা প্রভু ধ্যানেতে বসিয়া ॥ রামচন্দ্র যাই তবে প্রভুরে দেখিয়া। ভাবেতে নিমগ্ন দেখে নয়ন ভরিয়া ॥ জড়প্রায় বসিয়াছে নাহিক চেতন। শ্বাস প্রশ্বাস নাহি দেখে উদর-স্পন্দন ॥

দেখি রামচন্দ্র তবে নাসায় হাত দিয়া। কহিতে লাগিলা কথা মধুর করিয়া ॥ হেন অদভুত ভাব না দেখি নয়নে। পুর্ব্বে মহাপ্রভুর ভাব শুনেছি শ্রবণে ॥ এবে তাহা সাক্ষাতে ভাব দেখিল নয়নে। প্রগাঢ় প্রগাঢ় ভাব জানিলেন মনে ॥ বস্ত্রেতে আবৃত তবে প্রভুরে করিয়া। শ্রীমতীর পাদপদ্ম মস্তকে বন্দিয়া ॥ বস্ত্রেতে আবৃত তাতে করিলা প্রবেশ। জানিলেন সর্ব্বকার্য্য অশেষ বিশেষ॥ তবে রামচন্দ্র কহে শ্রীমতীর প্রতি। দণ্ড দুই অবধি প্রভু করিবে সম্প্রতি ॥ দুই দণ্ড ব্যতীত তবে উচ্চ করিয়া। শুনাইবেন হরিনাম শ্রবণ পর্শিয়া ॥ ধ্যান ভঙ্গ হইবেক কহিল নিশ্চয়। জানিবেন সব কাজ ইথে অন্য নয় ॥ প্রভুদত্ত সিদ্ধদেহ করি আরোপিত। জানিল সকল কার্য্য যেবা মনোনীত ॥ যমুনাতে আভরণ পদ-চিহ্ন পরে। পদ্মপত্র ঢাকিয়াছে তাহার উপরে ॥ তাহা না পাইয়া এবে হৃদয়ে চিন্তিত। হেনকালে সেই স্থানে গেলা আচম্বিত ॥ শ্রীমণিমঞ্জরী তবে তাহারে দেখিয়া। আইস আইস বলি কহে উল্লসিত হইয়া ॥ ইবে সে না পাইনু আমি রাধার আভরণ। তোমারে দেখিয়া আমি হইনু পরসন্ন ॥ তবে দুই জনে করে জল নিরীক্ষণ। খুজিতে খুজিতে দুঁহে ফেরে অনুক্ষণ ॥ পদ্মপত্রঢাকি যথা আছে অভরণ। পত্র দূর করি তাতে পাইল তখন ॥ পাইল আভরণ তবে হাতে ত লইয়া। মনের আনন্দে তাহা লইল হাঁসিয়া। ধন্য ধন্য তুমি সখী অতি ভাগ্যবান্। এইমত কত কত করেন ব্যাখ্যান ॥ জলে হইতে উঠিলেন আভরণ লইয়া। তীরে ত আইলা দুঁহে মহাহৃষ্ট হইয়া ॥ তথায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভোজন সমাপিয়া

সুতি আছেন দুই জনা আনন্দ পাইয়া ॥ সেবাপরা সখী যত হৃদয়ে চিন্তিত। না পাইয়া আভরণ অন্তরে ভাবিত ॥ কুঞ্জ দ্বারে সবে মেলি নয়ন অর্পিয়া। বসিয়াছেন সবে তাহা পথ নিরখিয়া ॥ হেন কালে পথে আইসেন দেখিতে পাইল। পাইয়াছেন আভরণ মনে ত জানিল ॥ মন্থর গমনে আইসে প্রসন্ন বদন। কত ভাব তরঙ্গ তাতে চঞ্চল লোচন ॥ নিকটে আইলা দুঁহে আনন্দ হইয়া। দেহ আভরণ যাহা পাইলা খুজিয়া ॥ তুমি সতী কুলবতী রাধাচিত্ত জান। তোমা অনুগত ইহোঁ তোমার সমান ॥ রাধা-মনোবেদ্য তুমি ইহা আমি জানি। মণিমঞ্জরী নাম তাতে সবে অনুমানি ॥ তুমি মণিমঞ্জরী জান রাধার বেদন। এই মত কত শত করেন ব্যাখ্যান ॥ গুণমঞ্জরী হাতে দিল নাসার বেসরে। দিলেন আভরণ ভাসি আনন্দ সাগরে ॥ শ্রীগুণমঞ্জরী দিল রূপ মঞ্জরী হাতে। পাইয়া ত আভরণ পূরিল মনোরথে ॥ আভরণ লইয়া সবে করেন গমন। দেখিলেন দুই জনে করিয়াছে শয়ন ॥ কৃষ্ণ-ভুজ-দেশে রাধা মস্তক অর্পিয়া। রসের আবেশে দুঁহে আছেন সুতিয়া ॥ নিরখিয়া মুখশোভা মনের উল্লাস। আভরণ পরাইতে হৃদে অভিলাষ ॥ পরাইল আভ-রণ নাসাছিদ্র দেখিয়া। শ্রীরূপমঞ্জরী পরাইল কৌশল করিয়া ॥ বিকাশে বৈদগ্ধী ইহার কহনে না যায়। মনের কৌতুকে বেশর পরাইলা নাসায় ॥ নিশ্বাসে দুলিছে তাতে অতি মন্দ মন্দ। মুখচন্দ্র-শোভা দেখি মনের আনন্দ ॥ তবে রূপমঞ্জরীর চরণ দেখিয়া। পদসেবা করে চিত্তে আনন্দ পাইয়া ॥ শ্রীগুণমঞ্জরী তবে এক পদ লইয়া। আপনার

জানূপরে অর্পণ করিয়া॥ মন্দ মন্দ করিতেছেন পাদসম্বা-হন। সেবন করয়ে দুঁহে সুখাবিষ্ট মন॥ কতক্ষণ ব্যতিরেকে শ্রীগুণমঞ্জরী। শ্রীমণিমঞ্জরী প্রতি কটাক্ষ সঞ্চারি॥ ঈঙ্গিতে কহিলেন তুমি পদসেবা কর। আইস আইস সখী বলি কহেন বার বার॥ তবে মণিমঞ্জরী শ্রীচরণস্পর্শিয়া। পদ সেবা করে চিত্তে সন্তোষ পাইয়া॥ দেখিয়া শ্রীরূপমঞ্জরী হৃদয়ে আনন্দ॥ কহিতে লাগিলা কথা করি মন্দ মন্দ॥ তোমার নিমিত্ত রাধাচর্ব্বিততাম্বূলে। বান্ধা আছে এই দেখ আমার আঁচলে॥ লইল অধরশেষ যতন করিয়া। কত সুখ উপজিল প্রসাদ পাইয়া॥ নিজসখী লাগি কিছু আঁচলে বান্ধিল। শ্রীগুণমঞ্জরী দেখি সন্তোষ পাইল॥ এথা শ্রীমতী দণ্ড দুই অপেক্ষা করিয়া। বস্ত্রেতে আবৃত তাতে প্রবেশিলা গিয়া॥ বাহিরে রহিল যত প্রভুর ভক্তগণ। শ্রীমতী সবার প্রতি কহেন বচন॥ সবে মেলি উচ্চ করি কর হরিধ্বনি। আনন্দিত হইয়া এই কহিলেন বাণী॥ তবে ঠাকুরাণী দুই জনেরে দেখিয়া। দুই জনে ভাবে মগ্ন আছেন বসিয়া॥ মনে ত জানিল দুঁহার অদ্ভুত চরিত। দেখিয়া ত ঠাকুরাণী পাইলা বহুপ্রীত॥ তবে শ্রীমতী প্রভুর কর্ণে উচ্চ ত করিয়া। হরিধ্বনি করে চিত্তে আনন্দ পাইয়া॥ বাহিরেতে সবে মেলি করে হরিধ্বনি। হরিধ্বনি বিনা আর কিছুই না শুনি॥ এইমত বহু বেরি করিতে করিতে। হরিধ্বনি প্রবেশিলা প্রভুর কর্ণেতে॥ প্রবেশিতে হরিনাম বাহ্য পাইল চিত্তে। হুহুঙ্কার করি প্রভু উঠে আচম্বিতে॥ বাহ্য যে পাইয়া প্রভু ইতি উতি চায়। যে দেখিতে

চাহে তাহা দেখিতে না পায়॥ বাহ্যাবেশে প্রভু তবে গর গর মন। নিপট্ট বাহ্য হইল যেন হারাইলা ধন॥ প্রভুর ভক্তগণ তবে বস্ত্র দূর করি। দেখিলেন অঙ্গশোভা অপূর্ব্ব মাধুরী॥ আনন্দ অবধি সবার নাহি কিছু ওরে। ডুবিলেন সবে যেন আনন্দসাগরে॥ তবে প্রভু ক্ষণে ধৈর্য্য ক্ষণেতে অস্থির। স্তম্ভপ্রায় ক্ষণে রহে ক্ষণেত গম্ভীর॥ এই মতে প্রভু নিজভাব সম্বরিয়া। কহিতে লাগিলা কিছু সবা নিরখিয়া॥ রামচন্দ্র আদি করি প্রভুর ভক্তগণ। শুনিয়া প্রভুর বাক্য হরষিত মন॥ আনন্দের অবধি কিছু নাহিক সবার। যে আনন্দ হৈল তাহা কে পারে বর্ণিবার॥ আনন্দের সিন্ধু মাঝে ডুবিয়া রহিলা। প্রাণ ছাড়ি গেল দেহে আসিয়া বসিলা॥ কত কত আনন্দ সিন্ধু কহনে না যায়। রামচন্দ্রে দেখে সবে হরিষ হিয়ায়॥ শ্রীমতী কহে রামচন্দ্র গুণের সাগর। প্রভুর চিত্তবৃত্তি পুত্র তোমার গোচর॥ পূর্ব্বে মহা-প্রভু প্রিয় যেন রামানন্দ। প্রভু প্রিয় তেন তুমি হও রাম-চন্দ্র॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় যেন সুবল মহাশয়। তেন তুমি প্রভু প্রিয় জানিল নিশ্চয়॥ প্রাণদান দিলে পুত্র কহ সমাচার। বিবরি কহ পুত্র প্রভুর ব্যবহার॥ তিন দিন ধ্যানে বসি ছিলা প্রভু তোর। কারণ কহ রামচন্দ্র গোচর নহে মোর॥ তবে রামচন্দ্র কহে যোড়হস্ত করি। প্রভুর ভাবের কথা কহেন বিবরিয়া॥ মদীশ্বরী প্রভু তুমি শুনহ কারণ। তিন দিন ধ্যানে ছিলা যাহার কারণ॥ রাধাকৃষ্ণ জলকেলি মনেত চিন্তিয়া। যমুনাতে দেখি লীলা সুখাবিষ্ট হইয়া। নানান তরঙ্গে লীলা কথনে না যায়। উনমত হইয়া যুদ্ধ করে যমুনায়॥ কত কত

ভাবসিন্ধু তাতে প্রকাশিয়া। নাসায় বেসর তাতে পড়িল খসিয়া॥ রাধার বেসর পড়িল যমুনার জলে। না পাইয়া আভরণ হইলা ব্যাকুলে॥ এই মত যত কথা কহে বিবরিয়া। শুনিয়া ত ঠাকুরাণীর আনন্দিত হিয়া॥ যত কিছু বিবরণ সকলি কহিলা। অনন্ত প্রভুর ভাব নিশ্চয় জানিলা॥ ধন্য ধন্য রামচন্দ্র তুমি গুণসিন্ধু। কহিতে না পারি কিছু তার এক বিন্দু॥ পূর্ব্বে আমি প্রভু মুখে শুনিল তব গুণ। তোমার গুণকীর্ত্তি পুত্র করিয়াছি শ্রবণ॥ শুন শুন রামচন্দ্র তুমি গুণনিধি। তোমা পুত্র পাইল মোরা ভাগ্যের অবধি॥ এই মতে রামচন্দ্রে বহু প্রশংসিয়া। নয়নে ঝরয়ে নীর মুখ বুক বৈয়া॥ সুখের অবধি কিছু কহনে না যায়। রামচন্দ্র রামচন্দ্র বলি করে হায় হায়॥ নিছনি যাইয়ে পুত্র ইথে নাহি দায়। তব গুণে বিক্রীত হইলাম সর্ব্বথায়॥ বাহিরে আইলা তবে রামচন্দ্রে লইয়া। সবেত আনন্দ পাইলা প্রভুকে দেখিয়া॥ যেবা সুখ উপজিল প্রভুর মন্দিরে। সহস্র মুখে তাহা কেবা পারে বর্ণিবারে॥ রামচন্দ্র চরিত্র দেখি সবে চমৎকার। ইহোঁ প্রভুর প্রিয় অতি জানিলা নির্দ্ধার॥ তবে ত শ্রীমতী দুই মহানন্দ পাইয়া। রামচন্দ্র গুণ কথা কহে ফুকরিয়া॥ শুন শুন ভক্তগণ শুনহ বচনে। রামচন্দ্র-চরিত্র-গুণ দেখিল নয়নে॥ অদ্ভুত কার্য্য ইহার বাক্য অগোচর। কি কহিব রামচন্দ্র গুণের সাগর॥ তবে শ্রীমতী রামচন্দ্রে লইয়া যতনে। সঙ্গেত লইয়া আর যত ভক্তগণে॥ নিকটে প্রভুর যাই করে নিবেদন। এই রামচন্দ্র পাইল অমূল্য রতন॥ যেন তুমি তেন ইহ সমান চরিত্র। মনোমাঝে ইহা আমি

জানিলু নিশ্চিত॥ শুন প্রভু দয়াময় গুণের সাগর। না জানে চরিত্র তোমার বাক্য অগোচর॥ দয়া কর অহে প্রভু লইনু স্মরণ। ভাল মন্দ না জানিয়ে কৈল নিবেদন॥ আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি। কেবল ভরসা তোমার পাদ দুইখানি॥ পতিত পাবন হেতু তোমার অবতার। বারেক করুণা করি কর অঙ্গীকার॥ আমি অতি হীনবুদ্ধি কি বলিতে জানি। নিজগুণে দয়া কর তুমি গুণমণি॥ বহুভাগ্যে পাইলাম তোমার চরণ। কৃতার্থ করহ প্রভু লইলাম স্মরণ॥ রামচন্দ্র হেন মোরে দয়া কর প্রভু। এমত গুণের নিধি দেখিনাই কভু॥ এই মত প্রভু স্তুতি করিতে করিতে। প্রসন্ন হইলা প্রভু মনের সহিতে॥ তবে প্রভু রামচন্দ্র শ্রীমতী লইয়া। নিজ-মন-কথা কহে নিভৃতে বসিয়া॥ শ্রীরাধার অধর শেষ রামচন্দ্র লাগিয়া। রাখিয়াছি আমি তাহা অঞ্চলে বান্ধিয়া॥ এত বলি প্রভু নিজ অঞ্চল খুলিয়া। দিলেন অধর সুধা আনন্দ পাইয়া॥ আগে রামচন্দ্রে দিল তবে ঈশ্বরী দু জনে। মহানন্দে তিন জনে করিলা ভোজনে॥ প্রসাদ মাধুরী গন্ধ অতি মনোহরে। প্রসাদ সৌরভ পাইয়া আপনা পাসরে॥ আবেশে অবস তনু নাহি কিছু ওর। ভাবে ত নিমগ্ন হইয়া হইলেন ভোর॥ পুলকে পূর্ণিত দেহ সঘনে হুঙ্কার। নয়নেতে প্রেমধারা বহে অনিবার॥ হায় হায় কি মাধুর্য্য কৈল আস্বাদন। সুধা গর্ব্ব খর্ব্ব যাতে করয়ে নিন্দন॥ প্রভু কহে শুন দুঁহে সাবধান হইয়া। আনিনু প্রসাদ আমি রামচন্দ্র লাগিয়া॥ দুর্ল্লভ এই প্রসাদ করিলে ভোজন। আজি হৈতে হইল দুঁহে রামচন্দ্র সম॥ ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ এই

শ্রীরাধাধরামৃত। তাহা পান কৈলা এবে হৈলা কৃত কৃত্য॥ অন্যের আছুক দায় শ্রীকৃষ্ণের দুর্ল্লভ। রামচন্দ্র হইতে তুমি পাইলা এ সব॥ শুন শুন প্রিয়া মোর কহিয়ে বচন। রামচন্দ্র হয় মোর জীবনের জীবন॥ রামচন্দ্র নরোত্তম দুঁহে এক দেহ। নিশ্চয় কহিলা ইহা নাহিক সন্দেহ॥ আর আমি কি কহিব ইথে নাহি দায়। দুই জনে মোর প্রাণ ভিন্ন মাত্র কায়॥ নিশ্চয় নিশ্চয় এই কহিয়ে নিশ্চয়। দুই জনে মোর প্রাণ ইথে অন্য নয়॥ তবে প্রভু সব ভক্ত-গণেরে লইয়া॥ এইমতে সব জনে কহেন ডাকিয়া॥ সবেই শুনিল রামচন্দ্রের গুণগণ। কৃতার্থ করিয়া তবে মানে সব জন॥ নিশ্চয় জানিলাম এবে রামচন্দ্র বিনে। প্রভুর মনের বেদ্য নহে কোন জনে॥ তবে সব ভক্ত প্রভুরে বিনতি করিয়া। নিবেদন করে সবে চরণে পড়িয়া॥ অহে রামচন্দ্র-নাথ দয়া কর মোরে। করুণা করিয়া এবে করহ উদ্ধারে॥ তুমি বিনা অন্য নাহি আমা সবার গতি। রামচন্দ্র হেন দয়া করহ সংপ্রতি॥ বহু জন্ম ভাগ্যে মিলে তোমার চরণ। করুণা করহ মোরে লইনু শরণ॥ কৃতার্থ করহ প্রভু তুমি দয়ানিধি। পতিতের ত্রাণ হেতু তুমি গুণনিধি॥ দন্তে তৃণ করি মাগো দেহ পদচ্ছায়া। দয়া কর অহে প্রভু না করহ মায়া॥ দুর্গতির ত্রাণ হেতু তোমার অবতার। নিশ্চয় জানিল প্রভু এই সারাৎসার॥ যার কৃপাপাত্র রামচন্দ্র মহা ভাগবত। কি কহিব তাঁর গুণ জগতে বিখ্যাত॥ হেন সে দয়ার পাত্র জগতে নাহি আর। নিবেদিব কত প্রভু কর অঙ্গীকার॥ এতেক ভক্তগণের বিনতি শুনিয়া। বাড়ল

করুণা চিত্তে উল্লসিত হইয়া। প্রভু কহে তুমি সব আমার নিজ দাস। তোমা সব দেখি মোর চিত্তের উল্লাস॥ এতেক প্রভুর মুখে বচন শুনিয়া। আনন্দ হইলা সবে কহে বিবরিয়া॥ তিন দিন ধ্যানে প্রভু আছিলা বাসিয়া। ইহার কারণ প্রভু কহ বিবরিয়া॥ প্রভু কহে শুন শুন করি একমন। রামচন্দ্র জানে মোর মনের বেদন॥ ইহার স্থানে পাবে মোর চিত্তের বিশেষ। রামচন্দ্র কহিবেন ইহার উদ্দেশ॥ এত বলি রামচন্দ্রে ঈঙ্গিত করিয়া। কহিলেন শ্রীমতীর মুখ নিরখিয়া॥ তবে দুই ঈশ্বরী প্রভুর ঈঙ্গিত জানিয়া। জানিল কারণ তবে প্রসন্ন হইয়া॥ তিন জনে ইহা সবায় কহিবে কারণ। এত শুনি সবাকার আনন্দিত মন॥ ভক্ত-গণে তিন জনে কহেন বচন। পশ্চাতে তোমা সবায় কহিব কারণ॥ নিজেশ্বরীমুখে সব বচন শুনিয়া। শুনিব যে প্রভুর ভাব শ্রবণ পূরিয়া॥ এই ত কহিল প্রভুর ভাবের মহিমা। সহস্র মুখে কহি যদি নাহি পাই সীমা॥ মহাশ্চর্য্য প্রভুর ভাব মহিমার সিন্ধু। আপন পবিত্র হেতু স্পর্শি এক বিন্দু॥ তবে সবে প্রভু গৃহে হইয়া আনন্দ। পরম আনন্দে সবে রহিলা স্বচ্ছন্দ॥ তবে শ্রীমতী প্রভুর ঈঙ্গিত পাইয়া। স্নান করি গেলা দুঁহে রন্ধন লাগিয়া॥ তার পর প্রভু রামচন্দ্র আদি করি। স্নানার্থে চলিলা সবে মহাকুতূহলি। স্নান করি আসি সবে আইলা স্বচ্ছন্দ। প্রভু নিজকৃত্য করে হইয়া আনন্দ॥ রন্ধন প্রস্তুত হৈল কৃষ্ণে কৈল নিবে-দন। তবে বৈষ্ণবগণের করাইলা ভোজন॥ তার পর প্রভু নিজ ভক্তের সহিতে। বসিলেন সবে মেলি ভোজন

করিতে॥ রামচন্দ্রে বসাইলা মনের হরিষে। আর যত ভক্ত-গণ বসিলা তার পাশে॥ তার পর দুই ঈশ্বরী প্রসাদ লইয়া। প্রভুরে আনিয়া দিলেন মহাহৃষ্ট হইয়া। তবে সব ভক্তগণে দিলেন প্রসাদ। পরিবেশন করে দুঁহে পাইয়া আহ্লাদ॥ প্রভু বসিলেন তবে ভোজন করিতে। শ্রীমতী যাইয়া তবে পাতিলেন হাতে॥ প্রভুর অধর শেষ লইয়া কৌতুকে। সবাকারে দিলা তাহা মহানন্দ সুখে॥ তিন দিন বহি অন্ন জল দিলা মুখে। প্রসাদ সেবন করেন পরম কৌতুকে॥ এইমতে সবেই ভোজন সমাপিয়া। আচমন করি সবে বসি-লেন গিয়া॥ মুখশুদ্ধি করিলেন মনের আনন্দে। শয্যালয়ে গমন তবে করিলা স্বচ্ছন্দে॥ তবে প্রভু শয্যায় যাই করিলা শয়ন। রামচন্দ্র করিতেছেন পাদসম্বাহন॥ রাজা আদি করি যত প্রভুর ভক্তগণ। প্রভু রামচন্দ্র রূপ করে নিরীক্ষণ॥ পশ্চাতে শ্রীমতী দুই প্রসাদ পাইয়া। বসিয়াছেন দুই জনে আনন্দ পাইয়া॥ নিদ্রাতে আবেশ প্রভু হইলা যখন। রাম-চন্দ্র লইয়া সবে আইলা তখন॥ শ্রীমতীর নিকটেতে সবেই আসিয়া। কহিতে লাগিলা সবে বিনয় করিয়া॥ এইমতে দেখিল যত প্রভুর ভক্তগণ। জানিলেন শ্রীমতী যে লাগিয়া গমন॥ রামচন্দ্র মুখে যাহা করিয়াছি শ্রবণ। সাবধান হইয়া শুন করি একমন॥ শুন শুন ভক্তগণ শ্রবণ পূরিয়া। ধ্যানে বসিছিলা প্রভু যাহার লাগিয়া॥ পরম আনন্দ এই রাধাকৃষ্ণ-লীলা। কহিতে না পারি তাহা অতি নিরমলা॥ কে কহিতে পারে তাহা করিয়া বিস্তার। সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু যেবা বার্ত্তা সার॥ অদভুত এই জলকেলি সুবিহার।

পরম আশ্চর্য্য লীলা কে কহিবে পার ॥ যমুনাতে যেন মতে শ্রীরাধার বেসর। জলযুদ্ধে পড়িল নহে তাহার গোচর ॥ তাহার প্রাপ্তি লাগিয়া শ্রীগুণমঞ্জরী। শ্রীমণিমঞ্জরী প্রতি কটাক্ষ সঞ্চারি ॥ তোমার প্রভুরে তবে লইতে আভরণ। তাহা আনি দেহ তুমি করিয়া যতন ॥ যমুনাতে পদচিহ্ন উপরে অভরণ। তাহাতে ঢাকিল পুষ্প পত্র বিলক্ষণ ॥ পদ্মপত্রে ঢাকা আছে না পায় দেখিতে। না পাইয়া অভরণ মহা ব্যগ্র চিত্তে ॥ শ্রীরামচন্দ্র জানেন প্রভুর অন্তর। খুজি আনি দিল তাতে নাসার বেসর ॥ এই হেতু তিন দিন বসিয়া ধেয়ানে। রামচন্দ্র বিনা ইহা জানিব কোন্ জনে ॥ এ আদি করিয়া যত যতেক প্রকার। কহিলেন সব কথা করিয়া নির্দ্ধার ॥ শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ অপার। রামচন্দ্র হেন রত্ন জগতে নাহি আর ॥ রাজা আদি করি যত প্রভু ভক্তগণ। পুলকে পূরিত দেহ সাশ্রু যে নয়ন ॥ স্তম্ভ কম্প আদি করি ভাবের তরঙ্গ। পূরিত হইল তাতে বিকসিত অঙ্গ ॥ ভাব সম্বরিয়া তবে প্রভু ভক্তগণ। রামচন্দ্রে কহে সবে ধরিয়া চরণ ॥ যেন প্রভু গুণাশ্চর্য্য তেন তুমি মহিমার সিন্ধু। তোমার চরিতার্ণবের না পাই এক বিন্দু ॥ কাতর হইয়া মোরা করি নিবেদন। স্মরণ লইনু পদে কর কৃপা নিরীক্ষণ ॥ মোর প্রভুবন্ধু হও তুমি রামচন্দ্র। মহারত্ন নিধি পাইনু মোরা পরানন্দ ॥ রাজা আদি করি আর শ্রীব্যাস আচার্য্য। দেখিয়া রামচন্দ্র গুণ মানিল আশ্চর্য্য ॥ তথা প্রভু নিজশয্যা হইতে উঠিয়া। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ কহেন ডাকিয়া ॥ তাহা শুনি ভক্তগণ মনের আনন্দে। প্রভুর

নিকটে আইলা হৈয়া পরানন্দে॥ প্রভু স্থানে তবে সবে সম্মতি লইয়া। চলিলেন সবে প্রভুর চরণ বন্দিয়া॥ সুখের অবধি নাই উল্লসিত হৈয়া। শ্রীমতীর নিকটে আইলা কবি-রাজে লইয়া॥ আজ্ঞা হয় গৃহে এবে করিয়ে গমন। অনুমতি দিলেন তবে করিয়া যতন॥ তার পরে রামচন্দ্রের লইয়া সম্মতি। তিন জনে প্রণমিলা পরম ভকতি॥ শ্রীমতী দুই রামচন্দ্রে করি নিরীক্ষণ। চলিলেন সবে মেলি আপন ভবন॥ এই ত কহিল প্রভুর আশ্চর্য্য ভাব কথা। যাহা শুনি প্রেমভক্তি মিলয়ে সর্ব্বথা॥ শ্রীরামচন্দ্রের গুণ শ্রীমতীর মুখে। ইহা যেই শুনে সেই ভাসে প্রেমসুখে॥ শ্রদ্ধা করি শুনে যেই করি এক মন। সেই সে হইবে প্রভুর কৃপার ভাজন॥ গাঢ়শ্রদ্ধা করি যেই শুনে কর্ণদ্বারে। তার কর্ণ তৃষ্ণা কভু ছাড়িতে না পারে॥ কর্ণানন্দ কথা এই সুধার নির্যাস। শ্রবণ পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস॥ শ্রীআ-চার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা। প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥ সে দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস। কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ মহিমাবর্ণনং নাম তৃতীয় নির্যাস ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

চতুর্থ নির্যাস।

-•:*:•-

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। পতিতপাবন যাহা বিনা নাহি অন্য॥ আর এক কথা শুন করিয়া যতন। মহীশ্বরী মুখে যাহা করেছি শ্রবণ॥ রাজা ত যাইয়া তবে আপনার ঘরে। রামচন্দ্র গুণকথা চিন্তেন অন্তরে॥ সদা গর গর রাজা ভাবে মনে মনে॥ রামচন্দ্র-গুণ সদা ভাবে রাত্রি দিনে॥ রামচন্দ্র হেন রত্ন নাহি পৃথিবীতে। জানিলাম ইহা আমি চিত্তের সহিতে॥ মনে ত বিচারি ইহা জানিল নিশ্চয়। ইহাঁর মুখে শুনি সাধন যদি ভাগ্য হয়॥ তবে ত রাজা যাইয়া প্রভুর গৃহেতে। পরণাম করে বহু লোটাঞা ভূমিতে॥ শ্রীমতীরে যাইয়া তবে পরণাম করি। তবে রামচন্দ্রে যাই প্রণাম আচরি॥ প্রভুর নিকটে রাজা অতিদীন হইয়া। করযোড়ে কহে কিছু বিনয় করিয়া॥ পতিতের ত্রাণ হেতু তোমার অবতার। করুণা করিয়া মোরে কর অঙ্গীকার॥ দন্তে তৃণধরি প্রভু করহ করুণা। মো ছার অধমে প্রভু না করিবে ঘৃণা॥ করুণা করিয়া যদি দিলে পদচ্ছায়া। ত্রিতাপে-তাপিত আমি না করিহ মায়া॥ এত দিন কাল মোর ব্যর্থ বহিগেল। রামচন্দ্র দেখি চিত্ত নির্ম্মল হইল॥ সাধ্যসাধন আমি কিছুই না জানি। নিজ গুণে দয়া কর তুমি গুণমণি॥ ব্যাসের মুখেতে আমি যে কিছু শুনিল। তাহা শুনি মোর চিত্ত প্রসন্ন হইল॥ রাজা কহে প্রভু তুমি হও দয়াময়। মোর প্রতি কৃপা কর হইয়া সদয়॥ তুমি ত দয়ার সিন্ধু পতিতপাবন। করুণা করহ প্রভু লইনু শরণ॥ অঙ্গীকার

কর প্রভু আপন জানিয়া। এত বলি রাজা পড়ে ভূমে লোটা-ইয়া॥ আপনে প্রভু তবে উঠাইল যতনে। করুণা করিয়া কৈল গাঢ়আলিঙ্গনে॥ সাধ্য-সাধন এই গোস্বামির মতে। শুনাইবে রামচন্দ্র করিয়া বেকতে॥ এত বলি প্রভু রাম-চন্দ্রেরে ডাকিয়া। রাজায় সমর্পিল তার হাতে ত ধরিয়া॥ শুন রামচন্দ্র তুমি এই কার্য্য কর। ছোট ভ্রাতা বলি ইহার কর অঙ্গীকার॥ এত শুনি রামচন্দ্র যে আজ্ঞা বলিয়া। শুনা-ইব কৃষ্ণকথা বিশেষ করিয়া॥ পুন রামচন্দ্রে রাজা পরণাম করি। বিনয় করিয়া তবে বহু স্তুতি করি॥ তাহা দেখি প্রভু তবে আনন্দিত হইয়া। রাজায় কহিতেছেন সন্তোষ পাইয়া॥ শুন শুন রাজা তুমি করি একমন। তোমারে ত কৈল কৃপা রূপ সনাতন॥ অনুগ্রহ তোমারে যে করিবার তরে। গ্রন্থরূপী মহাপ্রভু প্রবেশিলা ঘরে॥ তুমি মহারাজা হও মহাভাগ্যবান্। পৃথিবীতে ভাগ্য নাহি তোমার সমান॥ মহারত্ন গ্রন্থ এই পরম উজ্জ্বল। প্রবেশিতে তোমার চিত্ত হইল নির্ম্মল॥ কিবা ছিলে তুমি দেখ মনেতে বুঝিয়া। হেন জনে কৃপা কৈল শক্তি-সঞ্চারিয়া॥ মোর প্রভু আর শ্রীরূপ সনাতনে। তোমারে করিলা কৃপা আনন্দিত মনে॥ ছয় গোসাঞি তোমায় করিতে অঙ্গীকার। চুরিছলে তোমারে কৃপা করিলা নির্ভর॥ ইহা শুনি মহারাজা গর গর মন। পুলকে পূরিত দেহ সজল-নয়ন॥ প্রেমে গদ গদ কহে আধ আধ বাণী। ফুকারি ফুকারি কান্দে লোটাঞা ধরণী॥ তবে প্রভু তাহারে যতনে উঠাইয়া। হর্ষে গাঢ়-আলিঙ্গন দিল করি-য়া॥ রাজারে লইয়া পুন রামচন্দ্র হাতে। সমর্পণ কৈল

তারে হরষিত চিতে॥ পুন পুন কহে প্রভু অতিব্যগ্র-চিত্তে। সাধ্য-সাধন কহ ইহায় গোস্বামির মতে॥ আর এক কথা ইহায় করাহ শ্রবণ। যেহেতু তোমার প্রতি গোস্বামি-লিখন॥ রামচন্দ্র প্রভু আজ্ঞা লইয়া সেইক্ষণে। রাজারে কহিল কিছু আনন্দিত মনে॥ কিবা বা কহিব তোমায় সাধনের কথা। তোমা প্রতি গোস্বামিকৃপা হৈয়াছে সর্ব্বথা॥ মোর প্রভু পদাশ্রয় করে যেই জন। আগে কৃপা করে তারে রূপ সনাতন॥ ব্রজ হইতে গ্রন্থ গৌড়ে প্রচার লাগিয়া। লইয়া আইলা প্রভু যতন করিয়া॥ প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রভু আইলা গৌড়দেশে। প্রতিজ্ঞার হেতু আগে কহিব বিশেষে॥ গোস্বামি সকল তোমায় পাইয়া পিরীতি। গ্রন্থরূপে তোমার ঘরে করিলা বসতি॥ এতেক প্রভুর দয়া তোমার উপরে। তোমার ভাগ্যের সীমা কে কহিতে পারে॥ প্রথমেই তোমার ঘরে গোস্বামি সকল। তাহাতে তোমার চিত্ত হইয়াছে নির্ম্মল॥ তুমি মহাভাগ্যবান্ বুঝি নিজ চিত্তে। তোমার মহিমা ভাই কে পারে কহিতে॥ এবে তোমায় কহি আমি করিয়া নিশ্চয়। সাধনাঙ্গ শুনিতেই যদি চিত্ত হয়॥ বৈষ্ণব-সেবন আর তুলসী-সেবন। অনায়াসে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥ মোর প্রভুর ধর্ম্ম দেখ বৈষ্ণবসেবন। শ্রীবিগ্রহ সেবা ছাড়ি কৈল নিরূপণ॥ অতএব প্রভুর ধর্ম্ম এই সুনিশ্চয়। করহ বৈষ্ণবসেবা আনন্দ-হৃদয়॥ একান্তে করহ তুমি বৈষ্ণবসেবন। চরণামৃত-পান আর প্রসাদ ভক্ষণ॥ বৈষ্ণবের পদরজ মস্তকে ভূষণ। নিষ্কপটে বৈষ্ণবের সঙ্গ অনুক্ষণ॥ নিরপরাধ হৈয়া বৈষ্ণবসেবা

কর তুমি। অনায়াসে কৃষ্ণ পাবে কহিলাম আমি॥ বৈষ্ণবের স্থানে হয় ক্ষুদ্র অপরাধ। মহাপ্রেমি ভক্তের প্রেমে পড়ে বাধ॥ কৃষ্ণ দিতে নিতে পারে বৈষ্ণবের শক্তি। হেন বৈষ্ণব ভজ ভাই করি মহাআর্ত্তি॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত দুই সমান গুণ-গণ। ইহাতে প্রমাণ আছে পুরাণ-বচন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে॥

যস্যাস্তি ভক্তি র্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতোবহিঃ॥ ইতি॥

এই সব মহাগুণ বৈষ্ণবশরীরে। কৃষ্ণের যত গুণ সব ভক্তেতে সঞ্চারে॥ এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ। কিছু মাত্র কহি নিজপবিত্র কারণ॥ কৃপালু অকৃতদ্রোহ সত্যবাক্য সম। নির্দোষ দান্ত মৃদু শুচি অকিঞ্চন॥ সর্ব্বোপকারক সান্ত কৃষ্ণৈক শরণ। অকামী নিরীহ স্থির বিজিতষড়্‌গুণ॥ মিত-ভুক্ অপ্রমত্ত মানদ অনভিমানী। গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনী॥ কৃষ্ণপ্রেমজন্মাইতে ইহ মুখ্য অঙ্গ। অতএব সব ছাড়ি কর বৈষ্ণবসঙ্গ॥ অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার। এই সব বস্তু তোমায় কহিলাম সার॥ এইত কহিল ভাই বৈষ্ণবসেবন। এবে ত কহিয়ে তোমায় তুলসী-সেবন॥ নবপ্রকার তুলসী সেবা করে যেই জন। সেই সে হয়েন কৃষ্ণের কৃপার ভাজন॥ তুলসী দর্শন স্পর্শ আর কর ধ্যান। সদাই করহ ইহা হৈয়া সাবধান॥ তুলসীর নাম লও আর নমস্কার। তুলসীর নাম শ্রবণ কর অনিবার॥ তুলসী

রোপণ কর তুলসীসেচন। তুলসীর সর্ব্বদাই পূজা অনু-ক্ষণ॥ এ নবপ্রকারে যেই করে তুলসীসেবা। তাহার মহিমা গুণ কহিবেক কেবা॥ শ্রীকৃষ্ণ তারে প্রীত করে সুনিশ্চিতে। কৃষ্ণ স্থানে সেই রহে পাইয়া পিরীতে॥

তন্ত্র-প্রমাণং॥

দৃষ্টা-পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা।
রোপিতা সেচিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা॥ ১॥
নবধা তুলসীদেবীং যে ভজন্তি দিনে দিনে।
যুগকোটি সহস্রাণি তে বসন্তি হরেগৃর্হে॥ ২॥

এতেক শুনিয়া রাজা আনন্দিত মন। রামচন্দ্র পদে কিছু করে নিবেদন॥ চতুঃষষ্টি ভক্তি আদি যতেক সাধন। তাহা শুনিবারে ইচ্ছা হয় মোর মন॥ রামচন্দ্র কহে ভাই এক চিত্ত হৈয়া। আনন্দে শুনহ তাহা শ্রবণ ভরিয়া॥ এই ত সাধনাঙ্গ ভক্তি শুনহ রাজন্। যাহার শ্রবণে পাই কৃষ্ণ প্রেমধন॥ শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ। তটস্থ লক্ষণে উপজয়ে প্রেমধন॥ নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥ সেই ত সাধন-ভক্তি হয় দুই প্রকার। বৈধিভক্তি হয় রাগানুগা ভক্তি আর॥ শাস্ত্র আজ্ঞা লইয়া ভজে রাগহীন জন। বৈধিভক্তি বলি শাস্ত্রমত আচরণ॥ বহুপ্রকার সাধন ভক্তি হয় বিবিধ অঙ্গ। সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু তাহার প্রসঙ্গ॥ গুরুর সেবন দীক্ষা গুরুপদাশ্রয়। সাধুমার্গানুগমন শিক্ষা পৃচ্ছা সদ্ধর্ম্ম-ময়॥ কৃষ্ণের পূজন ভোগত্যাগ করি কৃষ্ণপ্রীতে। একাদশ্যু-পবাস প্রতিগ্রহ নির্ব্বাহ যাহাতে॥ গো বিপ্র বৈষ্ণব

পূজন ধাত্রী অশ্বথ। বিদূরে বর্জ্জন নামাপরাধ সেবা যে সমর্থ॥ বহুশিষ্য না করিবে অবৈষ্ণব সঙ্গ। বহুগ্রন্থাভ্যাস যাতে নহে ভক্তি অঙ্গ॥ হানি লাভ সম শোকাদির না হইবে বশ। অন্য শাস্ত্র অন্যদেব নিন্দা না বিশেষ॥ গ্রাম্যবার্ত্তা না শুন আর বৈষ্ণবনিন্দন। প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ বর্জ্জন॥ স্মরণ পূজন বন্দন আর সঙ্কীর্ত্তন॥ দাস্য সখ্য পরিচর্য্যা আত্মনিবেদন॥ বিজ্ঞপ্তি আর দণ্ডবৎ প্রণতি অগ্রে-গীতি। অভ্যুত্থান অনুব্রজ্যা তীর্থগৃহে স্থিতি॥ স্তবপাঠ জপ সঙ্কীর্ত্তন পরিক্রমা। মহাপ্রসাদ পান মাল্য ধূপগন্ধ মনো-রমা॥ শ্রীমূর্ত্তির দর্শন আরাত্রিক মহোৎসব। তদীয় সেবন নিজপ্রীত্যর্থে দান ধ্যান সব॥ তদীয় তুলসী বৈষ্ণব মথুরা ভাগবত। এই চারি সেবা কৃষ্ণের বড় অভিমত॥ কৃষ্ণ-কৃপার্থে অখিল চেষ্টা যে করিব। কৃষ্ণজন্মাদি যাত্রা ভক্ত লইয়া মহোৎসব॥ সর্ব্বথা শরণাপত্তি কীর্ত্তিকাদি ব্রত। চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরমমহত্ত্ব॥ সাধুসঙ্গ নামসঙ্কীর্ত্তন ভাগ-বত শ্রবণ। মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥ সকল সাধন হৈতে এই মুখ্য অঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প অঙ্গ॥ বৈধিভক্তি সাধনাঙ্গ কৈল বিবরণ। যাহার শ্রবণে চিত্তে জন্মে প্রেমধন॥ তবে রাজা সাধন অঙ্গ ভক্তি যে শুনিয়া। রামচন্দ্রে কহে কিছু বিনতি করিয়া॥ বিবিধাঙ্গ সাধন ভক্তি করিয়া শ্রবণ। রাগানুগা-মার্গ-ভক্তি শুনিতে হয় মন॥ তবে রামচন্দ্র মনে আনন্দ পাইয়া। রাজারে কহয়ে কিছু হাসিয়া হাসিয়া॥ শুন শুন ভাই তুমি রাগানুগা ভক্তি। শুনিতেই তোমার চিত্ত হৈল বড় আর্ত্তি॥

রাগানুগাভক্তি এই সর্ব্বসাধ্য সার। সম্যক্ কহিতে শক্তি নাহিক আমার॥ কিছু মাত্র কহি তাহা শুন দিয়া মন। রাগানুগা ভক্তি-লক্ষণ শুনহ রাজন্॥ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি বৈধী লিখিল। রাগানুগা ভক্তি মধ্যে তাহাতে স্থাপিল॥ গোস্বামিলিখন এই অতি সুনিশ্চয়। বৈধীভক্তি হইয়া যাতে রাগভক্তি হয়॥ শ্রবণ কীর্ত্তনের ইহা মহিমা শুনিয়া। যাজন করয়ে যেবা শাস্ত্র-আজ্ঞা লৈয়া॥ এই হেতু বৈধীভক্তি গোস্বামিলিখন। যেহেতু রাগাঙ্গ হয় তাহা কহি শুন॥ শ্রবণ কীর্ত্তন বিনা রাগভক্তি নয়। তাহার কারণ কহি করিয়া নিশ্চয়॥ অন্যের আছুক্ কাজ রাধা ঠাকুরাণী। মাধুর্য্য অবধি যিঁহো গুণরত্ন খনি॥ সর্ব্বপূজ্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সবার আরাধ্য। যাঁহার সৌন্দর্য্যাদি কৃষ্ণের নহে বেদ্য॥ তিঁহো যদি কৃষ্ণ নাম শুনে আচম্বিতে। শুনিবা মাত্রেতে ধনি লাগিল কাঁপিতে॥ বৈবশ্য দশা ধনির হৈল আচম্বিতে। নানা ভাব তরঙ্গ তাহা কে পারে কহিতে॥ সর্ব্বপূজ্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা আর সর্ব্বারাধ্য। যাহার সদ্‌গুণ গণের কৃষ্ণ নহে বেদ্য॥ সর্ব্বাঙ্গে পুলক হৈল বিবশিত অঙ্গ। আর তাহে কত উঠে ভাবের তরঙ্গ॥ সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপৃত ভাব কহিতে কি পারি। ভাব হাব আদি যত সাত্ত্বিক ব্যভিচারি॥ ভাবের তরঙ্গে দেহ নাহি হয় স্থির। শুনিতেই কৃষ্ণ নাম হয়েন অস্থির॥ বহুমুখ ইচ্ছে যিঁহো কৃষ্ণ নাম লিতে। অর্ব্বুদার্ব্বুদ কর্ণ ইচ্ছে যে নাম শুনিতে॥ উন্মাদিয়া নামের গুণ কে পারে কহিতে। অচেতনে চেতন যিঁহো পারেন কহিতে॥ কৃষ্ণনাম চেতনেরে করে অচেতন। সর্ব্বেন্দ্রিয় আকর্ষয়ে হেন নামের গুণ॥ হেন

কৃষ্ণনামামৃতে যার লোভ হয়। লোকধর্ম্ম বেদ ছাড়ি সে কৃষ্ণ ভজয় ॥ হেন নাম মহাবল কি কহিতে জানি। শ্রীরূপের মুখে বহে সুধারস ধুনি ॥ অক্ষরে অক্ষরে বহে মাধুর্য্যের সার। হেন অদভুত শ্লোক গোসাঞি কৈল পরচার ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে শ্রীমদ্রূপকৃতঃ শ্লোকঃ ॥

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলিং লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥ ইতি॥

অথ স্তবাবল্যাং প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্যস্তোত্রে
শ্রীমদ্দাসগোস্বামিনোক্তং ॥

প্রচ্ছন্নমানধম্মিল্লাং সৌভাগ্যতিলকোজ্জ্বলাং।
কৃষ্ণনামযশঃশ্রাববতংসোল্লাসকর্ণিকাং ॥

প্রচ্ছন্নমান বাম্য ধম্মিল্ল যাহার। সৌভাগ্য তিলক চারু লাবণ্যের সার ॥ কৃষ্ণনাম গুণ যশ অবতংস কাণে। কৃষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে ॥ সেই রাধাভাব লঞা আপনে গৌর-চন্দ্র। কৃষ্ণনাম আস্বাদিলা পাইয়া আনন্দ ॥

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনোক্তং ॥

হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরতি রসনো নাম গণনা-
কৃতগ্রন্থিশ্রেণী সুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গল যুগলখেলাঞ্চিত ভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥ ইতি ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় ব্রজেন্দ্রকুমার। নামামৃত আস্বাদিল বিবিধ প্রকার ॥ হেন কৃষ্ণনাম রাজা কর অনিবার। যাহা

হৈতে প্রাপ্তি হয় মাধুর্য্যের সার ॥ আর শুন মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক শ্লোকে। হৃদয়ের তম নাশ উদয় চন্দ্রিকে ॥ সদা আস্বাদিলা প্রভু স্বরূপাদি সাঁথে। যাহার শ্রবণে অতি শুদ্ধ হয় চিত্তে ॥ সেই শিক্ষাষ্টক ভাই কহিয়ে তোমারে। শ্রদ্ধাসূত্রে গাঁথি পর হৃদয় উপরে ॥ এই শুদ্ধ রাগ-ভক্তি কহিয়ে নিশ্চয়। যাহার শ্রবণে চিত্তে প্রেম উপজয় ॥ প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামানন্দরায়। নাম সংকীর্ত্তন কলিতে পরম উপায় ॥ সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কলিতে কৃষ্ণ আরাধনে। সেই সে সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে ॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈ র্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ইতি ॥

নাম সংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থনাশ। সর্ব্ব সুখোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং শ্রীমন্মহাপ্রভুক্ত শ্লোকঃ ॥

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং ॥

সংকীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন। কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥ উঠিল বিষাদ দৈন্য পড়ে নিজ শ্লোক। যার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং স্বশ্লোকঃ ॥

নাম্না মকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি

স্তত্রার্পিতানিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার। কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥ খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ সর্ব্ব শক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ। আমার দুর্দ্দৈব নামে নহিল অনুরাগ॥ যে রূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়। তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং স্বশ্লোকঃ॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম। দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥ বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বলয়। সুখাইঞা মৈলে কারে পানি না মাগয়॥ যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন। ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহ আনের করয়ে রক্ষণ॥ উত্তম হৈঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥ এই মত হইঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয়। কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয়॥ কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাঢ়ি গেলা। শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণঠাঞি মাগিতে লাগিলা॥ প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ। সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং স্বশ্লোকঃ॥

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ইতি॥

ধন জন নাহি মাগো কবিতা সুন্দরী। শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ মোরে দেহ কৃপা করি ॥ অতি দৈন্যে পুন মাগে দাস্যভক্তি দান। আপনাকে করি সংসারি জীব অভিমান ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং স্বশ্লোক ॥

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপায়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ইতি ॥

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাশরিয়া। পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হইয়া ॥ কৃপা করি কর মোরে পদধূলি-সম। তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন ॥ পুনঃ অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হইল উদ্গম। কৃষ্ণ ঠাঞি মাগে সপ্রেম নাম-সংকীর্ত্তন ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং স্বশ্লোকঃ ॥

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা
পুলকৈ র্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্রজীবন। দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥ রসান্তরাবেশে হৈল বিয়োগ স্ফুরণ। উদ্বেগ বিষাদ দৈন্য করে প্রলাপন ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং স্বশ্লোকঃ ॥

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥

উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ যুগসম। বর্ষামেঘ সম অশ্রু বর্ষে দ্বিনয়ন ॥ গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন। তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন ॥ কৃষ্ণ উদাসীন হৈলা করিতে

পরীক্ষণ। সখী সব কহে কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ॥ এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয়। স্বাভাবিক প্রেমস্বভাব করিল উদয়॥ হর্ষ উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ়ি বিনয়। এত ভাব এক ঠাঞি করিল উদয়॥ এত ভাবে রাধার মন অস্থির হইল। সখীগণ-আগে প্রৌঢ়ি যে শ্লোক পড়িল॥ সেই ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিল। শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনে হইল॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং স্বশ্লোকঃ॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনুষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথাতথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথ স্তু স এব নাপরঃ॥ ইতি॥

এই শ্লোকে হয় অতি অর্থের বিস্তার। সংক্ষেপে কহিয়ে তার নাহি পাই পার॥

তথাহি যথারাগ॥

আমি কৃষ্ণপদদাসী, তিঁহো রসসুখরাশি, আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ। কিবা না দেন দর্শন, জারে মোর তনু মন, তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ॥ ১॥

সখি হে শুন মোর মনের নিশ্চয়। কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মোরে, মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ অন্য নয়॥ ধ্রু॥

ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনু মন, মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া। তা সবার দেন পীড়া, আমা সনে করে ক্রীড়া, সেই নারীগণে দেখাইয়া॥ ২॥

কিবা তিঁহো লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সুকপট, অন্য নারীগণ

করি সাথ। মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর-আগে করে ক্রীড়া, তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ ॥ ৩ ॥

এ আদি করিয়া যত শ্লোকার্থগণ। স্বরূপাদি-সঙ্গে তাহা কৈল আস্বাদন ॥ এই মতে প্রভু তত্তদ্ভাবাবিষ্ট হইয়া। প্রলাপ আস্বাদিলা তত্তৎ শ্লোক উচ্চারিয়া॥ পূর্ব্বে অষ্টশ্লোক করি লোক শিক্ষাইল। সে অষ্টশ্লোকের অর্থ আপনে আস্বাদিল॥ প্রভুশিক্ষাষ্টকশ্লোক যেই পড়ে শুনে। কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি তার বাঢ়ে দিনে দিনে॥ যদ্যপিহ প্রভু কোটি সমুদ্র গম্ভীর। নানা ভাব চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির॥ যেই যেই শ্লোক জয়দেব ভাগবতে। রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে॥ সেই সেই ভাবে শ্লোক করিয়া পঠন। সেই সেই ভাবাবেশে করে আস্বাদন॥ দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা রাত্রি দিনে। কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে স্বরূপাদি সনে॥ শ্রবণাদি মহিমা আমি কি বলিতে জানি। যাহাতে রহয়ে সদা অমৃতের ধ্বনি॥ শুদ্ধরাগে আবিষ্টতা মন হয় যার। সেই সে জানয়ে ইহা নাহি জানে আর॥ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি যত রাগ ভক্তিসার। রাগানুগা ভক্তজনে এই কার্য্য সার॥ রাগাত্মিকা ভক্তিমুখ্যা ব্রজবাসী জনে। তার অনুগত ভক্তের রাগানুগা নামে॥ ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ। ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ কথন॥ রাগময়ী ভক্তির রাগানুগা নাম। তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥ লোভে ব্রজবাসী ভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগা প্রকৃতি॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে

২ লহর্য্যাং ১৩১। ১৪৮ অঙ্কে॥

বিরাজন্তীমভিব্যাপ্তিং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুস্‌হৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥
তত্তদ্ভাবাদি মাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্য্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণং॥

বাহ্য অন্তর ইহার দুই ত সাধন। বাহ্যে সাধকদেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥ মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রি দিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের চরণ॥ নিজ ভাবাশ্রয় জনের পাছে ত লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হইয়া॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
২ লহর্য্যাং ১৫১ অঙ্কে॥
শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনোক্তং॥

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥

হেন সে গম্ভীর ভাব অকথ্য কথন। যাহা প্রবেশিতে নারে আমা সবার মন॥ পূর্ব্বে ব্রজে যবে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। রাধা শুদ্ধভাবে যবে প্রবেশিলা মন॥ শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করি। তাহা আস্বাদিতে নবদ্বীপে অবতরি॥ হেন অদভুত ভাব ক্ষুদ্রজীব হইয়া। কহিতে বা কেবা পারে প্রবেশ করিয়া॥ কবিরাজ গোসাঞি ইহার মরম জানিয়া। লিখিয়াছেন নিজ গ্রন্থে বেকত করিয়া॥ দাসীভাবাক্রান্ত হইয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন। আনুগত্য ভাবে কৈল তাহা আস্বাদন॥ অন্ত্যলীলা মধ্যে ইহা লিখিলা বিস্তার। দেখহ সেই লীলার করিয়া নির্দ্ধার॥ সপ্তদশ আর অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে। বেকত করিলা তাহা করিহ আস্বাদে॥ কূর্ম্মাকৃতি-

ভাবে প্রভু পড়িয়া আছিলা। তাহাতেই যেই ভাব আস্বাদন কৈলা॥ স্বরূপগোসাঞি আসি করাইলা চেতন। স্বরূপেরে কহে তবে মনের বেদন॥ চেতন হইতে হস্তপদ সব বাহির হৈল। পূর্ব্ববদযথা যোগ্য শরীর হইল॥ উঠিয়া বসিলা প্রভু চাহে ইতি উতি। স্বরূপেরে পুছে প্রভু আমা আনিলে কতি॥ বেণুনাদ শুনি আমি গেলাম বৃন্দাবন। দেখি গোষ্ঠে বেণু-বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ সঙ্কেত বেণুনাদে রাধা আনি কুঞ্জ-ঘরে। কুঞ্জেরে চলিলা কৃষ্ণক্রীড়া করিবারে॥ তার পাছে পাছে আমি করিনু গমন। তার ভূষণ ধ্বনিতে মোর হরিল শ্রবণ॥ গোপীগণ সঙ্গে করি হাস পরিহাস। কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস॥ কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে। পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইনু দেখিতে॥ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে জলকেলি লীলা। তাহাতেই যেই ভাব প্রকাশ করিলা॥ জলকেলি লীলা এই করি দরশন। নানান কৌতুক দেখে প্রবেশিয়া মন॥ কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাম বৃন্দাবন। দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে এক মেলি। যমুনাতে মহা রঙ্গে করে জল-কেলি॥ তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে। এক সখী দেখায় মোর জলকেলি রঙ্গে॥ স্বরূপেরে কহে প্রভু আবেশ হইয়া। আপন মনের কথা প্রকাশ করিয়া॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা কৈল আস্বাদনে। সবে এক বেদ্য তাহা স্বরূপাদিগণে॥ স্বরূপাদি বিনা তাহা অন্য বেদ্য নয়। নিশ্চয় করিয়া ইহা গ্রন্থকার কয়॥ আর এক কথা তাহা মন দিয়া শুন। মাৎ-সর্য্য ছাড়িয়া রাজা করহ শ্রবণ॥ শ্রীরূপমঞ্জরী যবে শ্রীরা-

ধার সাক্ষাতে। প্রার্থনা করিলা এই তাঁহার অগ্রেতে ॥

তথাহি স্তবমালায়াং চাটুপুষ্পাঞ্জলৌ।
শ্রীরূপগোস্বামিনো বাক্যং ॥

কদা বিম্বোষ্ঠি তাম্বূলং ময়া তব মুখাম্বুজে।
অর্প্যমাণং ব্রজাধীশসূনুরাচ্ছিদ্য ভোক্ষ্যতে ॥
কেলিবিস্রংসিনো বক্রকেশবৃন্দস্য সুন্দরি।
সংস্কারায় কদা দেবি জনমেতং নিদেক্ষ্যসি ॥

অস্যার্থ ॥

শ্রীরাধা বিম্বোষ্ঠী কবে তোমার অধরে। তাম্বূল রচিয়া দিব সুগন্ধি কর্পূরে। তোমার মুখে দিব তাহা আনন্দিত হঞা। ব্রজরাজনন্দন তাহা খাইব কাড়িঞা ॥ মদীশ্বরী মুখ হৈতে লইয়া বীটিকা। পান করি মহানন্দ পাইব অধিকা ॥ তুমি মোরে কৃপাকর প্রসন্ন হইয়া। দেখিব কবে বা তাহা নয়ন ভরিয়া ॥ হে দেবি তুমি যবে বিলাস বিভ্রমে। কেলি-ক্লান্তিযুক্ত হঞা হইবেক শ্রমে ॥ বিলাসে আনন্দে তাহা করিব সংস্কার। কবে সে রচিয়া দিব কুন্তলের ভার ॥ এইসব গুহ্য কথা রাজারে কহিল। শুনিতেই রাজার অতি সন্তোষ হইল ॥ পুন রামচন্দ্র কহে শুনহ রাজন্। গুহ্যাতি গুহ্য এই কথা মনোরম ॥ নিত্যসিদ্ধ হইয়া যার এইসব কায। ইহা বুঝ দেখি তুমি নিজ হিয়া মাঝ ॥ শ্রীরাধার যারা সব নিত্য পরিকর। তা সবার হেন ভাব বড়ই দুষ্কর ॥ মঞ্জরী রূপে যিঁহো সদা করেন সেবন। সাধকাবস্থায় সদা তাহাই স্ফূরণ ॥ অতএব সিদ্ধ হঞা সাধন করণে। প্রকারে জানা-ইলা তাহা নিজ ভক্তজনে ॥ ইথে অনুগত যিঁহো তার হেন

রীতি ॥ হেন সে সাধন কর পাইয়া পীরিতি ॥ তবে শুন দাসগোসাঞিির প্রার্থনা বচন। সাধক দেহেতে সদা সিদ্ধের করণ ॥ নিজাভীষ্ট দেহে রাধার পাইয়া দর্শন। শ্রীরাধার পদসেবা করেন প্রার্থন ॥ শুন দেবি তোমার শ্রীচণের দাসী। হইতেই মোর ইচ্ছা সদা অভিলাষি ॥ তোমার সঙ্গের সখী তোমার সমান। হেন সখী ভাবে সদা মোর পর-ণাম ॥ অতএব তুয়া পদে এই নিবেদন। কৃপা করি দেহ নিজ পদের সেবন ॥ সদা অভিলাষ মোর চরণের সেবা। ইহা ছাড়ি মোরে কভু অন্য নাহি দিবা ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং বিলাপকুসুমাঞ্জলৌ ১৬ শ্লোকে ॥

শ্রীমদ্দাসগোস্বামিনোক্তং ॥

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যং কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যং ॥

আর কিছু শুন ভাই অপূর্ব্ব কথন। সুদৃঢ় সুদৃঢ় এই গোস্বামিলিখন ॥ শ্রীরূপমঞ্জরী দেখি রাধাসরোবর। ইহা দেখি যেই ভাব উঠয়ে অন্তর ॥ শুনহ দেবি যবে তোমার সরোবর। হইলেন মোর যবে নয়ন গোচর ॥ তবে সে আইলা মোর নয়নের পথে। সুপদ্ম-নয়নী ধনি দেখিনু সাক্ষাতে ॥ সেই হৈতে চিত্তে মোর লালসা জন্মিল। চরণ কমলে দাসী হৈতে ইচ্ছা হইল ॥ শ্রীরূপমঞ্জরী মোর নয়নযুগল। বৃন্দাবনে নেত্রদিশী করিলা সকল ॥ সেই হৈতে তোমার শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী। শ্রীচরণে অলক্তক দিতে ইচ্ছা

করি ॥ কভু যদি ইহা কর করুণা করিয়া। সেবন করিয়ে আমি তব আজ্ঞা পাঞা ॥ রামচন্দ্র কহে কথা শুনহ রাজন্। পরম আশ্চর্য্য কথা শুন দিয়া মন ॥ বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ করিবারে সেবা। মনের লালসা তোমার হঞাছে যদি বা ॥ রাগের সহিতে যদি চরণসেবন। হইতে পারি যদি দুঁহার কৃপার ভাজন ॥ জন্মে জন্মে যদি বাস শ্রীব্রজমণ্ডলে। প্রচুর পরিচর্য্যা সেই পরম নির্ম্মলে ॥ তবে ত স্বরূপ রূপগোসাঞি সনাতন। গণের সহিত গোপালভট্টের চরণ ॥ ইহা সবার পদে নিষ্ঠা যার চিত্ত হয়। তবে সেই জন দুঁহার চরণ সেবয় ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং বিলাপকুসুমাঞ্জলৌ
১৫। ১৪ শ্লোকে ॥

যদা তব সরোবরং সরসভৃঙ্গসংঘোল্লসৎ
সরোরুহকুলোজ্জ্বলং মধুরবারিসম্পূরিতং।
স্ফুটৎ সরসিজাক্ষি হে নয়নযুগ্ম সাক্ষাদ্বভৌ
তদৈব মম লালসাজনি তবৈব দাস্যে রসে ॥

যদবধি মম কাচিন্মঞ্জরী রূপপূর্ব্বা
ব্রজভুবি বত নেত্রদ্বন্দ্বদীপ্তিং চকার।
তদবধি তব বৃন্দারণ্যরাজ্ঞি প্রকামং
চরণকমললাক্ষা সংদিদৃক্ষা মমাভূৎ ॥

স্তবাবল্যাং মনঃশিক্ষায়াং ৩ শ্লোকে ॥

যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতি জনু-
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্ণা নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ ॥

স্মরযুদ্ধে বিবশ শ্রীরাধা গিরিভৃতে। সেবন করিয়ে যদি রূপের সহিতে ॥ তবে সে পাইয়ে ব্রজে সাক্ষাৎ সেবন। তদাশ্রিত জনে মাত্র মিলে এই ধন ॥ রাধাকৃষ্ণ পূজা নাম সদাই গ্রহণ। দুঁহাকার ধ্যান আর নাম সংকীর্ত্তন ॥ বহু পর-নাম সদা মনের আনন্দে। অবিরত এই সেবা করহ স্বচ্ছন্দে ॥ এই পঞ্চামৃতপান সুনিয়ম করি। আনন্দে সেবহ সদা গোব-র্দ্ধন গিরি ॥ যূথের সহিতে শ্রীরূপানুগা হইয়া। সেবন করহ দুঁহার মন মজাইয়া ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং মনঃশিক্ষায়াং ১১ শ্লোকে ॥

সমং শ্রীরূপেণ স্মরবিবশ রাধাগিরিভৃতো-
র্ব্রজে সাক্ষাৎ সেবালভনবিধয়ে তদ্গণযুজোঃ।
তদিজ্যাখ্যাধ্যান শ্রবণ নতিপঞ্চামৃতমিদং
ধয়ন্নিত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ ॥

শ্রীরূপমঞ্জরী আর শ্রীগুণমঞ্জরী। উপমা দিবার নাহি সমান মাধুরী ॥ শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীগুণমঞ্জরীর প্রতি। প্রার্থনা করিলা তারে পাইয়া পীরিতি ॥ উদয় হইল যবে মধুর উৎ-সব। বহুব্রজাঙ্গনা কৃষ্ণে বেড়িলেন সব ॥ হাস্য পরিহাস্য কত লাবণ্য মাধুরী। নানান কৌতুক লীলায় আপনা পাশরি ॥ হাস্যরসে উজ্জ্বল শ্রীরাধা সুধামুখী। শ্রীকৃষ্ণে প্রেরণ করে হইয়া বড় সুখী ॥ নেত্রের অঞ্চলে তারে প্রেরণ করিয়া। দেখহ যে গুণমঞ্জরী আছে লুকাইয়া ॥ ইহার বদন যাই করহ চুম্বন। কৌতুক দেখিব কবে ভরিয়া নয়ন ॥

তথাহি স্তবমালায়াং উৎকলবল্লরীস্তবে ৪৬ অঙ্কে ॥

উদঞ্চতি মধূৎসবে সহচরীকুলেনাকুলে

কদা ত্বমবলোক্যসে ব্রজপুরন্দরস্যাত্মজ।
স্মিতোজ্জ্বলমদীশ্বরী চলদৃগঞ্চলপ্রেরণা-
ন্নিলীনগুণমঞ্জরীবদনমত্র চুম্বন্ময়া॥

এই ভাবদৃঢ় করি শ্রীদাস গোসাঞি। নিজগ্রন্থ মাঝে তাহা লিখিলা তথাই॥ শ্রীবিশাখানন্দস্তবে লিখিলেন শেষে। তার মধ্যে এই বাক্য পরমনির্য্যাসে॥

তথাহি স্তবাবল্যাং বিশাখানন্দস্তোত্রে ১৩৪ অঙ্কে॥

শ্রীমদ্রূপপাদাম্ভোজধূলীমাত্রৈকসেবিনা।
কেনচিৎগ্রথিতা পদ্যৈর্মালাঘ্রেয়া তদাশ্রয়ৈঃ॥

অস্যার্থ॥

শ্রীমদ্রূপের পাদধূলির সেবন। কোন জন এই পদ্য করিলা গ্রন্থন॥ এই পদ্যমালা গাঁথি আনন্দিত মন। মনোহর মাল্যগন্ধ পাবে কোন জন॥ শ্রীরূপের আশ্রিত যেই সেই গন্ধ পায়। সেই গন্ধ পাইতে আর নাহিক উপায়॥ অতএব গোসাঞি ইহা মনেতে জানিয়া। মনের আনন্দে লিখেন বেকত করিয়া॥ শ্রীরূপ সনাতন আজ্ঞা লইয়া শিরে। বসতি করিলা যিঁহো রাধাকুণ্ডতীরে॥

তথাহি॥

রাধাকুণ্ডতটে বসন্নিয়তঃ সভ্রাতৃরূপাজ্ঞয়া। ইত্যাদি॥

নিয়ম করিয়া গোসাঞি তথা বাস কৈল। নিরবধি এই তার নিয়ম হইল॥ অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিব লেখা। রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥

তথাহি স্তবাবল্যাং স্বনিয়মদশকে ১ শ্লোকে॥

গুরৌ মন্ত্রে নাম্নি প্রভুবরশচীগর্ভজপদে

স্বরূপে শ্রীরূপে গণযুজি তদীয়প্রথমজে।
গিরীন্দ্রে গান্ধর্ব্বীসরসি মধুপুর্য্যাং ব্রজবনে
ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িযু পরমাস্তাং মম রতিঃ॥

অস্যার্থ॥

শ্রীগুরু আর মন্ত্র আর কৃষ্ণনাম। অতি রসময় তনু চৈতন্যগুণধাম॥ স্বরূপ গোসাঞি আর শ্রীরূপ গোসাঞি। গণের সহিত আর তার বড় ভাই। শ্রীগিরীন্দ্র আর গান্ধর্ব্বী-সরোবর। শ্রীমথুরামণ্ডল আর বৃন্দাবন স্থল॥ শ্রীব্রজমণ্ডল আর ব্রজভক্ত জনে। পরমাস্থা রতি মোর এই সব স্থানে॥ এই সব কথা রাখ চিত্তের ভিতরে। ইহাতে রহিত যেই সেই মতান্তরে॥ পরকীয়া লীলা এই অতিগাঢ় তর। ভাগ্যহীন জনের ইহা না হয় গোচর॥ এই ভাব প্রাপ্তি লাগি যদি লোভ থাকে। নিয়ম করিয়া সেব আপন প্রভুকে॥ শ্রীকবি-রাজ গোসাঞি মরম জানিয়া। লিখিলেন নিজগ্রন্থে বেকত করিয়া॥ পরকীয়া ভাবে অতি রসের নির্যাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নহে বাস॥ পরকীয়া লীলা এই রূপের সম্মত। নিশ্চয় করিয়া ভাই কহিলাম তত্ত্ব॥ মহাপ্রভু যেবা লীলা কৈল আস্বাদন। সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদি গণ॥ পর কীয়া রসে প্রভুর সদা অভিলাষ। সামান্য শ্লোকেতে কেন মনের উল্লাস॥

তথাহি চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে ১ পরিচ্ছেদে॥

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর স্তাএব চৈত্রক্ষপা-
স্তেচোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কাদম্বানিলাঃ।
সাচৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ

রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥

নৃত্য মধ্যে এই শ্লোক পড়ে বার বার। স্বরূপ বিনা অর্থ কেহো না বুঝে ইহার॥ দৈবে নীলাচলে আইলা শ্রীরূপ গোসাঞি। শ্লোক শুনি অভিপ্রায় করিলা তথাই ॥ শ্রীরূপ জানিল প্রভুর ভাব গাঢ়তর। শ্লোক লিখিলেন প্রভুর জানিয়া অন্তর ॥ শুন পূর্ব্বে দেখ দুঁহে কৌমারের কালে। বেতসীর বনে লীলা কৈল কুতূহলে ॥ দৈব সংযোগে দুঁহার বিবাহ হইল। বিবাহ হইতে সেই সুখ না জন্মিল ॥ বিবাহ হইলে পুন দুঁহার হইল মিলন। পূর্ব্ববৎ সুখ তাতে নহে আস্বাদন ॥ পূর্ব্বে পরকীয়া দুঁহার ভাব বিশেষে। অত-এব শ্লোকে প্রভুর হয়েত আবেশে ॥ মহাপ্রভুর অন্তর কথা কেহো নাহি জানে। শ্রীরূপ গোস্বামী জানি কৈলা প্রকাসনে ॥

তথাহি চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে ১ পরিচ্ছেদে
শ্রীরূপকৃতশ্লোক ॥

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনোমে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥

সেই তুমি সেই আমি সে নবসঙ্গম। তথাপি আমর মন হরে বৃন্দাবন ॥ বৃন্দাবনে তোমা লৈয়া যে সুখ আস্বাদন। সে সুখ মাধুর্য্যের ইহা নাহি এক কণ ॥ সেই রাধা সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন। অচিরে মিলন হেতু বাঞ্ছা অনুক্ষণ ॥ বৃন্দা-বন বিনা নহে পরকীয়া ভাব। অন্যত্র সঙ্গ হৈলে নহে সেই

সুখ লাভ॥ অতএব এই ভাবের ব্রজেই বসতি। বৃন্দাবন-ধামে কৃষ্ণের অত্যন্ত পীরিতি॥ এতেক বচন যদি রামচন্দ্র কহিল। শুনিয়া রাজার চিত্তে আনন্দ বাড়িল॥ রামচন্দ্রে কহে রাজা বিনয় করিয়া। ধামশ্রেষ্ঠ হয় কিবা কহ বিবরিয়া॥ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন ধাম। কোন ধামে কৃষ্ণ সদা করেন বিশ্রাম॥ এই সব কথা মোরে কহ মহাশয়। রামচন্দ্র কহে তবে হইয়া সদয়॥

তথাহি শ্রীবারাহে॥

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত ত্রিগুণোচ্চয়ে।
তৎ কলা কোটিকট্যাংশা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ॥ ইতি॥

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। সর্ব্ব অবতরি সর্ব্ব কারণ প্রধান॥ অনন্ত বৈকুণ্ঠে যার অনন্তাবতার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥ সচ্চিৎ আনন্দ তনু ব্রজেন্দ্রনন্দন। সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্ব পরিপূর্ণ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং॥

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং॥

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীনমদন। কামগায়ত্রী কামবীজে যার উপাসন॥ পুরুষ যোষিত কিবা স্থাবর জঙ্গম। সর্ব্ব-চিত্ত আকর্ষয়ে সাক্ষাৎ মন্মথমদন॥ এই শুদ্ধ ভাবে যেই করয়ে ভজন। অনায়াসে মিলে তারে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ১ শ্লোকে॥

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধ তারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামাললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধু র্জয়তি॥

তথাহি বারাহে ॥

অক্ষরং নিত্যমানন্দং গোবিন্দস্থানমব্যয়ং।
গোবিন্দদেহতো ভিন্নং পূর্ণং ব্রহ্মসুখাশ্রয়ং ॥
যদ্ব্রহ্ম পরমৈশ্বর্য্যং নিত্যং বৃন্দাবনাশ্রয়ং।
তদ্দেবি মাথুরং মধ্যে বৃন্দারণ্যং বিশেষতঃ ॥
গুহ্যাদ্গুহ্যতমং রম্যং মধ্যে বৃন্দাবনং স্থিতং।
পূর্ণব্রহ্মসুখৈশ্বর্য্যং নিত্যমানন্দমব্যয়ং।
বৈকুণ্ঠাদি তদেবাংশং স্বয়ং বৃন্দাবনং ভুবি ॥ ইতি ॥

ব্রহ্মশব্দে কহি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় যিঁহো গোলক নিত্যধাম ॥ নিত্য আনন্দ যার অক্ষয় অব্যয়। ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ যার পার্ষদ্গণোচ্চয় ॥ স্বয়ং কৃষ্ণ স্বয়ং ধাম ইথে অন্য নয় ॥ বৃন্দাবন স্বয়ং ভুবি ইথে কি সংশয় ॥ বৈকুণ্ঠাদি ধাম যার হয়েন সে অংশ। স্বয়ং বৃন্দাবন ভুবি সর্ব্ব অবতংশ ॥ গোলক শব্দেতে কহি গোকুলনগরী। গোকুলের আখ্যা গোলোক কহিল বিবরি ॥ অন্য গোলোক গোকুলের হয়েন বৈভব। তাহার প্রমাণ কহি শুন যেই সব ॥

তথাহি লঘুভাগতামৃতে ধামপ্রকরণে ৭২ অঙ্কে ॥

যত্তু গোকলোক নামস্যাত্তচ্চ গোকুলবৈভবমিতি ॥

রাজা কহে ষড়ৈশ্বর্য্য কাহারে বলয়ে। তবে রামচন্দ্র তার প্রমাণ কহয়ে ॥

তথাহি শ্রীভাগবতামৃতে ॥

বিবিধাদ্ভুত মাধুর্য্য গাম্ভীর্য্যৈশ্বর্য্যবীর্য্যকং ॥
ঔদার্য্যং ধৈর্য্যমিত্যেতৎ ষড়ৈশ্বর্য্যমুদীরিতং ॥

নানা আশ্চর্য্য মাধুর্য্য গাম্ভীর্য্য যাহার। বীর্য্যৈশ্বর্য্য

ঔদার্য্য ধৈর্য্য নাহি তার পার ॥

তথাহি ॥

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥

সমগ্র ঐশ্বর্য্য আর বীর্য্য সমগ্র হয়। যশঃশ্রিয় জ্ঞান বৈরাগ্য সমগ্র নিশ্চয় ॥ পুন রাজা কহেন শ্রীরামচন্দ্র প্রতি। এই সব কথা কহ পাইয়া পীরিতি ॥ গঙ্গা যমুনার এই মহিমা শুনিতে। গুণাধিক্য কেবা তাতে কহ ত নিশ্চিতে ॥ কৃষ্ণ সর্ব্বারাধ্য হয় এবে যে শুনিল। শ্রীরাধিকার মহিমা শুনিতে ইচ্ছা হইল ॥ কৃষ্ণের স্বকীয়া লীলা আর পরকীয়া। এই সব কথা কহ বিস্তার করিয়া ॥ এত শুনি রামচন্দ্র আনন্দ অন্তরে। কহিতে লাগিলা তাতে করিয়া বিস্তারে ॥ শুনহ রাজন্ তুমি বড় প্রশ্ন কৈলে। পরম পবিত্র এই কথা নির-মলে ॥ গঙ্গার মহিমা যত শাস্ত্রে আছে খ্যাতি। তাহা হৈতে যমুনার কোটিগুণ খ্যাতি ॥ শাস্ত্র পরসিদ্ধ ইহা কিছু অন্য নয়। পুরাণবচনে ইহা আছয়ে নিশ্চয় ॥ যে যমুনার উভয় তটে মনোরম। শুদ্ধস্বর্ণ বদ্ধ যাতে মাণিক্য রতন ॥ হেন সেই যমুনার পরশ মাত্রেকে। কোটি গঙ্গাসমগুণ কহিল তোমাকে ॥ যমুনার মহিমা ভাই কি কহিব আর। যাতে নিত্য লীলা করে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥

তথাহি ॥

তত্রোভয়তটী রম্যং শুদ্ধকাঞ্চননির্ম্মিতং।
গঙ্গাকোটিগুণপ্রোক্তং যস্য স্পর্শবরাটকঃ ॥ ইতি ॥

এবে ত কহিয়ে শুন শ্রীরাধার মহিমা। আপনেই কৃষ্ণ

যার নাহি পায় সীমা॥ শ্রীরাধা হয়েন গুণরতনের খনি। যাহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বাখানি॥ শ্রীরাধার গুণসিন্ধু কৃষ্ণ না পায় পার। তার গুণ কি কহিব মুঞি নির্ব্বুদ্ধি ছার॥ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যত দেবীগণ। সবার হয়েন ইহোঁ শিরের ভূষণ॥

তথাহি শ্রীবৃহদ্গৌতমীয়ে।

চরিতামৃতে আদিখণ্ডে ৪ পরিচ্ছেদে॥

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥ ইতি॥

কৃষ্ণ কান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার। লক্ষ্মীগণ নাম এক মহিষীগণ আর॥ ব্রজাঙ্গনা রূপ আর কান্তাগণ সার। শ্রীরাধা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার॥ অবতরি কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার। অংশিনী রাধা হৈতে তিন গুণের বিস্তার॥ লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব-বিলাসাংশরূপ। মহিষীগণ তাঁর বৈভব প্রকাশ স্বরূপ॥ আকার স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যূহ-রূপ তার রসের কারণ॥ বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥ দেবী কহি দ্যোতমানা পরম সুন্দরী। কিম্বা কৃষ্ণক্রীড়া পূজা বসতি নগরী॥ কিম্বা রসময় প্রেম কৃষ্ণের স্বরূপ। তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥ কৃষ্ণের বাঞ্ছা পূর্ণরূপ করে আরাধনে। অতএব রাধিকারূপ পুরাণে বাখানে॥

তথাহি শ্রীদশমে ৩০ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে॥

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥ ইতি॥

অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরমদেবতা। সর্ব্বপালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা॥ সর্ব্বলক্ষ্মীগণ পূর্ব্বে করেছি আখ্যানে। সর্ব্ব লক্ষ্মীগণ যাহা হৈতে বিদ্যমানে॥ কিম্বা কান্তাশব্দে কৃষ্ণের সর্ব্ব ইচ্ছা কহে। কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে॥ রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ। সর্ব্বকান্তিশব্দের এই অর্থ নিরূপণ॥ জগৎ মোহন কৃষ্ণ তাহার মোহিনী। অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥ কৃষ্ণ যেন আদিপুরুষ স্বয়ং ভগবান্। সর্ব্ব প্রকৃতি আদি রাধা শাস্ত্র পরমাণ॥ হেন কৃষ্ণ প্রিয়া রাধা গুণের অবধি। যার গুণ কৃষ্ণচিত্তে স্ফুরে নিরবধি॥ দুর্গাদি ত্রিগুণ যার কলাকোটি অংশ। শ্রীকৃষ্ণবল্লভা রাধা সর্ব্ব অবতংস॥

তথাহি শ্রীবারাহে॥

তৎপ্রিয়া প্রকৃতিস্ত্বাদ্যা রাধিকা তস্য বল্লভা।
তৎকলা কোটিকট্যংশা দুর্গাদ্যা স্ত্রিগুণাত্মিকাঃ॥ ইতি॥

সর্ব্ব শিরোমণি ভাব মহাভাব হয়। আর যত ভাব সেই ভাবের আশ্রয়॥ হেন মহাভাব যার শরীরে [illegible]। অন্য ধামে যেই ভাবের কভু নহে বাস॥ মহাভাবে ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় মন। সদা কৃষ্ণ যার চিত্তে হয়েত স্ফুরণ॥ কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥ মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী। সর্ব্ব গুণখনি কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি॥ স্বকীয়াতে মহাভাব কভু নহে গতি। পরকীয়া ভাবে যার সদাই বসতি॥ সেই পরকীয়া ভাবের বৃন্দাবনে বাস। নিরন্তর উঠে যাতে রসের উল্লাস॥ মহাভাব স্বরূপ এই শ্রীদাস গোসাঞি। প্রেমাম্ভোজ মর-

ন্দাকে লিখিলা তথাই ॥

তথাহি প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্যস্তোত্রে ॥

মহাভাবোজ্জ্বলচ্চিন্তারত্নোদ্ভাবিতবিগ্রহাং ।
সখীপ্রণয়সদ্গন্ধ বরোদ্বর্ত্তন সুপ্রভাং ॥ ইতি

এ আদি করিয়া গোসাঞি যত যত শ্লোকে। লিখিলেন সেই ভাব করিয়া প্রত্যেকে ॥ হ্লাদিনীর সার অংশ প্রেমসার ভাব। ভাবের পরাকাষ্ঠা এই হয় মহাভাব ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ রাধাপ্রকরণে ২ অঙ্কে ॥

মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ইতি ॥

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমের ভাবিত। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ॥

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ইতি ॥

মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ। ললিতাদি সখী তার কায় ব্যূহরূপ ॥ রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন। তাহে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বলবরণ ॥ কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম। তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম ॥ লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান। নিজলজ্জা শ্যামপট্টসাড়ী পরিধান ॥ কৃষ্ণানুরাগে দ্বিতীয় রক্তিম বসন। প্রণয়মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥ সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখী প্রণয় চন্দন। স্মিতকান্তি কর্পূর তিনে অঙ্গবিলেপন ॥ কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদভর। সেই

মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর॥ প্রচ্ছন্ন মান বাম্য ধম্মিল্ল বিন্যাস। ধীরা অধীরাত্ব গুণ অঙ্গে পটবাস॥ রাগ তাম্বূলরাগে অধর উজ্জ্বল। প্রেমকৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জ্বল॥ সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব ঈর্ষাদি সঞ্চারি। এই সব ভাব ভূষা রাধা অঙ্গ ভরি॥ কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত। গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত॥ সৌন্দর্য্য তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল। প্রেমবৈচিত্ত্য রত্নহার হৃদয় তরল॥ মধ্যবয়ঃ স্থিতি সখীস্কন্ধে করন্যাস। কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশপাশ॥ নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্ব্বপর্য্যঙ্ক। তাহে বসিয়াছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ॥ কৃষ্ণ নাম গুণ যশ অবতংস কানে। কৃষ্ণ নাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে॥ কৃষ্ণকে করায় শ্যাম রস মধুপান। নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্ব কাম॥ যাঁহার সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা। যাঁর ঠাঞি কলা বিলাস শিখে ব্রজরামা॥ যাঁহার সৌন্দর্য্য গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী। যাঁর পতিব্রতা গুণ বাঞ্ছে অরুন্ধতি॥ যাঁর সদ্গুণগণের কৃষ্ণ না পায় পার॥ তার গুণ গণিবেক জীব কোন ছার॥

তথাহি॥

সৌভাগ্য বর্গমতনোং মৌলিভূষণমঞ্জরী।
আবৈকুণ্ঠমজাণ্ডানি চকসিমাস তদযশা
আনন্দৈক সুধাসিন্ধু চাতুর্য্যৈক সুধাপুরী।
মাধুর্য্যৈক সুধাবল্লী গুণরত্নৈকপেটিকা॥ ইতি॥

আনন্দ-সুধাসিন্ধু এক বিধি সিরজিল। চাতুর্য্যের পুরি করি রাধা নিরমিল॥ কিবা বিধি সিরজিল এক মাধুর্য্যের লতা। গুণরত্নপেটিকা এক নিরমিল ধাতা॥ রাধাপাদপদ্ম-

রেণু যার অনারাধ্য। সুমাধুর্য্যরস তারে কভু নহে বেদ্য॥ শ্রীরাধার পাদাঙ্কিত ভূমি বৃন্দাবন। ইথে অনাশ্রিত জনে প্রাপ্তি নহে ধন॥ রাধাভাবে গম্ভীরচিত্ত যেবা সাধুজনে। তাহাকে সম্ভাষ না করে যেই জনে॥ সেই জনে কভু নহে শ্যামসিন্ধু অবগাহ। নিশ্চয় কহিল ইহা নাহিক সন্দেহ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং সংকল্পপ্রকাশস্তোত্রে ১ শ্লোকঃ॥

অনারাধ্য রাধাপাদাম্ভোজ রেণু-
মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কাং।
অসংভাষ্য তদ্ভাবগম্ভীরচিত্তান্
কুতঃ শ্যামসিন্ধো রসস্যাবগাহঃ॥

ব্রহ্মাণ্ডাদি মধ্যে রাধা নাম মনোহর। স্ফূর্ত্তি হইয়াছে তাহা সদা নিরন্তর॥ আগম নিগেগ যেই রাধার গুণগণ নারদাদি মুনি করে যে নাম কীর্ত্তন॥ হেন রাধা-পাদপদ্মে করি অনাদর। গোবিন্দভজনে যার বাঞ্ছা নিরন্তর॥ হেন রাধা নাহি ভজে কৃষ্ণে করে রতি। সে বড় কপটী দম্ভী অতি মূঢ়মতি॥ তাহার নিকটে বাস কভু যেন নয়। সেইগে পতিত স্থান যানিহ নিশ্চয়॥ সেই স্থানে নহে যেন আমার বসতি। ক্ষণমাত্র নহে যেন সেই স্থানে মতি॥

তথাহি স্তবাবল্যাং স্বনিয়মে ৬ শ্লোকঃ॥

অনাদৃত্যোদ্গীতামপি মুনিগণৈ র্বৈণিকমুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈস্তৎপ্রিয়তমাং।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদং॥ ইতি॥

ব্রহ্মাণ্ডাদি মধ্যে এই রাধানাম কীর্ত্তি। সাধু জন চি

তাহা সদা আছে স্ফূর্ত্তি॥ রাধাজনে সিক্তচিত্ত অবশ্য করিয়া। রাধা সহ কৃষ্ণ ভজে দৃঢ় চিত্ত হইয়া॥ তাহাকে প্রণাম করি প্রেমের সহিতে। নিরন্তর এই বাঞ্ছা মোর অবিরতে॥ তার পাদপদ্ম দুটী প্রক্ষালন করি। ভক্ষণ করিয়ে পুন ধরি শিরোপরি॥ প্রতিদিন এই নিত্য নিয়ম আমার। করুণা করেন যেন রাধাপরিবার॥

তথাহি স্তবাবল্যাং স্বনিয়মে ৭ শ্লোকে॥

অজাণ্ডে রাধেতি স্ফুরদভিধয়া সিক্তজনয়া
হনয়াসাকং কৃষ্ণং ভজতি য ইহ প্রেমনমিতঃ।
পরং প্রক্ষালৈতচ্চরণকমলে তজ্জলমহো
মুদা পীত্বা শশ্বচ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদিনং॥ ইতি॥

এই সব নির্দ্ধার করি শ্রীদাসগোসাঞি। নিয়ম করি কুণ্ড-তীরে বসিলা তথাই॥ সঙ্গে কৃষ্ণদাস আর গোসাঞি লোকনাথ। দিবানিশি কৃষ্ণকথা সদা অবিরত॥ হেনই সময়ে গ্রন্থ গোপালচম্পূ নাম। সবে মেলি আস্বাদয়ে সদা অবিরাম॥ আস্বাদিয়া চিত্তে অতি আনন্দ উল্লাস। অত্যন্ত দুরূহ কিবা শ্লোকের অভিলাষ॥ বাহ্যার্থে বুঝয়ে তাহা স্বকীয়া বলিয়া॥ ভিতরের অর্থমাত্র কেবল পরকীয়া॥ শ্রীজীবের গম্ভীর হৃদয় না বুঝিয়া। বহির্লোক বাখানয়ে স্বকীয়া বলিয়া॥ গ্রন্থের মর্ম্মার্থ বুঝায় যেন পরকীয়া। আনন্দে নিমগ্ন সবে তাহা আস্বাদিয়া॥ পরকীয়া লীলা এই স্থান বৃন্দাবন। ইহা ছাড়ি অন্যধামে নহে আগমন॥

তথাহি স্তবাবল্যাং স্বনিয়মে ২ শ্লোকঃ॥

নচান্যত্র ক্ষেত্রে হরিতনু সনাথেত্যাদিঃ॥

এই বৃন্দাবন মোর সাধন ভজন। এইস্থানে দেহত্যাগ আমার নিয়ম ॥ ব্রজোদ্ভব ক্ষীর যেবা আমার ভক্ষণ। ব্রজ-বৃক্ষপত্র এই আমার বসন ॥ ইহাতেই নির্ব্বাহ মোর দম্ভ দূর করি। শ্রীকুণ্ডে রহিয়ে কিবা গোবর্দ্ধন গিরি ॥ রাধাপ্রেম-সরোবরের নিকটে নিশ্চয়। এইস্থানে মরি যেন হেন বাঞ্ছা হয় ॥ শ্রীজীব রহেন যেন আমার অগ্রেতে। শ্রীকৃষ্ণদাস আর গোসাঞি লোকনাথে ॥ দেহত্যাগ করিব আমি ইহা সবার আগে। হেন দশা কবে মোর হইব মহাভাগে ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং স্বনিয়ম দশকে ৯ শ্লোকে ॥

ব্রজোৎপন্নক্ষীরাশন বসন পত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্ব্বাহ্য ব্যবহৃতিমদম্ভং স নিয়মঃ।
বসামীশাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈব সময়ে
মরিষ্যেতু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদিপুরতঃ ॥ ইতি ॥

চম্পূগ্রন্থ মর্ম্ম জানি গোসাঞি কবিরাজ। নিত্যলীলা স্থাপন লিখিলা গ্রন্থ মাঝ ॥ শ্রীগোপালচম্পূ নামে গ্রন্থ মহা-শূর। নিত্যলীলা স্থাপন যাতে ব্রজরসপূর ॥ রসপূর শব্দে কহি নিত্য পরকীয়া ॥ হৃদয়ে ধরহ তুমি যতন করিয়া ॥ এই রস লীলা নিত্য নিত্য করি জানে। সেই জন পায় শুদ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥ যেই লীলা সেই নিত্য ইথে নাহি আন। প্রকটাপ্রকটে মাত্র লীলার বিধান ॥ স্বেচ্ছাময় কৃষ্ণলীলা করে অবিরতে। লীলা প্রকাশিলা তাতে নিত্য লীলা ইথে ॥

তথাহি ॥

প্রকটাপ্রকটে নিত্যং তথৈব বনগোষ্ঠয়োঃ।
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুরবিঘাতনং ॥

গোচারণ বয়স্যাদি সঙ্গে লীলাগণ। নিত্যলীলায় মাত্র-নাহি অসুর মারণ॥ নিত্যলীলায় লীলায় এই ভেদ মাত্র। কহিলাম তোমারে ইহা পরম পবিত্র॥ নিত্যলীলাদি রস সব কহিল কারণ। যাহা নিত্যস্থিতি মাতা পিতা বন্ধুগণ॥ ইহাতে দৃষ্টান্ত আছে শুনহ রাজন্। তাহার প্রমাণ কহি শাস্ত্রের বচন॥ ধামান্তর হৈতে যবে কৃষ্ণ বৃন্দাবন আইলা। নিত্যপরিকর সঙ্গে সদা বিহরিলা॥ দ্রোণ ধরা আদি করি বৈকুণ্ঠে পাঠাইয়া। বিহার করেন সদা আনন্দিত হৈয়া॥ দ্রোণ ধরা আদি করি নন্দাদির অংশে। প্রকট হইলা আসি ব্রজ অবতংসে॥ শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ এই বন্ধুগণ লইয়া। নিত্যলীলা বিরাজমান ব্রজেতে রহিলা। এই নিত্য লীলা তোমায় কহিলাম সার। অনন্ত কহিতে নারে তাহার বিস্তার॥ মুঞি ছার হীন নহে লীলার গোচর। কি কহিব সেই লীলা সর্ব্ব পরাৎপর॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে প্রকটাপ্রকটলীলায়াং ৬১।৬২ অঙ্কে॥

ব্রজেশাদেরংশভূতা যে দ্রোণাদ্যা অবাতরন্।
কৃষ্ণস্তানেব বৈকুণ্ঠে প্রহিণোদিতি সাংপ্রতং॥ ১॥
শ্রেষ্ঠেভ্যোঽপি প্রিয়তমৈর্জনৈর্গোকুলবাসিভিঃ।
বৃন্দারণ্যে সদৈবাসৌ বিহারং কুরুতে হরিঃ॥ ২॥

এই সব সাধনাঙ্গ কহিলাম সার। সম্যক্ কহিতে তার কে পাইব পার॥ নিত্যলীলা আদি করি নানা পরকার॥ কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব আর॥ আশ্রয়ালম্বন উদ্দীপন আদি করি। রতিভেদ তাহাতে সামর্থা সর্ব্বোপরি॥ রামানন্দরায় সঙ্গে যতেক সিদ্ধান্ত। রাজায় শুনাইলা তার

বিস্তার একান্ত ॥ শ্রীসনাতনে যত সিদ্ধান্ত কহিল। ক্রমে ক্রমে সব তাহা রাজারে বলিল ॥ তবে রাজা রামচন্দ্রে প্রণাম করিয়া। কহিতে লাগিলা কিছু বিনতি করিয়া ॥ শিক্ষা পাই মহারাজার মনের আনন্দ। কহিতে লাগিলা কিছু করি মন্দ মন্দ ॥ কর্ণানন্দ কথা এই সুধার নির্যাস ॥ শ্রবণ পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস ॥ শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা। প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা ॥ সে দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস। কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাস ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীকর্ণানন্দে শ্রীবীরহাম্বীর মহারাজার প্রতি শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শিক্ষানাম চতুর্থ নির্যাস ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

পঞ্চম নির্য্যাস।

-০:*:০-

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥ তবে রাজা শ্রীরামচন্দ্রের পদধরি। কহিতে লাগিলা কিছু বচন মাধুরী॥ পূর্ব্বে যে প্রভু তোমায় কহিলা বচনে। তাহা শুনিয়াছি আমি আপন শ্রবণে॥ কি হেতু তোমাদের প্রতি গোস্বামিলিখন। কৃতার্থ করাহ তাহা করাইয়া শ্রবণ॥ তবে রামচন্দ্র কহে শুনহ কারণ। যে হেতু মোদের প্রতি শ্রীজীব লিখন॥ পূর্ব্বে শ্রীজীব-গোস্বামী মোর প্রভুস্থানে। পাঠাইলা গোপালচম্পূ করিয়া যতনে॥ গ্রন্থ দেখি প্রভু মোর আনন্দ হৃদয়। কিবা গ্রন্থ কৈলা গোসাঞি অতি রসময়॥ শুদ্ধ পরকীয়া লীলা গ্রন্থেতে লিখিল। তাহা দেখি প্রভু মোর সুখ বড় পাইল॥ শ্রীরূপের গম্ভীর হৃদয় না জানিয়া। বহিঃ শ্লোক বাখানয়ে স্বকীয়া বলিয়া॥ ভিতরের অর্থে কেহো নারে প্রবেশিতে। শুদ্ধ পরকীয়া লীলা লিখিলা নিতান্তে॥ রসগ্রন্থ প্রকাশিলা অমৃতের সার। কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য ইহা কহে বার-বার॥ কেহো যেন কোথায় মহারতন পাইয়া। সম্পুটে রাখয়ে তাহা গোপন করিয়া॥ ভিতরের বস্তু কেহো দেখিতে না পায়। সম্পুটে দেখয়ে বস্তু সনে কিবা দায়॥ বস্তু যেবা রাখিয়াছে সেই জন জানে। অন্য লোকে হয় মাত্র সম্পুট গিয়ানে॥ এইমত সিদ্ধান্ত গোসাঞির বড়ই গম্ভীর। প্রবেশ করয়ে তাতে যিঁহো ভক্তধীর॥ নির্যাস রসতত্ত্ব ইহা কেহো না বুঝয়। অতএব প্রভু মোর সবার প্রতি কয়॥ না দেখিল

এই গ্রন্থ কহিল নিশ্চয় ॥ সেই হৈতে সেই গ্রন্থ নিত্য পূজা করে। ভিতরের অর্থ কেহো বুঝিতে না পারে ॥ দৈব-যোগে সেই গ্রন্থ শ্রীব্যাস চক্রবর্ত্তী। সেই গ্রন্থ দেখি তার ফিরি গেল মতি ॥ ভিতরের অর্থ তাহা কিছু না বুঝিয়া। বাহ্য অর্থ বুঝিল তাহা স্বকীয়া বলিয়া ॥ পূর্ব্বে আছিলা ইহোঁ বড় বিজ্ঞবর। দৈবক্রমে তাহার হইল মতান্তর ॥ পূর্ব্বে যবে প্রভু মোর যাজিগ্রামপুরে। মোর ভ্রাতায় কহিলা কৃষ্ণলীলা বর্ণিবারে ॥ রাধাকৃষ্ণ লীলারস করিল বর্ণন। রসপদ্য গুণ শুনি জুড়ায় শ্রবণ ॥ শুদ্ধ পরকীয়া লীলা বর্ণন করিলা। যাহা আস্বাদিয়া লোক উন্মত্ত হইলা ॥ খেতরি মধ্যে ঠাকুর মহাশয় সঙ্গে। পদ আস্বাদিয়া ভাসে প্রেমের তরঙ্গে ॥ আমি সহোদর তার সঙ্গেতে রহিয়া। কৃষ্ণকথা-রস কহি আনন্দিত হইয়া ॥ হেন কালে তথা আইলা শ্রীব্যাসচক্রবর্ত্তী। চারি জনে এক সঙ্গে রহি দিবা রাতি ॥ তার মধ্যে তিঁহো কিছু বাদার্থ করিলা। তাহা শুনি চিত্তে মোর দুঃখ বড় পাইলা ॥ কহ দেখি তোমরা নিত্যস্মরণ-প্রক্রিয়া। কিরূপে করহ তাহা কহ বিবরিয়া ॥ তবে ত আমরা স্মরণ-ব্যবস্থা কহিল। তাহা শুনি চিত্তে কিছু কুণ্ঠ উপজিল ॥ তবে ত কহিল এই পর-কীয়া ভজন। স্বকীয়াতে প্রাপ্তি হয় শুনহ বচন ॥ শ্রীজীবের বাক্য এই অতি অনুপম। তাহাতেই এই বাক্য আছে পর-মাণ ॥ মোর প্রভুর হৃদয় না বুঝহ তুমি। নিশ্চয় করিয়া ইহা কহিলাম আমি ॥ ইহা শুনি তিন জনে বিচার করিল। প্রভু বুঝি মনোবৃত্তি ইহারে কহিল ॥ বড়ই সন্দেহ মনে বাড়ি গেল অতি। কি করিব বলি ইহা ভাবে দিন রাতি ॥ সাধন এক

প্রাপ্তি এক ইহা কেমনে হইব। সদাই অন্তরে ভাবি কাহারে পুছিব॥ মোর ভ্রাতা পদ কৈল পরকীয়া মতে। মনে ছিল সেই পদ গৌড়ে প্রকাশিতে॥ এত চিন্তি তিন জনে বিচার করিল। ভাবিতে ভাবিতে ইহা নিশ্চয় জানিল॥ শ্রীজীব গোসাঞিঃর স্থানে পত্রী করিয়া লিখন। পাঠাইব পত্র দঢ়াইলাম তিন জন॥ গোস্বামি-পার্ষদবর্গে এক লিখন। মনে বিচারি ইহা লঞা যাবে কোন জন॥ রায় বসন্ত নামে এক মহাভাগবত। বৃন্দাবন যাবার লাগি চিন্তে অবিরত॥ আমরা কহিল তারে যত বিবরণ। তার দ্বারে পত্রী মোরা দিলু তিন জন॥ শ্রীজীব গোস্বামিআর যত পার্ষদ্‌বর্গে। কহিবে সকল কথা যত মহাভাগে॥ পত্রী তবে লইয়া রায় গেলা বৃন্দাবন। শ্রীগোস্বামিপদে যাই দিলেন লিখন॥ তার পর পার্ষদ্‌বর্গে পত্র দিলেন লৈয়া। কহিলেন সব কথা বিস্তার করিয়া॥ কত দিন ব্যতীত গোসাঞি দিল প্রত্যুত্তর। পার্ষদ্‌গণ পত্র লইয়া আইল সত্বর॥ লিখিলেন গোসাঞি এক আমার প্রভুরে। ব্যাসপ্রতি কিছু কহে বিতৃষ্ণ অন্তরে॥ আবেশ করিয়া এই গোস্বামিলিখনে। ব্যাস শর্ম্মা সংপ্রতি আছেন কোন স্থানে॥ অবশ্যই এই বার্ত্তা লিখিবে আমারে। বুঝিতে নারিয়ে আমি তাহার অন্তরে॥ তবে আমাদের প্রতি গোস্বামিলিখন। পরম আশ্চর্য্য পত্রী কর্ণরসায়ণ॥ মোরে পত্র লিখিবারে কিবা প্রয়োজন। শ্রীমৎ আচার্য্য যাহে কৃপার ভাজন॥ বিশেষে উপদেশিলা আচার্য্য মহাশয়। তাঁর যেই মত সেই মোর মত হয়॥ সাধনে যেই ভাব্য সেই প্রাপ্তি বস্তু হয়। পত্রীতে বুঝাইল ইহা নাহিক সংশয়॥ এই তত্ত্ববস্তু শ্রীগোসাঞি কৃষ্ণদাস।

নিজগ্রন্থ মাঝে তাহা করিলা প্রকাশ॥ ব্রজের কোন ভাব লইয়া যেই জন ভজে। ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥ এই সব সারবস্তু কহিল নিশ্চল। শুনহ গোস্বামি পত্র শ্রবণ মঙ্গল॥ মোর প্রভু প্রতি আগে গোস্বামিলিখন॥ তাঁহি মধ্যে তোমার নাম করহ শ্রবণ॥ রায় বসন্ত যবে বৃন্দাবন গেলা। মোর প্রভুর বার্ত্তা গোসাঞি জিজ্ঞাসিলা॥ জানাইলা সব বার্ত্তা শ্রীরায়বসন্ত। জানিলেন গোসাঞি যতেক বৃত্তান্ত॥ আগে পত্রী পঠাইলা আমার প্রভুকে। পত্রি পাই মোর প্রভু ধরিলা মস্তকে॥ পত্রে বেদ্য হইলা প্রভু যত সমাচার। পত্রী পড়ি প্রভুর নেত্রে বহে জলধার॥ তার পরে রায় যবে আইলা গৌড়দেশে। পত্রী পাইয়া আমাদের বাড়িল সন্তোষে॥ তাহারে পুছিনু আমি সকল কারণ। শর্ম্মা উক্তি কেন হবে গোস্বামিলিখন॥ রায় কহে যবে গোসাঞি শুনিলা কারণ। শর্ম্মা বিনা হেন উক্তি করিব কোন জন॥ ভক্তমুখে হেন বাক্য কভু নাহি হয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত এই ত নিশ্চয়॥ ভাদ্রমাসে প্রভু প্রতি গোস্বামিলিখন। বৈশাখে মোদের প্রতি পত্রী করহ শ্রবণ॥

তত্র পত্রী॥

স্বস্তি মদীয় সমস্তসুখপ্রদপদদ্বন্দ্ব-

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য চরণেষু—

জীবনামা সোঽহয়ং নমস্কৃত্য বিজ্ঞাপয়তি। ভবতাং কুশলং সদা সমীহে তত্তু বহুদিনং যাবন্ন প্রাপ্তমিতি তেন বয়মানন্দনীয়াঃ। অত্রাহং সংপ্রতি দেহনৈরুজ্যেন বর্ত্তে অন্যে চ তথা বর্ত্তন্তে কিন্তু শ্রীভূগর্ভগোস্বামিচরণাঃ দেহং সমর্পিতবন্তঃ

আত্মানন্ত শ্রীবৃন্দাবননাথায় জ্ঞানপূর্ব্বকমিতি বিশেষঃ। স্ব-পরিকরাণাং বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবনদাসস্য কুশলং লেখ্যং কিঞ্চিদসৌ পঠতি নবেতি। পরঞ্চ শ্রীব্যাস শর্ম্মা সংপ্রতি কথং কুত্র বর্ত্ততে। শ্রীবাসুদেব কবিরাজো বা তদপি লেখ্যং। অপরঞ্চ রসামৃতসিন্ধু মাধবমহোসবোত্তরচম্পূ হরিনামা-মৃতানাং শোধনানি কিঞ্চিদবশিষ্টানি বর্ত্তন্ত ইতি বর্ষাশ্চেতি সংপ্রতি ন প্রস্থাপিতানি পশ্চাত্তু দৈবানুকুল্যেন প্রস্থাপ্যানি। কিঞ্চাত্রকীয় সর্ব্বেষাং যথাযথং নমস্কারাদয়োজ্ঞেয়াঃ তত্রকী-য়েষুতু মম নমস্কারাদয়োবাচ্যা ইতি ভাদ্রে সুদি॥

শ্রীরাজ মহাশয়েষু শুভাশিষঃ ॥

স্বস্তি সমস্ত বৈষ্ণবগণ প্রশস্ত শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনরো-ত্তমদাস শ্রীগোবিন্দদাসাখ্য মদ্বিধসুখাস্পদ সম্পদ্রূপেষু শ্রীবৃন্দ-বনাজ্জীব নামাহং সালিঙ্গনং নিবেদয়ামি। সমীহে বিশেষতস্ত ভবতাং কুশলং স্নেহসূচক পত্রস্য সমুপলম্ভাত্তদেব মুহুর্ব্বা-ঞ্চামি তত্র যন্ময়া স্নেহং বিধায় শ্রীমতি গীতানি প্রস্থাপিতানি তেন ত্বরিতমঙ্গল সঙ্গতোহস্মি কিং বহুনা নিরুপাধি স্নিগ্ধেষু। অথ যন্মুহু র্নিত্যস্মরণ প্রক্রিয়া মৃগ্যতে তত্তথা শ্রীরসামৃত-সিন্ধৌ ব্যক্তমেবাস্তি সেবাসাধকরূপেণেত্যাদিনা। তত্র সাধকরূপেণ বহির্দেহেন সিদ্ধরূপেণ নিজেষ্ট সেবানুরূপা-চিন্তিতদেহেনেত্যর্থঃ। তত্রচ সিদ্ধরূপেণ রাগানুগানুসারে-ণৈবেতি কালদেশ লীলা ভেদা বহুধেতি কিয়তী লেখ্যা সাধকরূপেণ সেবাতু বৈধপ্রক্রিয়য়া আগমাদ্যনুসারেণ জ্ঞেয়া। শ্রীমদাচার্য্য মহাশয়া স্তত্র বিশেষং উপদেক্ষ্যন্তি এতেহস্মাকং সর্ব্বস্বমেবেতি কিমধিকেন। বৈশাখস্য চতুর্দ্দশে হহনি॥

শ্রীগোবিন্দ--পদারবিন্দ--নির্গলন্মকরন্দপানতুন্দিলমত্তমনো-ভৃঙ্গসদ্বৈষ্ণবানুশাসনপরিশীলনপবিত্রচরিত্রসজাতীয়সাধুগোষ্ঠী-চরণামৃতাস্বাদনাপ্যায়িতাশেষান্তঃকরণপরমারাধ্যতমেষু—

কস্যচিৎ সংসারার্ণবনিমজ্জিনঃ প্রণতিপুরঃসরালিঙ্গন-পূর্ব্বিকা বিজ্ঞপ্তিঃ।

এবং তত্রভবতাং দর্শনাভাববতো দূরস্থস্য মমানন্দকারি-ভাগ্যোদয়ো যথা ভবতি তথা বিচারঃ কর্ত্তব্যঃ। অতঃ পরম-সৎসঙ্গবাসবিচারপারাবার ভবানেব কর্ণধারঃ। পরন্তু শ্রীরাধা-কৃষ্ণলীলয়া বিরচিতানি শ্রীমন্তি গীতানি লব্ধানি অপরং যদযা-চিতং তদনুসন্ধেয়ং। শ্রীমতো গোস্বামিনঃ পত্রেণ সাধনপ্রক্রিয়া বিজ্ঞাতব্যা শ্রীমদ্ভিরিতি।

শ্রীগোবিন্দকবীন্দ্রচন্দনগিরেশ্চঞ্চদ্বসন্তানিলে-
নানীতঃ কবিতাবলীপরিমলঃ কৃষ্ণেন্দুসম্বন্ধভাক্।
শ্রীমজ্জীব-সুরাঙ্ঘ্রিপাশ্রয়জুষো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্
সর্ব্বস্যাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্যৎ পরং॥

ইতি সঙ্ক্ষেপলিখনং॥

পত্রী শুনি মহারাজের আনন্দ অপার। সর্ব্বাঙ্গে পুলক কম্প নেত্রে জলধার॥ ভাবে গদ গদ রাজা পড়িলা ভূমিতে। চিৎকার করিয়া তবে উঠে আচম্বিতে॥ রামচন্দ্র পদ ধরি করয়ে ক্রন্দন। উঠাইয়া তবে কৈল গাঢ় আলিঙ্গন॥ দুই জনে গলা ধরি অত্যুচ্চ রোদন। হায় হায় শব্দমাত্র কহে ঘনে ঘন॥ ভাগ্যবান্ তুমি রাজা স্থির কর চিত। তোমারে প্রভুর কৃপা হৈল যথোচিত॥ তবে রাজা কহেন এই শুন মহাশয়। মোর পরিত্রাণ হেতু তুমি দয়াময়॥ তোমা হৈতে

পাইলাম রসের সিদ্ধান্ত। নিজ প্রভুর মত এবে জানিল নিতান্ত॥ তুমি মহাভাগবত তোমার কৃপা হৈতে। ব্রজের নির্ম্মল ভাব জানিল নিশ্চিতে॥ রামচন্দ্র কহে শুন বচন আমার। তোমারে কহিলাম এই সিদ্ধান্তের সার॥ মন-মাঝে ইহা তুমি করিবে গোপন। অন্যত্র প্রকাশ যেন না হয় কখন॥ তুমি মহারাজ হও বিজ্ঞশিরোমণি। নিজ হিয়া মাঝে তুমি বুঝহ আপনি॥ আর এক কথা কহি শুনহ রাজন্। জ্ঞান কর্ম্ম ছাড়ি কর ভাব আস্বাদন॥ জ্ঞান কর্ম্মাদি হৈতে ইহা কভু প্রাপ্তি নহে। নিশ্চয় করিয়া ইহা কহিলাম তোহে॥ তবে রাজা পুন রামচন্দ্র প্রতি কয়। কৃপা করি কহ তাহা ঘুচুক সংশয়॥ ইবে কহ মোরে ভট্টগোস্বা-মির মিলন। কিরূপে মহাপ্রভু সঙ্গে হৈল দরশন॥ রাম-চন্দ্র কহে কহি শুনহ রাজন্। কহিয়ে তোমারে আমি তাতে দেহ মন॥ শ্রীরূপ দক্ষিণতীর্থ কৈল পর্য্যটন। চৈতন্যচরিতা-মৃতে আছে সকল লিখন॥ মধ্যখণ্ডে দেখিহ নবম পরিচ্ছেদে। দক্ষিণের তীর্থযাত্রা করিহ আস্বাদে॥ ব্যক্ত করি তার মাঝে নাম না লিখিল। গোপনে রাখিল তাতে প্রকাশ না কৈল॥ তাতে এক লিখিলেন বচনের সার। শ্রবণ করহ তুমি এই বার্ত্তার সার॥ চৈতন্যচরিতামৃতে এই ব্যক্ত হয়। গোস্বামির মিলন তাতে লিখিল নিশ্চয়॥ "শ্রীবৈষ্ণব এক বেঙ্কট ভট্ট নাম। প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান॥ নিজ ঘরে লৈয়া কৈল পাদপ্রক্ষালন। সে জল স্ববংশ সহ করিলা ভক্ষণ॥" সংক্ষেপে এই বাক্য করিলা স্ফুটন। তাহার বৃত্তান্ত কহি তাতে দেহ মন॥ মহাপ্রভু দক্ষিণতীর্থ করিতে করিতে।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে প্রভু গেলা আচম্বিতে॥ সেই তীর্থে বৈসে তৈলঙ্গ বিপ্ররাজ। শ্রীত্রিমল্লট ভট্ট নাম ব্রাহ্মণ-সমাজ॥ মধ্যাহ্ন-স্নান করি প্রভু তার ঘরে আইলা। গোষ্ঠীর সহিত দেখি প্রেমাবিষ্ট হইলা॥ বহু প্রণমিয়া কৈল পাদপ্রক্ষালন। চরণোদক লৈয়া সগোষ্ঠী করিলা ভক্ষণ॥ যোগ্যাসনে বসাইয়া বহু নিবেদন। করহ করুণা প্রভু লইনু স্মরণ॥ সেই খানে প্রীতি পাই প্রভু যে রহিলা। মহানন্দে তাঁর ঘরে ভিক্ষা যে করিলা॥ মহাপ্রভুর অবশেষ লইয়া যতনে। সগোষ্ঠীতে সেই প্রসাদ করিলা ভক্ষণে॥ প্রসাদ পাইয়া সবে আনন্দে ভাসিলা। ভোজনান্তে প্রভুকে তবে মুখবাস দিলা॥ বিনতি করিয়া প্রভুর চরণে পড়িয়া। প্রার্থনা করয়ে আগে কৃতাঞ্জলি হইয়া॥ সংপ্রতি আইল প্রভু বর্ষা চতুর্মাস। তীর্থ নাহি ফেরে প্রভু করিয়া সন্ন্যাস॥ কৃপা করি রহ যদি এই চতুর্মাস। তবে সে আমাদের হয় অন্তরে উল্লাস॥ প্রসন্ন হইয়া প্রভু অনুমতি দিল। শুনিয়া ত তা সবার সুখ বড় হৈল॥ মহাপ্রভু তার ঘরে কৈল অবস্থানে। পরম আনন্দে ভট্ট করেন সেবনে॥ কাবেরীতে স্নান রঙ্গনাথ দরশন। ভক্তগণ সঙ্গে সদা কীর্ত্তন নর্ত্তন॥ সেই খানে সুখের সীমা পাইয়া রহিলা। এইমতে চাতুর্মাস্য ব্যতীত হইলা॥ বেঙ্কটের বালক শ্রীগোপাল ভট্ট নাম। নিষ্কপট হইয়া সেবা কৈল গৌরধাম॥ তার পিতা সুচরিত্র তাহারে জানিয়া। পরিচর্য্যায় নিযুক্ত কৈলা হৃষ্ট হইয়া॥ চারি মাস সেবা কৈল অশেষ প্রকারে। কহিল না হয় অতি তাহার বিস্তারে॥ গৌরকান্তি সুপাণ্ডিত্য বচন মধুর। সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর বহে লাবণ্যের পুর॥ কিবা সে আশ্চর্য্য তার অঙ্গের

মধুরিমা। মধুর মূরতি অতি কি দিব উপমা ॥ আজানু লম্বিত ভুজ নাভি যে গম্ভীর। মহানুভব যাহার চরিত্র সুধীর ॥ পদ্ম জিনি নেত্র যার উন্নত বক্ষঃস্থল। রক্তবর্ণ তুল্য যার করপদ-তল ॥ মহাপ্রভুর মনোরথ মনে ত জানিয়া। না বলিতে করে কার্য্য আনন্দিত হইয়া ॥ সেবার বৈদগ্ধ্য দেখি প্রভু তুষ্ট মনে। মোর মনের কার্য্য ইহোঁ জানিল কেমনে ॥ এত বলি মহাপ্রভু তুষ্ট হৈলা মনে। সগোষ্ঠীকে কৈলা কৃপা দাস দাসীগণে ॥ একদিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন। ভট্টগোসাঞি করেন চরণ সেবন ॥ চরণ সেবনে প্রভু বড় তুষ্ট হৈলা। নির্জনে তাহারে কিছু কহিতে লাগিলা ॥ শুনহ গোপাল তুমি সঙ্গিনী রাধার। ভট্ট কহে তুমি হও ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ রাধিকার ভাব লইয়া হৈলা অবতীর্ণ। শ্যামবর্ণ ছাড়ি এবে হৈলা গৌরবর্ণ ॥ এত কহি দুঁহাকার ভাব বিশেষে। স্বাভা-বিক দুঁহ ভাব করিয়া প্রকাশে ॥ বাহ্য পাই দুঁহে যবে হইলেন স্থির। তবে তারে কহে প্রভু বচন মধুর ॥ কত দিন পিতা মাতার করিয়া সেবন। পশ্চাতে তুমি তবে যাবে বৃন্দাবন ॥ বৃন্দাবনে শ্রীরূপ সনাতনের সঙ্গে। সেখানে পাইবে বহু সুখের তরঙ্গে ॥ এত বলি মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইয়া। কৌপীন বহির্ব্বাস দিল প্রসন্ন হইয়া ॥ কৌপীন বহির্ব্বাস মস্তকে লইয়া। বহু পরণাম করে ভূমে লোটা-ইয়া ॥ তবে মহাপ্রভু তার মস্তকে পদ দিয়া। উঠা-ইলা প্রভু তারে আলিঙ্গন দিয়া ॥ প্রভু কহে শুন কিছু তোমারে কহিয়ে। এই মোর আজ্ঞা তুমি পালহ নিশ্চয়ে ॥ গৌড় হইতে আসিবে এক ব্রাহ্মণ কুমার। নিশ্চয় জানিহ

তিঁহো শক্তি যে আমার ॥ শ্রীনিবাস নাম তার মোর অদর্শনে। অল্প বয়সে তিঁহো আসিবে বৃন্দাবনে ॥ এই কৌপীন বহির্ব্বাস তারে তুমি দিবে। লক্ষ গ্রন্থ দিয়া তারে গৌড়ে পাঠাইবে ॥ সনাতন রূপে কহিবে এ সব কারণ। ব্রজের বিলাসগ্রন্থ যেন করে সমর্পণ ॥ মোর নিজ শক্তি তিঁহো ইথে অন্য নয়। এ সব রহস্য কথা কহিবা নিশ্চয় ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া শিরে বন্দিলা চরণ। ভূমে লোটাইয়া কৈল চরণ বন্দন ॥ প্রভু কহে আর এক কহিয়ে তোমারে। দক্ষিণতীর্থ করি মুঞি আসিব সত্বরে ॥ তবে তুমি বৃন্দাবনে করিবে গমন। আসন ডোর পাঠাইব তোমার কারণ ॥ সে আসনে বসি তুমি গলে ডোর দিবা। প্রেমমূর্ত্তি শ্রীনিবাসে কৃপা যে করিবা ॥ তাহারে কহিবা এই বচনের সার। তোমার কৃপাতে মোর কৃপা কি কহিব আর ॥ প্রভুদত্ত বস্ত্র দ্রব্য লইয়া যতনে। লুকাইয়া রাখিল অতি করিয়া গোপনে ॥ শ্রীভট্ট গোসাঞি যবে বৃন্দাবনে গেলা ॥ শ্রীরূপ সনাতনের সঙ্গেই রহিলা ॥ এসব প্রসঙ্গ চৈতন্যচরিতামৃতে। কবিরাজ গোসাঞি করিয়াছেন বেকতে ॥ মহাপ্রভুর শাখা যবে করিলা বর্ণন। তাহাতেই এই বাক্য করহ শ্রবণ ॥ শ্রীগোপালভট্ট এক শাখা মহোত্তম। রূপসনাতন সঙ্গে যার প্রেম আলাপন ॥ ভট্টগোসাঞির স্তব গোস্বামী কৃষ্ণদাস। তাহাতেই এই সব করিলা প্রকাশ ॥ নিরন্তর হরিভক্তি কথনে যার শক্তি। সদা সৎ-অনুভব যিঁহো বিষয়ে বিরক্তি ॥ মহাপ্রভুর আগমনে বিখ্যাত যার পাট। কে বুঝিতে পারে সেই চৈতন্যের নাট ॥ হেন সে সৌভাগ্য যার কহনে না যায়। যার গৃহে

রহে প্রভু আনন্দে সদায়॥ সেই সে গোপালভট্ট আমার হৃদয়ে। সদা স্ফূর্ত্তি হউ মোর এই বাঞ্ছা হয়ে॥ অবিরত গলয়ে অশ্রু যাহার নয়নে। শ্রীঅঙ্গেতে শ্বেত ধারা বহে অনুক্ষণে॥ প্রচুর পুলক কম্প সদা অনিবার। কণ্ঠ ঘর্ঘর করে তাতে নামের সঞ্চার॥ হরেকৃষ্ণ নাম মাত্র জিহ্বায় উচ্চারিতে। হ হ হ হ হ হ শব্দ করে অবিরতে॥ ইহা বলিতেই যিঁহো হয় অচেতন। সেই গোপাল কর মোরে কৃপা নিরীক্ষণ॥ বৃন্দাবনে খ্যাতি যিঁহো শ্রীগুণমঞ্জরী। সেই সে গোপালভট্ট সমান মাধুরী॥ কলি-নরে কৃপা করি হৈলা অবতীর্ণ। মধুর রস আস্বাদিয়া করিলা বিস্তীর্ণ॥ হেন সে মধুর রসে যাহার আস্বাদ। বিতরণ হেতু জীবে করিলা প্রসাদ॥ প্রেমভক্তি রসে যিঁহো রহে অনিবার। আস্বাদন কৈলা যিঁহো অনেক প্রকার॥ আশ্রয় রতি রস ভেদে যিঁহো হয় সমর্থ। তাহাতেই পুণ্য যিঁহো কহিল যথার্থ॥ এ আদি করিয়া ভট্ট গোস্বামিগুণগাণ। কবিরাজ গোসাঞি তাহা করিলা বর্ণন॥

তথাহি॥

নিরবধি-হরিভক্তিখ্যাপনে যস্য শক্তিঃ
সতত-সদনুভূতি র্নশ্বরার্থে বিরক্তিঃ।
প্রভুবরগতিসৌভাগ্যেন বিখ্যাতপট্টঃ
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামি-গোপালভট্টঃ॥ ১॥
ব্রজভুবি গুণমঞ্জর্য্যাখ্যায়া যঃ প্রসিদ্ধঃ
কলিজন-করুণাবির্ভাবকেন প্রযুক্তঃ।
মধুর-রসবিশেষাহ্লাদ-বিস্তারণায়

স্ফুরতু স হৃদি মে-গোস্বামিগোপালভট্টঃ ॥ ২ ॥
অবিরলগলদশ্রুস্বেদধারাভিরামঃ
প্রচুরপুলককম্পস্তম্ভভাচ্চর্য্য-নাম।
হরি-হ হ হ হরিত্যদ্যক্ষরাদ্যেহস্তচেতাঃ
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামি-গোপালভট্টঃ ॥ ৩ ॥
ব্রজগতনিজভাবাস্বাদমাস্বাদ্য মাদ্যন্
নটতি হসতি গায়ত্যুন্মদং বিভ্রমাঢ্যঃ
কলিত-কলিজনোদ্ধারাজ্ঞয়া বাহ্যদৃষ্টঃ
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামিগোপালভট্টঃ ॥ ৪ ॥
বিদিতপদপদার্থঃ প্রেমভক্তেরসার্থঃ
শ্রিতরতিরসভেদাস্বাদনে যঃ সমর্থঃ।
ইদমখিলতমোঘ্নং স্তোত্ররত্নং প্রধানং
পঠতি ভবতি সোঽয়ং মঞ্জরীযূথলীনঃ ॥ ৫ ॥

এই স্তব অখিলের তম দূর করে। স্তোত্রগণ মধ্যে এই প্রবীণ প্রচুরে ॥ যেই জন পড়ে ইহা করি এক চিত্তে। মঞ্জরীর যূথপ্রাপ্তি হয় আচম্বিতে ॥ যেই জন পড়ে ইহা ভাল এতাদৃশ। রাধাকৃষ্ণ সেবা প্রাপ্তি হইব অবশ্য ॥ সনাতন গোসাঞি কৈল হরিভক্তিবিলাস। তাহাতেই এই বাক্য আছয়ে প্রকাশ ॥ হরিভক্তি বিলাস যে গোসাঞি করিল। সর্ব্বত্রেতে ভোগ ভট্ট গোস্বামিরে দিল ॥ ইহাতে জানাইলা তিঁহো অভেদ শরীর। ইহা যেই জানে সেই ভক্ত মহাধীর ॥ গোস্বামী করিলা গ্রন্থ বৈষ্ণবতোষণী। তাহাতে এই বাক্য আছে অমৃতের ধ্বনি ॥ রাধাকৃষ্ণ-প্রেমে পুষ্ট বিশেষ প্রকার। শ্রীগোপালভট্ট রঘুনাথ দাস আর ॥ সেই দুই জন যদি হয়েন

সহায়। তবে আর সুসিদ্ধ কি নহিব আমায় ॥ তাহার প্রমাণ শুন কহিয়ে তোমাতে। সাবধান হইয়া শুন করি এক চিত্তে ॥

তথাহি ॥

রাধাপ্রিয়-প্রেম-বিশেষপুষ্টৌ
গোপালভট্টো রঘুনাথ দাসঃ।
স্যাতামুভৌ যস্য সকৃৎ সহায়ৌ
কো নাম সার্থো ন ভবেৎ সুসিদ্ধঃ ॥ ১ ॥

আর এক কথা তাহা করহ শ্রবণ ॥ এ সব প্রসঙ্গ কথা কর্ণ-রসায়ন ॥

অত্র প্রাচীনোক্তং প্রমাণং ॥

সনাতনপ্রেমপরিপ্লুতান্তরং
শ্রীরূপসখ্যেন বিলক্ষিতাখিলং।
নমামি রাধারমণৈকজীবনং
গোপালভট্টং ভজতামভীষ্টদং ॥

এ তিনেতে তিল মাত্র ভেদ বুদ্ধি যার। সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার ॥ সনাতন গোসাঞি-প্রেমে পূর্ণ যার দেহ। এ সব রহস্য কথা বুঝিব বা কেহ ॥ শ্রীরূপের সঙ্গে যার সখ্য-ব্যবহার। তাহাতে বিখ্যাত আছে সকল সংসার ॥ শ্রীরাধারমণ এক জীবন যাহার। হেন সে গোস্বামিপদে কোটি নমস্কার ॥ দৈবকীনন্দন কৈল বৈষ্ণব-বন্দন। তাহাতেই এই বাক্য করিল লিখন ॥ "বন্দিব গোপালভট্ট বৃন্দাবন মাঝে। রূপ সনাতন সঙ্গে সতত বিরাজে॥" এই বাক্য সর্ব্বত্র আছয়ে প্রকাশ। এক করি জানে তিনে করিয়া বিশ্বাস ॥ এই ত কহিল ভট্ট গোস্বামি-প্রসঙ্গ। যাহার শ্রবণে বাঢ়ে প্রেমের

তরঙ্গ ॥ এবে ত কহিতে প্রভুর প্রতিজ্ঞার কথা। যাহার শ্রবণে ঘুচে হৃদয়ের ব্যথা ॥ তোমায় কহিয়ে ভাই বচনের সার। যত্ন করি পর কণ্ঠে নবরত্নহার ॥ এত কহি নবরত্ন শ্লোক যে কহিল। তাহা শুনি রাজা সুখ বড়ই পাইল ॥ কর্ণানন্দ কথা এই সুধার নির্যাস। শ্রবণে পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস॥ শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল-হেমলতা। প্রেম-কল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥ সে দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাসে। কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাসে ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীকর্ণানন্দে শ্রীল জীবগোস্বামির পত্রিকা-শ্রবণ এবং শ্রীগোপালভট্টগোস্বামির সহিত মিলন নামক পঞ্চম নির্যাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

ষষ্ঠ নির্য্যাস।

জয় জয় মহাপ্রভু পতিতের ত্রাণ। জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা-নিধান॥ এবে ত কহিয়ে প্রভুর প্রতিজ্ঞার কথা। যাহার শ্রবণে ঘুচে হৃদয়ের ব্যথা॥ প্রভুর প্রতিজ্ঞা শ্লোক করহ শ্রবণ। করহ শ্রবণ তাহা কর্ণরসায়ন॥

তথাহি নব শ্লোকাঃ॥

শুদ্ধং সাত্বত-তত্ত্বমত্র ভগবানুদ্ভাব্য শক্ত্যৈকয়া
শ্রীরূপাভিধয়া প্রকাশয়িতমপ্যেতৎ স্বশক্ত্যান্যয়া।
শ্রীমদ্বিপ্রকুলে হমলে প্রকটয়ন্ শ্রীশ্রীনিবাসাভিধং
লীলাসম্বরণং স্বয়ং স বিদধে নীলাচলে শ্রীপ্রভুঃ॥ ১॥
গন্তুং শ্রীপুরুষোত্তমং কৃতমতিঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভু-
শ্চৈতন্যস্য কৃপাম্বুধের্জনমুখাচ্ছ্রুত্বা তিরোধানতাং।
দুঃখৌঘৈঃ স মুহুর্মুমোহ ভগবান্ দৃষ্ট্বাথ ভক্তব্যথা-
মাশ্বাসাতিশয়ং দয়ামতিরদঃ স্বপ্নে সমাদিষ্টবান্॥ ২॥
ত্বং তাবজ্জনিতো মমৈব নিজয়া শক্ত্যেতি তূর্ণং ব্রজ
শ্রীবৃন্দাবনমত্র সন্তি কৃতিনঃ শ্রীরূপজীবাদয়ঃ।
আদিষ্টাঃ পুরতস্ত্বমী ত্বয়ি ময়া তদ্গ্রন্থরাশ্যর্পণে
নিঃসন্দেহতয়া গৃহাণ তদমুং গৌড়ে জনান্ শিক্ষয়॥ ৩॥
ইত্যাদেশমবাপ্য তদ্ভগবতঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ পুনঃ
শ্রীবৃন্দাবনকুঞ্জপুঞ্জসুষমাদৃষ্টৌ মনঃ সংদধে।
শ্রুত্বাথাপ্রকটত্বমত্রভবতাং গোস্বামিনাং শোকতো
হা হেত্যাকুলচিত্তবৃত্তিরপতন্মার্গান্তরে ‡ মূর্চ্ছিতঃ॥ ৪॥

---

‡ মার্গান্তরে—মধ্যপথে।

স্বপ্নে শ্রীল-সনাতনেন সহ তে শ্রীরূপনামাদয়ঃ।
প্রোচুস্তং নহি তে বিষাদসময়ো গোপালভট্টোঽস্তি যৎ।
তস্মান্মন্ত্রবরং গৃহাণ সকলান্ গ্রন্থাংস্তথাস্মৎকৃতান্
গত্বা গৌড়মলং প্রচারয় মতং ত্বং বৈষ্ণবান্ শিক্ষয় ॥ ৫ ॥
ইত্যাদেশরসামৃতাপ্লুতমনা বৃন্দাবনান্তর্গতো
ভক্ত্যাদায় স মন্ত্রতত্ত্বমখিলং গোপালভট্টপ্রভোঃ।
তদ্গ্রন্থাদিবিচারচারুচতুরঃ সংপ্রেষিতঃ শ্রীমতা
তেন প্রেমভরেণ গৌড়গমনে তং প্রত্যুবাচোৎসুকঃ ॥৬॥
রাধাকৃষ্ণপদারবিন্দযুগলপ্রাপ্তেঃ প্রসাদেন তে.
মৎসম্বন্ধভৃতাং ভবিষ্যতি যদি প্রায়ঃ প্রয়াস্যাম্যহং।
নোচেদ্ যামি কিমর্থমেতদখিলং শ্রুত্বাতিহর্ষোদয়া-
ত্তে গোস্বামিবরাস্তদর্থমুদগুর্গোবিন্দসান্নিধ্যকং ॥ ৭ ॥
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দযুগলধ্যানৈকতানাত্মনা-
মাদেশঃ সফলো ভবিষ্যতি তথা শ্রীশ্রীনিবাসাশ্রয়াৎ।
এতদ্দেয়তয়া ময়ায়মবনীমাস্বাদিতঃ সাম্প্রতং *
তস্মাদ্গৌড়মলং প্রয়াতু, ভবতাং কিং চিন্তয়াত্রানয়া ॥৮॥
শ্রীগোবিন্দমুখেন্দুনির্গতমিদং পীত্বা নিদেশামৃতং
তং গোস্বামিগণং প্রসন্নমনসং নত্বা পরিক্রম্য চ।
ভক্ত্যা গ্রন্থচয়ং প্রগৃহ্য কুতুকান্নির্গত্য গৌড়ক্ষিতৌ
কারুণ্যৈকনিধিঃ সদা বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসপ্রভুঃ ॥ ৯ ॥
শুদ্ধ ব্রজলীলা গৌড়ে করিতে প্রকাশ। শ্রীরূপেরে শক্তি

---

* এতেষাং গ্রন্থানাং দেয়তয়া দাতব্যতয়া অয়ং শ্রীনিবাসঃ অবনীং ভুবং আস্বাদিতঃ প্রাপিতঃ। তস্মাৎ অয়ং গৌড়ং সম্যক্ প্রয়াতু গচ্ছতু। ভবদ্ভিশ্চিন্তা অত্র ন কর্ত্তব্যা।

দিল মনের অভিলাষ॥ এক শক্তি প্রকাশে শ্রীরূপে শক্তি দিয়া। গ্রন্থ প্রকাশিলা অতি আনন্দ পাইয়া॥ নিজমনো-বৃত্তি গৌড়ে করিতে প্রকাশ। বিতরণ হেতু গৌরের মনে অভিলাষ॥ বড়ই আশ্চর্য্য গৌর প্রকাশিলা শক্তি। কে বুঝিতে পারে সে চৈতন্যের মনোবৃত্তি॥ নীলাচলে মহা প্রভুর প্রকট বিহার। মনে ইচ্ছা হইল শ্রীচরণ দেখি-বার॥ সকল তেজিয়া প্রভু করিলা গমন। শ্রীল-পদাশ্রয় হেতু নিবেশিলা মন॥ মনে অভিলাষ করি যাইতে যাইতে। প্রভুর অদর্শন বার্ত্তা পাইলেন পথে॥ শ্রবণমাত্র মূর্চ্ছা হইয়া পড়িলা ভূমিতে। দুঃখের সমুদ্র তাহা কে পারে কহিতে॥ ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা প্রভু ক্ষণে অচেতন। ক্ষণে হাহা-কার করি করয়ে রোদন॥ তবে মহাপ্রভু ভক্তের দুঃখ ত দেখিয়া। কহিতে লাগিলা প্রভু সম্মুখে আসিয়া॥ আশ্বাস করিলা বহু মাথে পদ দিয়া। কহিতে লাগিলা কথা মধুর করিয়া॥ তুমি মোর নিজ শক্তি করহ শ্রবণ। দুঃখ তেয়াগিয়া শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন॥ শ্রীরূপ সনাতন যাঁহা করেন বসতি। রাধাকৃষ্ণ-লীলাগ্রন্থ বিস্তারিলা তথি॥ সেই সব গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে ত প্রকাশে। বিতরণ কর তাহা মনের উল্লাসে॥ তবে বাক্যামৃতরস আদেশ পাইয়া। চলিলেন মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া॥ শ্রীল-বৃন্দাবনে তবে করিলা গমনে। কুঞ্জপুঞ্জ-শোভা তাঁহা দেখিব নয়নে॥ শ্রীমথুরামণ্ডলে যাইয়া উত্তরিলা। দুই ভাইর অপ্রকট তাহাঞি শুনিলা॥ শুনিবাই মাত্র প্রভু আছাড় খাইয়া। হাহাকার করে কত বিলাপ করিয়া॥ যদি দুই ভাইর নহিল দরশন। তবে আর জীবনের কিবা

প্রয়োজন ॥ মনে নির্দ্ধারিলা ইহা নিশ্চয় করিয়া। পড়িয়াছেন বৃক্ষমূলে অচৈতন্য হঞা ॥ তবে সেই দুই ভাই ভক্তের দুঃখ দেখি। দরশন দিতে আইলা হইয়া বড় সুখী ॥ কহিছেন প্রভু মাথে চরণ ধরিয়া। দেখহ আমারে তুমি নয়ন ভরিয়া ॥ শ্রীরূপ সনাতন শোভা দেখিয়া নয়নে। যে আনন্দ হইল তাহা না যায় কহনে ॥ কহিছেন দুই ভাই পাইয়া আনন্দ। তোমাতেই উদ্ধার হব দীন হীন মন্দ ॥ শোক ত্যাগ করি শীঘ্র করহ গমন। শ্রীভট্টগোসাঞির আশ্রয় করহ চরণ ॥ তাঁর স্থানে মন্ত্র দীক্ষা করিবে যে তুমি। সেই দ্বারে মোর কৃপা কি কহিব আমি ॥ গ্রন্থরাশি লইয়া তুমি গৌড়েতে যাইবা। কলিহত জীব তুমি উদ্ধার করিবা ॥ এই রসামৃত বাক্য পাইয়া আদেশে। বৃন্দাবনে গমন করিলা প্রত্যাদেশে ॥ যাইয়া দেখিলা শ্রীল-গোস্বামি-চরণ। ভূমিতে পড়িয়া বহু করিল স্তবন ॥ মোরে কৃপা কর প্রভু সদয় হইয়া। কৃতার্থ করহ প্রভু করুণা করিয়া ॥ দুই ভাইর আজ্ঞা প্রভু সব নিবেদিলা। যে লাগি গমন গোসাঞি সকল জানিলা ॥ শুনিয়া ত গোস্বামির আনন্দ অপার। সর্ব্বাঙ্গে পুলক নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ শুন শ্রীনিবাস তুমি আমার জীবন। তোমা দেখিবারে প্রাণ করিয়ে ধারণ ॥ তুমিই সে হও মোর জীবনের জীবন। তোমা লাগি মহাপ্রভু দিলা এই ধন ॥ এই দেখ মহাপ্রভুর শ্রীহস্তের লিখন। তোমা লাগি রাখিয়াছি করিয়া যতন ॥ দেখহ নয়ন ভরি প্রভু হস্তাক্ষর। তোমার সৌভাগ্য বাপু বাক্য-অগোচর ॥ আর দেখ মহাপ্রভুর বসিবার আসন। ডোর পাঠাইলা মোরে করিয়া

যতন ॥ মহাপ্রভু-দত্ত যেই আসনে বসিয়া। মন্ত্র দীক্ষা দিব তোরে মহানন্দ পাঞা ॥ আসনে বসিয়া তবে কৈল মন্ত্র দীক্ষা। গ্রন্থাবলী দিয়া তবে করাইল শিক্ষা ॥ গ্রন্থেতে নিপুণ যবে প্রভু মোর হইলা। দেখিয়া ত সব গোসাঞির সন্তোষ জন্মিলা ॥ আজ্ঞা করিলেন তুমি গৌড়দেশে যাহ। শ্রীরূপের আজ্ঞা ইথে নাহিক সন্দেহ। শ্রীজীব কহেন শুন আচার্য্য মহাশয়। মহাপ্রভুর আজ্ঞা এই জানিহ নিশ্চয় ॥ পূর্ব্বে মহাপ্রভু এই তোমার নিমিত্তে। পত্রী পাঠাইয়াছিলা নীলাচল হইতে ॥ পত্রী দেখি মোর প্রভু কান্দিতে লাগিলা। কান্দিতে কান্দিতে প্রভু ভাবিতে লাগিলা ॥ প্রেমরূপে জন্ম এই নাম শ্রীনিবাস। দেখিতে না পাইব বিধি করিলা নিরাশ ॥ মোর প্রতি কহিলা গোসাঞি হইয়া সদয়। শ্রীনিবাসে সমর্পিয়া যত গ্রন্থচয় ॥ এই গ্রন্থ লইয়া তুমি গৌড়দেশে যাহ। মহাপ্রভুর আজ্ঞা যাতে গ্রন্থরাশি লহ ॥ তবে মোর প্রভু কিছু কহিতে লাগিলা। প্রভুর সঙ্গে রহি সদা মোর মনে ছিলা ॥ বৃন্দাবনে বাস আর প্রভুর সেবন। ইহা ছাড়ি কেমনে গৌড়ে করিব গমন ॥ গুরু-আজ্ঞা বলবতী ইথে অন্য নয়। নিজ মনোরথ-কথা তবে নিবেদয় ॥ নিশ্চয় করিয়া যদি যাব গৌড়দেশে। তবে মোরে এই আজ্ঞা করহ সন্তোষে ॥ আমার সম্বন্ধ প্রভু ধরিব যেই জনে। সেই সে পাইব রাধাকৃষ্ণের চরণে ॥ আজ্ঞা কর সবে মিলি সদয় হইয়া। নতুবা না যাব আমি শুন মন দিয়া ॥ ইহা শুনি গোসাঞি সব আনন্দ অপার। নয়নেতে প্রেমধারা বহে অনিবার ॥ গোসাঞি সব একত্র হইয়া গোবিন্দ নিকটে। নিবেদন করে

সবে করি করপুটে॥ শ্রীভট্ট গোসাঞি আর শ্রীদাস রঘু-নাথ। শ্রীজীব গোসাঞি আর ভট্ট রঘুনাথ॥ লোকনাথ গোসাঞি আর ভূগর্ভ-ঠাকুর। শ্রীগোবিন্দের প্রার্থনা সবে করিলা প্রচুর॥ শ্রীগোবিন্দ-পদযুগ ধ্যান চিত্তে করি। এই আজ্ঞা শ্রীনিবাসে দেহ কৃপা করি॥ ইহার সম্বন্ধ প্রভু ধরিব যেই জন। সেই সে পাইব রাধাকৃষ্ণের চরণ॥ এই নিবেদন সবে করিলা সন্তোষে। তাহা শুনি শ্রীগোবিন্দের হইল আদেশে॥ রস আস্বাদন হেতু গৌড়ে অবতার। আস্বাদন কৈলা রস বিবিধপ্রকার॥ যে লাগিয়া অবতার জানহ কারণ। ভাসাইলাম সব জনে দিয়া প্রেমধন॥ মোর শক্তিতে জন্ম ইহার করিলা প্রকাশ। প্রেমরূপে জন্ম হৈল নাম শ্রীনিবাস॥ ইহার সম্বন্ধ চিত্তে ধরিব যেই জন। সেই সে পাইব রাধা-কৃষ্ণের চরণ॥ শ্রীগোবিন্দ মুখচন্দ্র আজ্ঞামৃত পাইয়া। শুনি-লেন সবে মেলি শ্রবণ পাতিয়া॥ শীঘ্র গৌড়দেশে সবে দেহ পাঠাইয়া। গমন করুন ইথে গ্রন্থরাশি লইয়া॥ তবে মোর প্রভু সবারে প্রদক্ষিণ করি। ভূমে পড়ি কান্দে বহু ফুকরি ফুকরি॥ সবাকার আনন্দ সিন্ধু বাঢ়ি গেল চিতে। যে আনন্দ হইল তাহা কে পারে কহিতে॥ মোর প্রভু শ্রীগোবিন্দের আজ্ঞামৃত পাইয়া। বর্ণিলেন শ্রীগোবিন্দের মুখচন্দ্র চাঞা॥

তথাহি পদং॥

রাগ সুহই॥

বদনচাঁদ কোন কুন্দরে কুন্দিল গো, কেনা কুন্দল দুটী আঁখি। দেখিতে পরাণ মোর, কেমন কেমন করে গো, সেই সে পরাণ তার সাথি॥ ১॥ রতন কাটিয়া কেবা, যতন করিয়া

গো, কে না গড়িয়া দিল কানে। মনের সহিত মোর, এ পাঁচ পরাণি গো, যোগী হইলাম ওহারি ধেয়ানে ॥ ২ ॥ নাসিকা উপরে শোভে,এ গজমুকুতা গো, সোনায় মণ্ডিত তার পাশে। বিজুরী সহিতে কেবা, চান্দের কলিকা গো, মেঘের আড়ালে থাকি হাঁসে ॥ ৩ ॥ সুন্দর কপালে শোভে, কিবা সুন্দর তিলক গো, তাহে শোভে অলকার পাঁতি। হিয়ার ভিতরে মোর,ঝলমল করে গো;চান্দে যেন ভ্রমরের পাঁতি ॥৪॥ মদন-ফাঁদ ওনা, চূড়ার টালনি গো, উহা নাকি শিখিয়াছে কোথা। এবুক ভরিয়া মুঞি,উহা না দেখিনু গো,এই বড় মরমের ব্যথা ॥৫॥ কেমন মধুর রসে, সেনা বোল খানি গো, হাতের উপরে লাগি পাঙ। তেমন করিয়া যদি, বিধাতা গঢ়িত গো, ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া তাহা খাঙ ॥ ৬ ॥ করিবর কর যিনি, বাহুর বলনি গো, হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার আগে। যৌবন বনের পাখী, পিয়াসে মরয়ে গো, তাহার পরশ রস মাগি ॥ ৭ ॥ অমিয়া মাখল কিবা, চন্দন তিলক গো, কপালে সাজিয়া দিল কে। নিরখিয়া চাঁদমুখ, কেমনে ধরিব বুক, পরাণে কেমনে জীয়ে সে ॥ ৮ ॥ চরণে নূপুরধ্বনি, খঞ্জ-ন্নরব জিনি গো, গমন মন্থর গজমাতা। অমিয়া রসের ভাসে, ডুবল তাহে শ্রীনিবাস গো, প্রেমসিন্ধু গঢ়ল বিধাতা ॥ ৯ ॥

আস্বাদিয়া অন্যান্যে গলা ধরিয়া রোদন। সে আনন্দ হইল তাহা বলিব কোন জন ॥ মোর প্রভু যথাযোগ্য সম্ভাষে সবারে। দণ্ডবৎ প্রণাম করি প্রেম গর গরে ॥ কেহ করে আলিঙ্গন কেহ করে নতি। সবাকারে হইল কৃপা গৌর-বের স্থিতি ॥ তবে অধিকারী গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত।

গোবিন্দের শয়ন করাইলা আনন্দিত ॥ আজ্ঞা মালা গোবিন্দের আনিয়া ধরিল। আনন্দিত হইয়া সবে প্রভুর গলে দিল ॥ প্রসাদ মালা পাইয়া সবার বাঢ়িল আনন্দ। প্রসাদ ভোজন সবে করিলা স্বচ্ছন্দ ॥ তাম্বূল তুলসীমালা সবাকারে দিলা। তবে সবে নিজ নিজ বাসারে আইলা ॥ আর এক দিনে সবে একত্র যবে হইলা। মোর প্রভু প্রতি সবে আজ্ঞা যে করিলা। শুন শ্রীনিবাস গৌড়ে করহ গমন। গ্রন্থরাশি লেহ তুমি করিয়া যতন ॥ ভট্ট গোসাঞি কহে শুন বচন আমার। সবে মেলি শুন এই প্রভুর ব্যবহার ॥ এত কহি গোস্বামির মনের উল্লাস। আনিয়া ধরিলা গৌরের কৌপীন বহির্ব্বাস ॥ মোর প্রভুর মাথে তাহা বান্ধিয়া ত দিল। দক্ষিণ যাইতে প্রভু মোরে আজ্ঞা দিল ॥ আমার প্রসাদি বস্ত্র কৌপীন বহির্ব্বাস। শ্রীনিবাসে দিতে আজ্ঞা অত্যন্ত উল্লাস ॥ পুন আজ্ঞা হইল তাহা শুনহ সত্বরে। তব কৃপায় মোরে কৃপা জানাইবে তারে ॥ এসব প্রসঙ্গ কথা কহিনু দুই জনে। শ্রীরূপ সহিত কথা কহিনু সনাতনে ॥ তবে দুই ভাই এই প্রসঙ্গ শুনিয়া। কত সুখ উপজিল প্রেমে পূর্ণ হঞা ॥ এত শুনি যত গোসাঞি আনন্দ পাইলা। গৌড়েতে যাবার লাগি অনুমতি দিলা ॥ তাহা শুনি প্রভু মোর ভট্ট গোস্বামিরে। শ্রীগুণমঞ্জরী রূপ বর্ণন আচরে ॥

তথাহি পদং ॥

প্রেমকপুঞ্জরী, শুন গুণমঞ্জরী, তুঁহু সে সকল শুভদাই। তুঁহারি গুণ গণ, চিন্তই অনুক্ষণ, মঝু মন রহল বিকাই ॥ হরি হরি কবে মোর শুভদিন হোয়। কিশোরী কিশোর পদ,

মিলন সম্পদ, তুয়া সনে মিলব মোয় ॥ হেরি কাতর জন, কর কৃপা নিরীক্ষণ, নিজ গুণে পূরবি আশে। তো বিনু নবঘন, বিন্দু বরিষণ, কেতোড়ই পাপিহা পিয়াশে ॥ তুঁহু সে কেবল গতি, নিশ্চয় নিশ্চয় অতি, মঝু মনে ইহ পরমাণে। কহই কাতর ভাসে, পুনঃ পুনঃ শ্রীনিবাসে, করুণায় কর অবধানে ॥১॥

তুঁহ গুণমঞ্জরী, রূপে গুণে আগরী, মধুর মাধুরী গুণধামা। ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব, প্রেমসেবা নিরবন্দ, বরণ উজ্জ্বল তনু শ্যামা ॥ কি কহব তুয়া যশ, রহুঁসে তোহারি বশ, হৃদয় নিশ্চয় মঝু-জানে। আপন অনুগ করি, করুণা কটাক্ষ হেরি, সেবা সম্পদ্ কর দানে ॥ হোই বামন তনু, চাঁদ ধরিব যনু, মঝু মনে ইহ অভিলাষে। এজন কৃপণ অতি, তুঁহু সে কেবল গতি, নিজ-গুণে পূরবি আশে ॥ মূর্দ্ধন্য অঞ্জলি করি, দশনে হ তৃণ ধরি, নিবেদহুঁ বারহুঁ বারে। শ্রীনিবাস দাস নামে, প্রেমসেবা ব্রজ-ধামে, প্রার্থই তুয়া পরিবারে ॥ ২ ॥

প্রভু যবে এই পদ করিলা বর্ণনে। সবেই আনন্দ অতি পাইলেন মনে ॥ পদ শুনি সকলেই পরম হরিষে। শ্রীদাস গোস্বামী বড় পাইলা সন্তোষে ॥ ধন্য ধন্য বলি প্রভুরে করি-লেন কোলে। ভিজাইলা সব অঙ্গ নয়নের জলে ॥ শুন শুন শ্রীনিবাস পরম হরিষে। তোমা দেখিবার লাগি হুভাই আদেশে ॥ শ্রীকুণ্ড ছাড়িয়া আমি না যাই এক-ক্ষণ। তোমা দেখিবারে লাগি এথা আগমন ॥ যেন শুনি-লাম তেন, দেখিনু নয়নে। তোমার ভাগ্যের সীমা কহিব কোন জনে ॥ শ্রীরূপবিচ্ছেদে মোর শরীর জর জর। সনাতন বিচ্ছেদে মোর পুড়য়ে অন্তর ॥ হুভাই বিচ্ছেদে

প্রাণ ধরি বারে নারি। দেখিয়া যুড়াইল তোমার গুণের মাধুরী॥ যেবা সুখে ছিনু আমি দুঁহার দর্শনে। সেই সুখ লভ্য হবে তোমার মিলনে॥ এই দেখ প্রভুদত্ত গোবর্দ্ধন-শিলা। স্পর্শ করাইলা তবে শিলা গুঞ্জামালা॥ তোমা লাগি মহাপ্রভুর হস্তের লিখন। সবেই শুনিল মোরা করিয়া যতন॥ তোমা লাগি গোবিন্দের আজ্ঞামৃত ধ্বনি। তোমা লাগি দুই ভাই কহিলা আপনি॥ তোমা লাগি এই যত গ্রন্থ পরকাশ। তোমা দেখিবারে ছিল সবাকার আশ॥ ভট্টগোস্বামির যাতে কৃপার ভাজন। অনায়াসে প্রাপ্তি তারে এই সব ধন॥ শ্রীভট্ট গোস্বামী শ্রীদাস গোস্বামির সঙ্গে। আনন্দ-তরঙ্গে দুঁহে ধরিতে নারে অঙ্গে॥ মহাপ্রভুর দত্ত কৌপীন বস্ত্র-বহির্ব্বাসে। মস্তকে বান্ধিয়া দিল পরম সন্তোষে॥ গোবিন্দের প্রসাদি মালা আনি দিল গলে। বংশীবদন শালগ্রাম দিল সেই কালে॥ আশীর্ব্বাদ করে সবে মনের আনন্দে। তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন শ্রীরাধাগোবিন্দে॥ তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন রূপ সনাতন। অবিলম্বে শীঘ্র গৌড়ে করহ গমন॥ তবে প্রভু নিজ প্রভুর চরণ বন্দিয়া। সবারে বন্দিলা তবে আনন্দ পাইয়া॥ সবাকার অনুমতি লইয়া মস্তকে। যত ব্রজবাসিগণে বন্দিলা প্রত্যেকে॥ মনের আনন্দে তবে গ্রন্থরাশি লইয়া। গৌড়েতে গমন শীঘ্র মন নিবেশিয়া॥ গোস্বামি সকল তবে অনুব্রজি আইলা। যত ব্রজবাসী তার সঙ্গেই চলিলা॥ এক ক্রোশ অনুব্রজি আইলা যখন। সবাকার উৎকণ্ঠা আসি হইল তখন॥ হায় হায় বিধি তুমি কি কাজ করিলে। নিধি দিয়া কেন পুনঃ হরিয়া লইলে॥ সে

কালের বিচ্ছেদ কেবা করিব বর্ণন। পশু পক্ষী আদি সবে করিলা ক্রন্দন॥ বিবর্ণ হইয়া কিছু হইলেন স্থিরে। প্রভু প্রতি বাক্য সবে কহে ধীরে ধীরে॥ শুন শুন শ্রীনিবাস কহিয়ে তোমারে। নির্ব্বিঘ্নে তুমি আইস গৌড় নগরে॥ ইহোঁ গৌড়ে আইলা গোস্বামী বৃন্দাবনে। পথে পথে যায় সবে করিয়া ক্রন্দনে॥ যে প্রকারে গৌড়দেশে গমন করিলা। প্রেমবিলাস গ্রন্থমাঝে বিস্তারি বর্ণিলা। লিখিলেন সেই গ্রন্থ জাহ্নবা আদেশে। গ্রন্থ প্রকাশিলা তাহা নিত্যানন্দদাসে॥ তাহাতে বিস্তার আছে এ সব প্রসঙ্গ। অমৃত জিনিয়া কিবা বাক্যের তরঙ্গ॥ গ্রন্থ লইয়া প্রভু মোর আইলা গৌড়দেশে। তথাতে তোমারে কৃপা করিলা বিশেষে॥ যেবা প্রতিজ্ঞা করি প্রভু মোর আইল। আহার করাণ আমি প্রত্যক্ষ দেখিল॥ যে প্রতিজ্ঞা কৈল প্রভু তার এই সাক্ষী। সিদ্ধ প্রতিজ্ঞা প্রভু তোমাতেই দেখি॥ তুমি ভাই পদ যবে করিলা বর্ণন। তাহাতেই এই বাক্যে করিয়াছ সূচন॥ দুই পদ দুই কথা আছে পরকাশ। কিবা সে আশ্চর্য্য কথা সুধার নির্যাস॥

তথাহি পদং॥

রাধাপদে সুধারাশি, সে পদে করিলা দাসী, গোরাপদে বাঁধি দিল চিত। শ্রীরাধারমণ সহ, দেখাইল কুঞ্জগৃহ, দেখাইলা দুঁহু প্রেম রীত॥

অপরাধে জানাইল আপন ব্যবহার। কি কহিব ঘেন তোমার আচার বিচার॥

বসিয়া থাকিয়ে যবে, আসিয়া উঠায় তবে, লইয়া যায়

যমুনার তীর। কি করিতে কি না করি, সদাই ঝুরিয়া মরি, তিলে এক নাহি রহি স্থির॥

আপনকার কথা ভাই কহিলা আপনে। তোমার ভাগ্যের কথা কহিব কোন জনে॥ তোমার প্রতি প্রভু মোর করেছেন দীক্ষা। আমি আর কি কহিব তোমার প্রতি শিক্ষা॥ এই ত কহিল ভাই কি কহিব আর। নিশ্চয় করিয়া সেব প্রভু পদ সার॥ তার কৃপায় তোমার এ দশা উপজিল। তোমার সঙ্গেত আসি বড় সুখ পাইল॥ সংক্ষেপে কহিল এই রাজা প্রতি শিক্ষা। অনন্ত অপার তার কে করিবে লেখা॥ নির্জনেতে রহিয়া রাজারে শিক্ষা দিল। এক মাস রহি রাজায় সব শুনাইল॥ শিক্ষা করি এক গ্রাম কবিরাজে দিয়া। দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে ভূমে লোটাইয়া॥ রামচন্দ্র সঙ্গে রাজা পাইল আনন্দ। সদা কৃষ্ণকথা রসে রহিলা স্বচ্ছন্দ॥ এই ত কহিল শ্রীআচার্য্য গুণগাণ॥ ভাগ্যবান্ জনে ইহা করয়ে শ্রবণ॥ শুদ্ধ চিত্ত হইয়া যেবা এই কথা শুনে। তার পদরজ কর মস্তকভূষণে॥ শ্রীরামচন্দ্র-পদে মোর কোটি নমস্কার। যার মুখে শুনিলা রাজা সিদ্ধান্তের সার॥ দয়াকর অহে প্রভু রামচন্দ্রের নাথ। করুণা করিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ॥ স্বগণে করুণা কর শ্রীআচার্য্য ঠাকুর। জন্মে জন্মে হঙ তোমার উচ্ছিষ্টের কুক্কুর॥ কুক্কুর হইয়া রহিব সেই স্থানে। কভু যদি দয়া কর নয়নের কোণে॥ দয়া কর অহে প্রভু সদয় অন্তরে। জন্মে জন্মে রহ যেন তুয়া পরিকরে॥ তোমার প্রতিজ্ঞা শুনি মনের উল্লাস। নিজগুণে দয়া কর পূর মোর আশ॥ কৃপা কর অহে

প্রভু করুণার সিন্ধু। পাতকির ত্রাণ হেতু তুমি দীনবন্ধু॥ দন্তে তৃণ ধরি আমি এই মাত্র চাঙ। জন্মে জন্মে যেন তুয়া পরিকরে গাঙ॥ তুয়াপদে ওহে প্রভু কি কহিব আর। অধম দুর্গম জনে কর অঙ্গীকার॥ পাতকির ত্রাণ হেতু তোমার অবতার। অতএব উদ্ধার প্রভু মো হেন দুরাচার॥ মুঞি ছার হীনবুদ্ধি নিবেদিব কত। নিজ চিত্তে বুঝি কর যেবা মনোনীত॥ নিগ্রহ করহ কিবা কর অনুগ্রহ। জগ-মাঝে কেহ নাহি বুঝি দেখ এহ॥ দয়া কর অহে প্রভু লইনু শরণ। কৃপা করি কর মোর বাঞ্ছিত পূরণ॥ তুয়া বিনু অহে প্রভু মোর নাহি গতি। দীনহীন জনে দয়া করহ সম্প্রতি॥ দৈবক্রমে অন্য জন্ম হয়ে ত আমার। সেখানে মিলয়ে যেন তুয়া পরিকর॥ বহু ভাগ্যে তুয়া পরিকরে জনমিয়া। আশা পূর্ণ কর প্রভু সদয় হইয়া॥ তবে পূর্ণ হয় প্রভু মন অভিলাষ। জন্মে জন্মে হঙ তুয়া দাসের অনুদাস॥ সম্বরণ কর চিত্তে স্বদাস দেখিয়া। তথাপি হ তোমার গুণে খলবল হিয়া॥ কত পাপী উদ্ধারিলা করুণা বাতাসে। পাতকী অবধি প্রভু রহি গেল দেশে॥ হেন জনে উদ্ধা-রিয়া দেখাও নিজ বল। পাতকি উদ্ধার নাম তবে সে সফল॥ নিবারণ করি যদি আপনার ক্ষোভে। তথাপি হ তুয়া গুণে উপজয়ে লোভে॥ সাধ্য সাধন আমি কিছুই না জানি। তোমার সম্বন্ধে ভৃত্য এইমাত্র জানি॥ কৃপা করি পূর্ণ কর আশার বন্ধন। এ দীন দুঃখিত জনের এই নিবেদন॥ বৈষ্ণব গোসাঞি মোর পতিতপাবন। কৃপা করি দেহ প্রভু চরণে শরণ॥ আদোষদরশী চিত্ত তোমা সবাকার। অতএব

দোষ কিছু না লবে আমার ॥ নিজ হিত আমি নাহি জানি ভালমতে। তথাপিহ প্রভুর গুণ-বর্ণন করিতে ॥ বর্ণনের ভাল-মন্দ না জানি বিশেষে। তবে যে লিখিয়ে নিজ প্রভুর আদেশে ॥ দোষ ত্যাগ করি প্রভু করহ শ্রবণ। দন্তে তৃণ করি করোঁ এই নিবেদন ॥ বুঁধইপাড়াতে রহি শ্রীমতী-নিকটে। সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে ॥ পঞ্চদশ শত আর বৎসর ঊনত্রিংশে। বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে ॥ নিজ প্রভুর পাদপদ্ম মস্তকে করিয়া। সম্পূর্ণ করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস। তার দাসের দাস এই যদুনন্দন দাস ॥ গ্রন্থ শুনি ঠাকুরাণীর মনের আনন্দ। শ্রীমুখে রাখিলা নাম গ্রন্থ কর্ণানন্দ ॥ শ্রীমতী সগণে গ্রন্থ করি আস্বাদন। পুলকে পূরিত দেহ সাশ্রু নয়ন ॥ পুনশ্চ শ্রীমতী কহেন মস্তকে পদ দিয়া। কহিতে লাগিলা কিছু হঁসিয়া হাঁসিয়া ॥ মোর কর্ণ তৃপ্ত কৈলা গ্রন্থ শুনাইয়া। শ্রবণ পরশে মোর জুড়াইল হিয়া ॥ শুন শুন অহে পুত্র কহিয়ে তোমারে। বড়ই আনন্দ মোর তাহা শুনিবারে ॥ কবিরাজের গণ আর চক্রবর্ত্তির গণ। ব্যবস্থা করিয়া মোরে করাহ শ্রবণ ॥ তবে মুঞি প্রভুপদে করিয়া বিনতি। ভূমিতে পড়িয়া পদে কৈল বহু স্তুতি ॥ প্রভু আজ্ঞা শিরে করি আনন্দিত মন। লিখিয়ে প্রভুর আজ্ঞা করিতে পালন ॥ অষ্ট কবিরাজ আর চক্রবর্ত্তী ছয়। পৃথিবীতে ব্যক্ত ইহা সবেই জানয় ॥ প্রধান অষ্ট কবিরাজ করিয়া বর্ণন। পশ্চাতে কহিব অন্য কবিরাজের গণ ॥ কবিরাজের জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র কবিরাজ। ব্যক্ত হৈয়া আছে নিয়ঁছো জগতের মাঝ ॥ ১ ॥ তাহার অনুজ শ্রীকবি-

রাজ গোবিন্দ। যাহার চরিত্রে দেখ জগৎ আনন্দ ॥ ২ ॥ তবে শ্রীকর্ণপূর কবিরাজ ঠাকুর। বর্ণিয়াছেন প্রভুর গুণ করিয়া প্রচুর ॥ ৩ ॥ তবে কহি শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ ঠাকুর। ভজন প্রবল যার চরিত্র মধুর ॥ ৪ ॥ ভগবান্ কবিরাজ মধুর আশয়। প্রভুপদ বিনু যিঁহো অন্য না জানয় ॥ ৫ ॥ বল্লবীদাস কবিরাজ বড় শুদ্ধচিত্ত। প্রভু পদে সেবা বিনু নাহি অন্য কৃত্য ॥ ৬ ॥ তবে শ্রীগোপীরমণ কবিরাজ ঠাকুর। বড়ই আনন্দময় গুণের প্রচুর ॥ ৭ ॥ তবে কহি কবিরাজ শ্রীগোকুলানন্দ। নিরন্তর ভাবে যিঁহো প্রভু পদ দ্বন্দ ॥ ৮ ॥ এই অষ্ট কবিরাজের করিল বর্ণন। অপর কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥ শ্রীগোবিন্দের পুত্র কবিরাজ দিব্যসিংহ। প্রভুর পাদপদ্মে যিঁহো হয় মত্ত ভৃঙ্গ ॥ ৯ ॥ শ্রী-বাসুদেব কবিরাজ শ্রীবৃন্দাবন দাস। বৈষ্ণবসেবাতে যাঁর বড়ই উল্লাস ॥ ১১ ॥ আর কহি কবিরাজ দাস বনমালী। মানস সেবাতে যিঁহো বড় কুতূহলী ॥ ১২ ॥ বড়ই আনন্দ কবিরাজ দুর্গাদাস। বৈষ্ণবের ভুক্ত শেষে বড়ই বিশ্বাস ॥১৩॥ বড়ই রসিক রূপ কবিরাজ ঠাকুর। সদা অশ্রু বহে যার প্রেমময় পূর ॥ ১৪ ॥ তাহার সহোদর শ্রীনিমাই কবিরাজ। প্রভু পদ সেবা বিনু নাহি আর কাজ ॥ ১৫ ॥ শ্যামদাস কবিরাজ তাহার বৈমাত্র। সুস্নিগ্ধ মূরতি যিঁহো মহাবিজ্ঞ পাত্র ॥ ১৬ ॥ শ্রীনারায়ণ কবিরাজ নৃসিংহ সহোদর। তার গুণ কি কহিব বাক্য অগোচর ॥ ১৭ ॥ শ্রীবল্লবী কবিরাজের দুই সহোদর। প্রভু পদে নিষ্ঠা যার বড়ই তৎপর ॥ জ্যেষ্ঠ শ্রীরামদাস কবিরাজ ঠাকুর। হরিনামে রত সদা কৃষ্ণ প্রেম-

পুর ॥ ১৮॥ তাহার অনুজ কবিরাজ গোপাল দাস। বৈষ্ণব-সেবাতে যার বড়ই বিশ্বাস ॥ ১৯॥ ঊনবিংশতি কবিরাজের করিল বর্ণন। ইহাঁ সবার স্মরণ মাত্রে প্রেম উদ্দীপন ॥ তবে কহি শুন এই চক্রবর্ত্তির গণ। প্রধান ছয় কহি আগে করহ শ্রবণ ॥ চক্রবর্ত্তি-শ্রেষ্ঠ যিঁহো শ্রীগোবিন্দ নাম। কি কহিব তার কথা সব অনুপম ॥ কায়মনো বাক্যেতে প্রভুর করে সেবা। প্রভুপদ বিনা যিঁহো না জানে দেবী দেবা ॥ ১ ॥ প্রভুর শ্যালক দুই কহি তাহা শুন। পরম বিদগ্ধ দুঁহু ভজন নিপুণ ॥ জ্যেষ্ঠ শ্রীশ্যামদাস চক্রবর্ত্তী ঠাকুর। বড়ই প্রসিদ্ধ যিঁহো রসেতে প্রচুর ॥ ২ ॥ রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কনিষ্ঠ ॥ যাহার ভজন দেখি প্রভু হৈলা তুষ্ট ॥ ৩ ॥ তবে কহি শুন ইবে চক্রবর্ত্তী ব্যাস। সদাই আনন্দে রহে বিষ্ণুপুরে বাস ॥ ৪ ॥ আর কহি চক্রবর্ত্তী রামকৃষ্ণ ঠাকুর। সদাই আনন্দময় চরিত্র মধুর ॥ ৫ ॥ তবে কহি চক্রবর্ত্তী শ্রীগোকুলানন্দ। বৈষ্ণব-সেবাতে যিঁহো রহেন স্বচ্ছন্দ ॥ ৬ ॥ এই ছয় চক্রবর্ত্তী করিলা শ্রবণ। অপর কহিয়ে তাহা শুন দিয়া মন ॥ মহারাজ চক্রবর্ত্তী শ্রীবিরহাম্বীর। প্রভু পদে নিষ্ঠা যার মহাভক্ত ধীর ॥ ৭ ॥ মহা গুণবন্ত শ্রীল দাস চক্রবর্ত্তী। হরিনামে জিহ্বা যার সদা থাকে স্ফূর্ত্তি ॥ ৮ ॥ আর ভক্ত রামজয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়। তাহার অনন্ত গুণ কহিল না হয় ॥৯॥ আর ভক্ত চক্রবর্ত্তী শ্রীরাধাবল্লভ। নামপরায়ণ যিঁহো জগদ্‌দুর্ল্লভ ॥ ১০ ॥ আর ভক্ত শ্রীল রূপঘটক চক্রবর্ত্তী। রাধাকৃষ্ণ লীলারস সদা যার স্ফূর্ত্তি ॥ ১১ ॥ আর ভক্ত চক্রবর্ত্তী

ঠাকুরের ঠাকুর। প্রভু পদে দৃঢ়রতি গুণের প্রচুর॥ ১২॥ দ্বাদশ চক্রবর্ত্তির এই কহিল প্রকাশ। যা সবার নাম স্মৃতে প্রেমের উল্লাস॥ ‡ এই সব ভাগবতের বন্দিয়া চরণ। পরম আনন্দে প্রভু করিলা শ্রবণ॥ শুনিয়া ত শ্রীমতীর মনের আনন্দ। যথার্থই এই মোর গ্রন্থ কর্ণানন্দ॥ শ্রীমতীর আজ্ঞা মুঞি লইয়া মস্তকে। পরমানন্দে কর্ণানন্দ লিখিল পুস্তকে॥

---

‡ শ্রীনিবাস-শাখাঃ—

শ্রীদাস-গোকুলানন্দৌ শ্যামদাসস্তথৈব চ।
শ্রীব্যাসঃ শ্রীল গোবিন্দঃ শ্রীরামচরণস্তথা॥
ষট্ চক্রবর্ত্তিনঃ খ্যাতা ভক্তিগ্রন্থানুশীলনাঃ।
নিস্তারিতাখিলজনাঃ কৃতবৈষ্ণবসেবনাঃ॥ ৬॥
শ্রীরামচন্দ্র-গোবিন্দ-কর্ণপূর-নৃসিংহকাঃ।
ভগবান্ বল্লবীদাসো গোপীরমণ-গোকুলৌ॥
কবিরাজ ইমে খ্যাতা অয়স্ত্যষ্টৌ মহীতলে।
উত্তমা ভক্তিসদ্রত্নমালাদান-বিচক্ষণাঃ॥ ৮॥
চট্টরাজ ইতি খ্যাতো রামকৃষ্ণাভিধানকঃ।
কুমুদানন্দসংজ্ঞাকঃ কুলরাজঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
শ্রীরাধাবল্লভঃ খ্যাতো মণ্ডলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
চক্রবর্ত্তী সমাখ্যাতো জয়রামাভিধানকঃ॥
শ্রীরূপঘটকশ্চাপি সর্ব্ববিখ্যাত এব চ।
শ্রীমৎ-ঠাকুরদাসাখ্যো ঠক্কুরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৬॥
মহারাজাধিরাজঃ শ্রীবীরহাম্বীরসিংহকঃ।
মল্লভূপকুলোৎপন্নো ভক্তিমান্ সুপ্রতাপবান্॥ ১॥ ২১॥
এবমষ্টৌ কবিনৃপা দ্বাদশৈতে ধরামরাঃ।
মল্লাবনিপতিস্ত্বেকঃ শাখা ইত্যেকবিংশতিঃ।
শ্রী শ্রীনিবাসকল্পদ্রোঃ শাখাবর্ণনমেব চ॥

(প্রেমবিলাসে এইরূপ। ১৮ বিলাসে শেষ।)

কর্ণানন্দ কথা এই সুধার নির্য্যাস। শ্রবণ পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস॥ আচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা। প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥ সে দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাসে। কর্ণানন্দ কথা কহে যদুনন্দন দাসে॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীকর্ণানন্দে আচার্য্যপ্রভুর প্রতিজ্ঞা এবং শ্রীরামচন্দ্রাদি আট কবিরাজ ও ছয় চক্রবর্ত্তির নামবর্ণন নামক ষষ্ঠ নির্য্যাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৬ ॥ * ॥

সপ্তম নির্যাস।

জয় জয় মহাপ্রভু পতিতের ত্রাণ। জয় জয় নিত্যানন্দ করুণানিধান॥ জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত ঈশ্বর। জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভুর পরিকর॥ জয় জয় শ্রীস্বরূপ গোসাঞি দামোদর। জয় জয় শ্রীরামানন্দ রসের আকর॥ জয় রূপ সনাতন পতিতপাবন। জয় জয় শ্রীগোপালভট্টের চরণ॥ জয় রঘুনাথ ভট্ট শ্রীদাস গোসাঞি। জয় জয় হউ সদা শ্রীজীব গোসাঞি॥ জয় শ্রী আচার্য্য প্রভু করুণা সাগর। জয় জয় রামচন্দ্র সহ সহোদর॥ জয় শ্রীবৈষ্ণব গোসাঞি পতিতপাবন। দন্তে তৃণ করি মাগোঁ দেহ এই ধন॥ শ্রীআচার্য্য প্রভুর পদ প্রাপ্তির লালসে। কৃপা করি পূর্ণ কর এই অভিলাষে॥ শুন শুন ভক্তগণ করি নিবেদন। পরম পবিত্র কথা করহ শ্রবণ॥ গ্রন্থ শুনি প্রভু তবে প্রসন্ন হইয়া। অনেক করিলা কৃপা আর্দ্রচিত্ত হইয়া॥ শুন শুন অহে পুত্র কহিয়ে তোমারে। মোর প্রভুর পদস্ফূর্ত্তি তোমার অন্তরে॥ তবে শ্রীমতীর দুটী চরণে ধরিয়া। বহু প্রণমিল মুঞি ভুমে লোটাইয়া॥ শুন শুন প্রভু তুমি দয়া কর মোরে। বড়ই সন্দেহ মোর আছয়ে অন্তরে॥ কৃপা করি কর যদি সন্দেহ ছেদন। শ্রীমুখের বাক্য শুনি জুড়ায়ে শ্রবণ॥ প্রভু কহে কি সন্দেহ কহ দেখি শুনি। তবে মুঞি প্রভুপদে কহিলাম বাণী॥ প্রভুর চরিত্র কথা জাহ্নবা আদেশে। রচিলেন প্রেমবিলাস নিত্যানন্দ দাসে॥ গ্রন্থ লইয়া প্রভু যবে আইলা গৌড়দেশে। তাহাতেই এই

বাক্য লিখিলা বিশেষে॥ গ্রন্থের চুরির কথা তিঁহো যে শুনিয়া। উছলি পড়িলা যাই কুণ্ডেই যাইয়া॥ বড়ই বিরক্ত চিত্ত ধৈর্য্য নাহি রয়। হায় হায় হেন দুঃখ সহেন না যায়॥ শ্রীদাস গোস্বামী আগে দেহ ত্যাগ কৈল। ইহা শুনি চিত্তে মোর সন্দেহ জন্মিল॥ শ্রীল কবিরাজ গোসাঞি লিখিলা সূচকে। একে একে তাহা আমি লিখিল প্রত্যেকে॥ "ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাসঃ" এই ত লিখন। বড়ই সন্দেহ পদে কৈল নিবেদন॥ রঘুনাথ অপ্রকট কবিরাজ আগে। সূচকেতে এই কথা লিখিলা মহাভাগে॥ কবিরাজ আগে অপ্রকট রঘুনাথে। কবে সে হইব গোসাঞি নয়নের পথে॥ এই বাক্য গোসাঞি লিখিলা বার বার। চিত্তেতে সন্দেহ মোর বাড়িল অপার॥ বড়ই সন্দেহ পদে কৈল নিবেদন। কৃপা করি কর প্রভু সন্দেহ ছেদন॥ শুনি ঠাকুরাণী বড় হরিষ অন্তরে। কহিতে লাগিলা তবে বচন মধুরে॥ শুন পুত্র পূর্ব্বে প্রভু মুখেতে শুনিল। এই কথা রামচন্দ্র প্রভুকে জিজ্ঞাসিল॥ তার প্রত্যুত্তর প্রভু যেবা কিছু দিল। তাহা শুনি রামচন্দ্র সুখ বড় পাইল॥ নিকটে থাকিয়া আমি শুনিল যে কথা। সেই সব কথা তোমায় কহিয়ে সর্ব্বথা॥ প্রভু কহে রামচন্দ্র কহিয়ে বচন। কহি যে আশ্চর্য্য কথা করহ শ্রবণ॥ অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা। রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥ গোস্বামি-প্রতিজ্ঞা এই সুদৃঢ় নিশ্চয়। প্রতিজ্ঞা যে কৈল তাহা অন্যথা না হয়॥ শ্রীরূপ বিচ্ছেদে গোসাঞি কাতর অন্তরে। অন্ধপ্রায় রহিলেন রাধাকুণ্ড-তীরে॥ বড়ই বিয়োগে গোসাঞি কাতর অন্তর। কিরূপে

দেহত্যাগ ইহা ভাবে নিরন্তর॥ হেন কালে গ্রন্থ চুরির বারতা শুনিয়া। বড়ই বিষাদে উঠে রোদন করিয়া॥ হায় হায় কি হইল বড়ই প্রমাদে। এই বাক্য বার বার কহয়ে বিষাদে॥ তবে সেই গোস্বামী ধৈর্য্য ধরিতে নারিয়া। রঘুনাথের পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া॥ সিদ্ধ দেহ প্রাপ্তি যেন হইল তাহার। দাসগোস্বামির চিত্তে দুঃখ যে অপার॥ এইমতে যত রাধাকুণ্ডবাসি-লোকে। সবাকার চিত্তে অতি বাড়ি গেল শোকে॥ তবে রূপ সনাতন দুই সহোদর। চিন্তিত হইল বড় মনের ভিতর॥ রঘুনাথের প্রতিজ্ঞা সুদৃঢ় জানিয়া। দুই গোস্বামী কহেন কবিরাজেরে ডাকিয়া॥ ইহা লাগি জগদ্‌গুরু প্রভুর লিখন। শ্রীনিবাসে সমর্পিবে গ্রন্থ মহাধন॥ ভবিষ্য চৈতন্য গোসাঞি ইহার লাগিয়া। গ্রন্থ প্রকাশিলা মোরে শক্তি সঞ্চারিয়া॥ গৌড়ে বিতরণ হেতু শক্তি শ্রীনিবাসে। এই হেতু মহাপ্রভুর হইয়াছে আদেশে॥ সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি প্রভুর আজ্ঞা বলবান্। কাহার শকতি আছে করিবারে আন॥ বৃথা শোকে দেহ ত্যাগ কেনে কর তুমি। গ্রন্থ প্রাপ্তি হবে ইহা কহিলাম আমি॥ রঘুনাথের সেবা তুমি কথোদিন কর। পুনশ্চ আসিবে মোর যুথের ভিতর॥ দুই সহোদরের আজ্ঞামৃত করি পান। পুন কবিরাজ দেহে হইল চেতন॥ আজ্ঞা দিলা গগনেতে যত দেবগণ॥ কবিরাজের প্রাপ্তি দেখি ভাবে ঘনে ঘন॥ রঘুনাথের প্রতিজ্ঞা ইহা লঙ্ঘন কি মতে। সকলে মিলিয়া ইহা চিন্তে অবিরতে॥ পাষাণের রেখা যেন গোস্বামির লিখন। খণ্ডন করিতে তাহা আছে কার ক্ষম॥

তথাহি স্তবাবল্যাং স্বনিয়মে ৯ শ্লোকে॥

ব্রজোৎপন্নক্ষীরাশনবসনপত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্ব্বাহ্য ব্যবহৃতিমদম্ভং সনিয়মঃ।
বসামীশাকুণ্ডে গিরিবরকুলে চৈব সময়ে
মরিষ্যে তু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদিপুরতঃ॥ ইত্যাদি॥

ব্রজোদ্ভব ক্ষীর এই আমার ভোজন। ব্রজ বৃক্ষ পত্র এই আমার বসন॥ ইহাতে নির্ব্বাহ হয় দম্ভ পরিহরি। শ্রীকুণ্ডে রহিয়া কিবা গোবর্দ্ধন গিরি॥ নিশ্চয় মরণ মোর রাধাকুণ্ড-তীরে। সুদৃঢ় নিয়ম এই বড়ই দুষ্করে॥ শ্রীল জীব রহিবেন আমার অগ্রেতে। শ্রীকৃষ্ণ দাস আর গোসাঞি লোকনাথে॥ এই জানি দৈববাণী হইল আচম্বিতে। শুনিলেন ইহা সবে আপন কর্ণেতে॥ শুন শুন কবিরাজ কহিয়ে তোমারে। গ্রন্থ প্রাপ্তি বার্ত্তা তুমি পাইবা অচিরে॥ দুই সহোদর আর দেবের বচনে। শুনিলেন কবিরাজ আপন শ্রবণে॥ সিদ্ধ সাধক দেহ দুই এক যোগে। সাধক দেহে পুনঃ প্রাপ্তি হইলা মহাভাগে॥ ইহার প্রমাণ কিছু শুন এক চিত্তে। ব্যক্ত করি লিখিলেন চৈতন্যচরিতামৃতে *॥ "অন্তর্দ্দশায় মহাপ্রভুর জলকেলি লীলা। দেখিয়া ত সেই ভাবে আবিষ্ট হইলা॥ যমু-নাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে। তীরে রহি দেখে প্রভু সখীগণ সঙ্গে॥ এথা স্বরূপাদি সবে চলে অন্বেষিয়া। জালিয়ার মুখে শুনি পাইলা আসিয়া॥ মৃতপ্রায় দেখি প্রভুকে কাতর হইলা। স্বরূপাদি সবে তবে চিন্তিত হইলা॥ উচ্চ করি হরি-ধ্বনি কহে প্রভুর কানে। শুনিয়া ত মহাপ্রভু পাইলা

* অন্ত্যলীলা ১৮ পরিচ্ছেদে।

চেতনে॥” অন্তর্দশা বাহ্যদশা তাহার প্রমাণ। এই মত কবিরাজের জানিবা বিধান॥ সিদ্ধ হইয়া সাধক যিঁহো কি ইহার বিস্ময়। প্রাকৃতে এসব কার্য্য কভু নাহি হয়॥ অতএব সব কথা বড়ই দুর্গম। যথার্থ সুদৃঢ় এই রঘুনাথ নিয়ম॥ প্রেমবিলাসে ইহা না কৈল প্রকাশে। প্রথমে লিখিলা কিছু না লিখিলা শেষে॥ ইহা শুনি রামচন্দ্র আনন্দ অন্তরে। দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে ভূমির উপরে॥ প্রভু নিজপদ তার মস্তকে ত দিয়া। হর্ষে গাঢ় আলিঙ্গন কৈলা উঠাইয়া॥ প্রভু কহে শুন রামচন্দ্র কবিরাজ। এই সব কথা তুমি রাখ হৃদি মাঝ॥ তবে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের হাতে ধরি। কহিতে লাগিলা কিছু বচনমাধুরী॥ আমার সদৃশ তুমি সর্ব্ব গুণধর। মোর মনোবেদ্য তুমি কি কহিব আর॥ তুমি বিনা অন্য না জানে কদাচিৎ। তুমি মোর প্রাণ ইহা কহিল নিশ্চিত॥ মোর গণ তোমার মত লইবে যেই জন। সেই সে হইব মোর কৃপার ভাজন॥ শ্রদ্ধা করি এ প্রসঙ্গ যেই জন শুনে। সেই ভাগ্যবান্ পায় প্রেম মহাধনে॥ শ্রীরূপের অদ্বৈত দেহ যেই রঘুনাথ। শুনিয়াও রামচন্দ্র মানিলা কৃতার্থ॥ এসব প্রসঙ্গ আমি যে কিছু শুনিল। অল্পাক্ষরে সেই কথা তোমারে কহিল॥ নিত্যসিদ্ধ যেই, তার ইথে কি বিচিত্র। কর্ণরসায়ণ এই পরম পবিত্র॥ শ্রীমতীর মুখে বাক্য এতেক শুনিয়া। পরাণ জুড়াইল মোর শ্রবণ করিয়া॥ শুন শুন ভক্তগণ করি নিবেদন। সন্দেহ ঘুচিল মোর করি আস্বাদন॥ মদীশ্বরী মুখচন্দ্র আজ্ঞামৃত পাইয়া। প্রাণরক্ষা হইল মোর সুপ্রসন্ন হিয়া॥ এই ত কহিল মোর সন্দেহ ছেদন। কুতর্ক ছাড়িয়া

সদা কর আস্বাদন॥ শ্রীআচার্য্য প্রভুর গণে কোটি পরণাম। কৃপা করি পূর্ণ কর মোর মনস্কাম॥ তোমা সভার কৃপাতেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়। অনায়াসে প্রেমভক্তি তাহারে মিলয়॥ শ্রীরূপপার্ষদগণ-প্রাপ্তি-অভিলাষে। সেই জন শুনুক ইহা পরম লালসে॥ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বগণ সহিতে। বাঞ্ছা পূর্ণ কর সবে সুপ্রসন্ন চিতে॥ শ্রীআচার্য্য প্রভুর পদপ্রাপ্তি-অভি-লাষে। কৃপা করি পূর্ণকর এই অভিলাষে॥ শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা। প্রেম-কল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥ সে দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাসে। কর্ণানন্দ-কথা কহে যদুনন্দন দাসে॥

॥ * ॥ ইতি মালিহাটী গ্রামনিবাসি-বৈদ্য-শ্রীযদুনন্দন দাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীকর্ণানন্দে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামির দেহ-ত্যাগ সম্বন্ধে শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণীর নিকটে গ্রন্থকর্ত্তার সন্দেহ ছেদন নামক সপ্তম নির্য্যাস সম্পূর্ণ॥ * ॥ ৭ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীকর্ণানন্দ গ্রন্থ সম্পূর্ণ॥ শুভমস্তু॥ * ॥

কর্ণানন্দকথা নিত্যং কর্ণানন্দকলধ্বনিঃ।
শ্রীনিবাসপ্রভোর্ভক্তৈঃ শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং মুদা॥

১২৯৮। ৩০ চৈত্র।

সূচীপত্র।

কর্ণানন্দের অশুদ্ধশোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি।
বিবরি	বিবরিয়া	৫০	১৮
কথনে	কহনে	৫০	২৪
অদ্ভুত	অদভুত	৫১	২০
মনকথা	মনঃকথা	৫২	১২
পূর্ণিত	পুরিত	৫২	১৯
আমি রামচন্দ্র	রামচন্দ্রের	৫২	২২
শ্রীরাধা	রাধা	৫৩	১
যার কৃপা	কৃপা	৫৩	২০
বাসিয়া	বসিয়া	৫৪	৪
হলি	হলী	৫৪	২১
বহি	রহি	৫৫	৭
কহিবে	কহিতে	৫৬	১
অভরণ	আভরণ	৫৬	৭
বর্ণনং নাম	বর্ণন নামক	৫৭	১৮
মহারাজা	মহারাজ	৫৯	১৩
ঐ	ঐ	ঐ	২০
পিরীতি	পীরিতি	৬০	২৩
রজ	রজঃ	৬০	২৩
সাস্ত	শাস্ত	৬১	১৪
পিরীতে	পীরিতে	৬২	৪
বৈধি	বৈধী	৬২	১৭
ঐ	ঐ	ঐ	১৮
বিবিধা	বিবিধ	৬২	১৯
কীর্ত্তিকাদি	কার্ত্তিকাদি	৬৩	১৪
বিধি	বৈধী	৬৩	১৮
তুণ্ডাবলিং	তুণ্ডাবলি-	৬৫	৬
-কোলাং	কোজ্জ্বলাং	৬৫	১২

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি।
স্ফূরতি	স্ফূরতি	৬৫	১৯
স্বশ্লোক	স্বশ্লোক	৬৮	৫
যথারাগ	যথারাগঃ	৬৯	১৬
সবার	সবারে	৬৯	২২
র্য্যদ	র্যদা	৭১	৩
কম্বিরাজ	কবিরাজ	৭১	১৯
অস্থার্থ	অস্থার্থঃ	৭৩	৮
মুঞ্জরী	মঞ্জরী	৭৪	২২
দিপ্তী	দীপ্তি	ঐ	২৩
শ্লোকে	শ্লোকয়োঃ	৭৫	১১
গুণযুজোঃ	গণযুজোঃ	৭৬	ঐ
-ম্নিত্যা	-ম্নত্যা	ঐ	১৩
-চিৎ·গ্র	-চিদ্‌গ্র	৭৭	৯
অস্থার্থ	অস্থার্থঃ	ঐ	১০
ম্লিমতঃ	ম্লিয়মতঃ	ঐ	১৯
জ্জায়া	জ্জয়া	ঐ	ঐ
অস্থার্থ	অস্থার্থঃ	৭৮	৪
কাদম্বা	কদম্বা	ঐ	২৩
প্রকাশ্রণে	প্রকাশনে	৭৯	১১
শ্লোক	শ্লোকঃ	ঐ	১৫
রলী	মুরলী	ঐ	১৮
কট্যাংশা	কোট্যংশা	৮০	১০
যোষিত	যোষিৎ	ঐ	১৯
ভিম্নং	হৃভিন্নং	৮১	৩
গোলক	গোলোক	ঐ	১৪
গোকলোক	গোলোক	ঐ	১৮
চরিতামৃতে	চৈতন্যচরিতামৃতে	৮৩	৭
কট্যংশা	কোট্যংশা	৮৪	১৪
ন্মাক্ষে	ন্মাখ্যে	৮৫	১

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি।
রবো	রয়ো	ঐ	৪
সারী	শারী	ঐ	২১
সঙ্কারি	সঙ্কারী	৮৬	৪
অরুন্দতি	অরুন্ধতী	ঐ	১৫
চকাসি মাসতস্মশা	চকাসামাস তদুরশঃ ॥	ঐ	১৯
কৃতঃ	কুতঃ	৮৭	১০
নচান্যত্র ক্ষেত্রে হরিতনুসনাথেত্যাদি	নচান্যত্র ক্ষেত্রে হরিতনুসনাথেঽপি সুজনা- দ্রসাস্বাদং প্রেম্না দধদপি বসামি ক্ষণমপি। সমং ত্বে তদ্‌গ্রাম্যাবলিভিরভিতন্বন্নপি কথাং বিধাস্যে সংবাসং ব্রজভুবন এব প্রতিভবং ॥	৮৮	২৪
অঙ্কে	অঙ্কয়োঃ	৯০	১৫
সামর্থ্য	সমর্থা	৯০	২৩
মহারাজার	মহারাজের	৯১	৪
ঐ	ঐ	ঐ	৯
রাজ	রাজের	ঐ	১০
যে	যে যে	৯২	৩
না দেখিল এই গ্রন্থ কহিল নিশ্চয়		৯২। ৯৩	২৩। ১
খেতরি	খেতরির	৯৩	৯
কুষ্ঠ	কুষ্ঠা	৯৩	১৭
মোর	আমার	৯৫	৬
জানিলেন	জানিলেন তাহে	৯৫	৭
কুল্যোন	কুল্যোন্	৯৬	৭
বৃন্দ	বৃন্দা	ঐ	১২
শ্বামি	স্বামি	ঐ	১৫
শ্রীমতি	শ্রীমতি	ঐ	ঐ

অশুদ্ধশোধন সম্পূর্ণ।